পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 168 Saturday, 20 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৬৮ সংখ্যা ❋ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২০ মে ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

টাস্কফোর্স মাঠে নামতেই সস্তা হল সবজির দর, বাজারে গৃহস্থ থেকে ব্যবসায়ীর মুখে হাসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ কদিনের মধ্যেই বাজারে সবজির দাম কিছুটা কমেছে। পাইকারি ও খুচরো উভয় ক্ষেত্রে নানা সবজির দাম ৪ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং সবজির বাজারে যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল সেটা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে টাস্কফোর্সকে নেমে সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন। কারণ যুদ্ধের জিগির তুলে কিছু ব্যবসায়ী বাজারে শাক-সবজির দাম বা।ড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এই মূল্য হ্রাসে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সাধারণ গৃহস্থরা। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষজন দাম কমায় উপকৃত হচ্ছেন। তবে মাছ-মাংসের দাম একটু কমলে পুরো বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। এই সবজি নিয়ে পাইকারি বিক্রেতারা জানান, সবজির জোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দাম কমেছে। মজুত বৃদ্ধির কারণে বাজারে শাক-সবজির সরবরাহ বেড়েছে। যার প্রভাব পড়েছে দামে। এখন কয়েকটি সবজির দাম তুলনামূলক বেশি রয়েছে। তবে কদিনের মধ্যে সেগুলির দামও কমবে। ক্রমাগত সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলে শাক-সবজির বাজারে স্থিতিশীলতা আরও বাড়বে। একটা সময় এসেছিল যখন সবজির দাম বেড়ে ছিল। সবজির চড়া দামে বাজার করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠেছিল গৃহস্থদের। সেখান থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও দাম বেশি বলে মনে হচ্ছিল অনেকের। তবে এবার সেটা কমায় হাসি ফুটেছে মুখে মধ্যবিত্তের। এখন বাজারে ভাল মানের বেগুন প্রতি কেজি ৫০-৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ঢ্যাঁড়স ও পটলের দাম ৪০ টাকা কেজি। যেখানে মাত্র এক সপ্তাহ আগেও ৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল। বরবটি, চিচিঙ্গা এবং করলার দামও কমেছে। কুমরো, ঝিঙে, পেঁপে, টমেটো, ইচোর-সহ নানা সবজির দাম আগের তুলনায় কমেছে। বিরাট হ্রাস পেয়েছে এমন নয়। তবে কমেছে। এটাই যেন চেয়েছিলেন ক্রেতারা। তবে আলুর দাম ২২ টাকা দর হওয়ায় ক্রেতাদের দাবি, কেজি প্রতি ২ টাকা বেড়েছে আলুর দাম। আগে ২০ টাকার মধ্যে এক কেজি আলু মিলছিল। সুফল বাংলার স্টলে সবজির দাম আরও কম। এই স্টল আরও বাড়ানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, ক্যাপসিকাম দামের দিকে থেকে একটু বেশি দর আছে। সেটাও মে মাসের শেষ দিকে কমে যাবে বলে ব্যবসায়ীদের সূত্রে খবর। পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় পরিবহণের খরচ বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং এগুলির দামে তার প্রভাব পড়েছে।

‘চাকরিগুলো কিন্তু আমাদের জন্য যায়নি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ চাকরি ফেরাতে হবে, এই দাবিতে দিনের পর দিন বিকাশ ভবনের সামনে বসে রয়েছে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারা দাবি করেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে আসতে হবে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, ‘‘আমি তো মিটিং করে বলেছিলাম যে আমরা রিভিউ আবেদন করব। আদালতের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়, একটা বাধ্য-বাধকতা থাকে।’’ এদিন চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থান বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘প্লিজ আমায় এই বিষয় নিয়ে বলতে বলবেন না। ওদের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। ছিল এবং থাকবে। আমি তো মিটিং করে বলেছিলাম যে আমরা রিভিউ আবেদন করব। আদালতের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়, একটা বাধ্য-বাধকতা থাকে। আমাদের দিক থেকে আমরা রিভিউ পিটিশন করেছি। যদি রিভিউ পিটিশন অ্যালাও করে, তবে ভাল কথা। কিন্তু কোর্ট যদি কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমরা মানতে বাধ্য। আমরা বলতে পারি না যে কোর্টের সিদ্ধান্ত মানব না। এখনও পর্যন্ত কারোর মাইনে বন্ধ হয়নি। এমনকী, গ্রুপ-সি যারা টাকা পাবে না, তাদের জন্যও বিশেষ স্কিম করে টাকা দেওয়া হচ্ছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমার একটা জিনিস খারাপ লাগে, যারা উসকাচ্ছে, তারাই কিন্তু এই মামলা করেছে। চাকরিগুলো কিন্তু আমাদের জন্য যায়নি। চাকরিগুলি যাদের জন্য যাওয়ার পথে, আমি তাদের বলব, এটা না করলেই পারতেন। যারা চাকরি খেয়েছেন, তারাই যদি আজকে স্বার্থরক্ষার গুরু হয়ে যায়, সেখানে আমার আপত্তি আছে। তাদের রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। আমি নিজে ওদের সঙ্গে মিটিং করেছি। শিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা ন্যূনতম সম্মান, সৌজন্য

প্রত্যাশা করি। রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে তারা সমাজকে সেবা করুক। বাচ্চাদের শিক্ষা দিক। সবাই সমান নয়, অনেকে কাজ করছেন।’’ আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেই তিনি বলেন, ‘‘যারা আন্দোলন করছে, তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ নেই। আমার অভিযোগ একটাই, কাউকে আটকে রাখা যায় না। পথ আটকে মানুষের ক্ষতি করা যায় না। এতে বাইরের লোকেরা আছে, শিক্ষকের সংখ্যা কম। প্রেগন্যান্ট মহিলা, তাকে ১৪ ঘণ্টা-১৮ ঘণ্টা আটকে রাখা হচ্ছে। একজন পরীক্ষা দিতে এসেছেন, তাকে নামতে দেওয়া হয়নি। সে লাফ দিয়েছে, পায়ে চোট রয়েছে। মানবিকতাকে শ্রদ্ধা করলে তাকে ভালবাসা যায়, শ্রদ্ধা করা যায়। আন্দোলনের বিপক্ষে নই, কিন্তু আন্দোলনেরও একটা লক্ষ্মণরেখা আছে। আমি তো বলব, এখানে আন্দোলন না করে আইনি লড়াই করুন। আমরা সবরকমভাবে পাশে আছি। যে রাজনৈতিক দলগুলি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের বলব, কোর্টে তো কেসটা আপনারা করেছিলেন, সেটা করা কি ঠিক ছিল?’’ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কেন্দ্রের সর্বদল প্রতিনিধি দলে তৃণমূলের নাম প্রত্যাহার নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, এদিন তার জবাব দিলেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘এখন এমন সিস্টেম হয়ে গিয়েছে যে কেন্দ্র দলকেই জানায় না। সংসদীয় দল শুধুমাত্র সংসদ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে, নীতি নির্ধারণ করতে পারে না।’’ কেন্দ্রের সর্বদলে প্রতিনিধি পাঠানোর প্রসঙ্গে এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কোনও আবেদন আসেনি আমাদের কাছে। যদি আমাদের কাছে আবেদন আসত, তবে আমরা অবশ্যই বিবেচনা করতাম। আমরা দেশের পাশে রয়েছি। আগেও বলেছি, বিদেশনীতিতে আমরা কেন্দ্রের পাশে রয়েছি। এখনও আমরা কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও অ্যাকশনকে সমর্থন করছি। কিন্তু ওরা সদস্য নির্ধারণ করে দিতে পারে না। তারা নিজেদের সদস্য বাছাই করতে পারে, কিন্তু অন্য দলের সদস্য ঠিক করে দিতে পারে না। এটা দলের সিদ্ধান্ত। যদি আমায় অনুরোধ করে, তবে আমরা চিন্তাভাবনা করে নাম পাঠাব।’’ ইউসুফ পাঠান ‘না’ বলে দেওয়ার পরই জল্পনা রটেছে যে তৃণমূল কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে বয়কট করেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে বয়কট করছে না। তিনি বলেন, ‘‘আমরা বয়কট করছি, এটা বলা ঠিক নয়। এটা ভুল। সংসদীয় দল সংসদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সিদ্ধান্ত নেয়। সেটাও দলের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়। লোকসভা-রাজ্যসভার চেয়ারম্যান আমি। অথচ আমাদের কখনও জানানো হয় না। আমাদের জানালে অবশ্যই জানাব।’’

উত্তরবঙ্গ-দিঘা প্রতিদিন ছুটবে ৬টি ভলভো বাস

শিলিগুড়ির বিজনেস সামিটে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ মেঃ এপ্রিলের শেষে দিঘায় উদ্বোধন হয়েছে জগন্নাথ মন্দিরের। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গের মানুষও যাতে সহজেই দিঘার মন্দির দর্শনে যেতে পারেন, সেজন্য আগামীকাল মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা থেকে দিঘাগামী ৬টি ভলভো বাসের উদ্বোধন হতে চলেছে। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে বিজনেস সামিট থেকে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং রায়গঞ্জ, এই ৬টি জায়গা থেকে প্রতিদিন দিঘার উদ্দেশে রওনা দেবে এই ভলভো বাস। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, উত্তরবঙ্গের কথাও আমরা ভাবি। তাই এই উদ্যোগ। শিল্পায়নের স্বার্থে ফি বারই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (বিজিবিএস)। গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে অষ্টম বিজিবিএস। একইভাবে উত্তরেও শিল্পে জোয়ার আনতে এদিন শিলিগুড়িতে বিজনেস সামিটের আয়োজন করে রাজ্য। যেখানে ৮টি জেলা থেকে একাধিক শিল্পপতি এবং উদ্যোগপতিরা উপস্থিত রয়েছেন। কীভাবে উত্তরবঙ্গের শিল্পায়নে আরও বিকাশ ঘটানো যায়, তা নিয়েই এদিনের বৈঠক। প্রশাসন সূত্রে খবর, সামিটে ইথানল কারখানা, মাখনা, ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, চা শিল্পের আরও সম্প্রসারণ, শিল্পতালুক সহ কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব পেশ হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘শিল্পের জন্য সরকারের নিজস্ব জমি ব্যাঙ্ক রয়েছে। প্রচুর দক্ষ শ্রমিকও রয়েছে। ছোট ছোট শিল্পেও অনেক কর্মসংস্থান হয়। তাই ভারী এবং ক্ষুদ্র দু' ধরনের শিল্পে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।’’ একই সঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী জুলাইয়েই জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হয়ে যাবে। এজন্য রাজ্যের ব্যয় হয়েছে ৫০১ কোটি টাকা।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গের মানুষকে যেন কথায় কথায় না কলকাতায় যেতে হয়, তাই এই উদ্যোগ। ১২ জুলাই সম্ভবত উদ্বোধন হবে। তবে এটা হাইকোর্ট ঠিক করবে।’’ এদিনের শিল্প সম্মেলনে দার্জিলিং জেলা ব্যবসায়ী সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিবরেওয়াল বলেন, ‘‘২০১১ সালের আগে সিএম তো দূর ডিএমের দেখাও পাওয়া যেত না। এভাবে আগে কখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের জন্য উদ্যোগ নেননি। আগে কথায় কথায় বনধ হত। এখন সেটা বন্ধ হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আগে পঞ্চায়েতের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হত। এখন অন লাইনের দৌলতে সেই হয়রানিও বন্ধ হয়েছে।’’ এদিনের সভায় একাধিক শিল্পপতি তাঁদের ব্যবসা ও তাঁর বৃদ্ধির প্রয়াস-পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কার কোথায় কোন ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে, সেই বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রী জানান। বৈঠক থেকেই সেই সমস্ত সমস্যার অধিকাংশেরই সমাধান বাতলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরকমই এক ছোট ব্যবসায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘‘রাস্তায় শিল্পপতিদের গাড়ি যখন যায়, টোল ট্যাক্স, জিএসটি, পুলিশ ইত্যাদির হয়রানিতে কস্টিং বেড়ে যায়। এটা গোটা দেশ জুড়ে। এটা আমাদের চরম কষ্টকর একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। গাড়ি ভাড়াও বেড়ে গিয়েছে। ওরা যদি কোনও জায়গায় একশো টাকা খরচ করে, আমাদের কাছে পাঁচশোর টাকা কথা এসে শোনায়।’’ ওই ব্যবসায়ীর কথা শেষ হওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘টোল ট্যাক্স, জিএসটি, পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকারের। এখন তো একটাই ট্যাক্স। আগে রাজ্য নিত। রাজ্যের হলে আমি এখনই বলে দিতাম আমি নেব না। তবে আমরা একটা অনুরোধ করে দেখতে পারি। কেন ছোট ব্যবসায়ীদের ছাড় দেওয়া হবে না।’’ কিছুটা থামার পর তিনি বলেন, ‘‘তবে পুলিশ যাতে কোনও ট্যাক্স না নেয়, সেটা দেখার দায়িত্ব পুলিশের।’’ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এর আগেও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুলিশের বিরুদ্ধে এর আগেও টাকা তোলার অভিযোগ সামনে এনেছেন ছোট ব্যবসায়ীরা। তার জেরে একাধিকবার প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল ছোট গাড়ির চালকরাও। এবার মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই সরাসরি তুলে ধরা হল সেই বিষয়টি। এদিন দুপুরে কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে বিজনেস সামিটে যোগ দেন। আগামীকাল মঙ্গলবার ফুলবাড়ির ভিডিওকন মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সফরের তৃতীয় দিন অর্থাৎ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে বসবেন।

স্বর্ণমন্দির ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল পাক বাহিনী, রুখে দেয় ভারত, জানালেন সেনাকর্তা

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ পাকিস্তানি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ে পাঞ্জাবের অমৃতসরের প্রখ্যাত স্বর্ণমন্দির ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু, সেনার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন বিধ্বংসী কামান তার প্রত্যেকটিকে নিষ্ক্রিয় করেছে। সোমবার একথা জানান, ১৫ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল কার্তিক সি শেষাদ্রী। এর আগেই ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছিল, অপারেশন সিঁদুরের পর পাক বাহিনীর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দেশের অসামরিক এলাকা এবং ধর্মীয় স্থানগুলিকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। যার মধ্যে শিখদের সর্বোচ্চ ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দিরও ছিল। মেজর জেনারেল বলেন, ‘‘আমরা জানতাম পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার কোনও ন্যায়নীতি বোধ নেই। ওরা সামরিক, অসামরিক এমনকী ধর্মস্থানেও হামলা চালাতে পারে। সে কারণে শিখ তীর্থ স্বর্ণমন্দিরকে ওরা লক্ষ্যবস্তু করতে পারে, এমন অনুমান আমাদের ছিল। তাই আমরা একেবারে আধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম স্বর্ণমন্দিরকে রক্ষা করতে মোতায়েন করে রেখেছিলাম। শেষাদ্রী আরও বলেন, ‘‘গত ৮ মে পাকিস্তান স্বর্ণমন্দিরকে লক্ষ্য করে একের পর এক হানাদারি চালায়। যার মধ্যে ছিল ড্রোন এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র।’’ তিনি জানান, ‘‘কিন্তু, আমাদের আগাম অনুমান থাকায় আমরাও সম্পূর্ণ তৈরি ছিলাম। আমাদের সাহসী ও সজাগ সেনাবাহিনীর বন্দুকবাজরা পাকিস্তানের শয়তানি চক্রান্ত ভেস্তে দিতে সক্ষম হন।’’ তিনি জানান, স্বর্ণমন্দিরকে ধ্বংস করতে যতগুলি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকে অকেজো করে দেওয়া হয়। যার ফলে পবিত্র স্বর্ণমন্দিরের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেয়নি আমাদের বাহিনী।

বিকাশরঞ্জনকে হেনস্থা মামলায় কুণালের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির মামলার রায়ের পর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামীম সহ একাধিক আইনজীবীর ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হয়। সোমবার সেই মামলাতেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সহ আটজনের বিরুদ্ধে রুল ইস্যু করার নির্দেশ দিল রাজ্যের উচ্চ আদালত। সময়ের মধ্যে কেন উত্তর দেওয়া হয়নি, এই কারণেই কলকাতা হাইকোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আটজনের বিরুদ্ধে রুল ইস্যু করেছে। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকদিন আগে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তার জবাবও এখনও পাওয়া গেল না। কুণালের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের আর্জি ছিল, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হচ্ছে সেটা ঠিক না। কারণ তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। আর জবাব বা প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য আরও একটু সময় দেওয়া হোক। আদালতের অবশ্য বক্তব্য, কাউকে জেলে পাঠানো হচ্ছে না। তাই এই বিষয়ে আর সময় দেওয়া যাবে না। এই প্রেক্ষিতে নির্দেশ, কেন জবাব দিতে এত সময় লাগছে, শুধু মুখে এটা বললেই হবে না। আগামী ১৬ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি। গত এপ্রিল মাসে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর চেম্বার ঘেরাও করেন শারীর শিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার শিক্ষকদের একাংশ। সেই ঘটনাতে তৃণমূল সরকারকে দায়ী করেছিলেন আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য। অভিযোগের সুরে বলেছিলেন, ‘‘যারা লড়াই করে আইন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাসক দল দুর্নীতির পক্ষে যারা আছেন তাঁদের লেলিয়ে দিচ্ছে।’’

চাকরিহারা শিক্ষকদের অভিষেকের পরামর্শ

আন্দোলন করুন, কিন্তু হিংসাত্মক আচরণ করবেন না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ ‘আন্দোলন হবে অহিংসার পথে, গণতন্ত্রের পথে। গান্ধীজি অহিংসার কথা বলেছিলেন, আমরাও আন্দোলন করেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতিবাদ প্রদর্শন করা মানেই হিংসাত্মক আচরণ নয়।’ দিল্লি যাওয়ার আগে চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৫ শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছে বিধাননগর নর্থ থানা। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আগেই একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। তার পরও বিকাশ ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরিহারা ‘যোগ্য’ শিক্ষকরা। সরকার পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও কোনওরকম আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না বলেই জানিয়েছিলেন চাকরিহারারা। যদিও দিল্লি যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক একপ্রকার বরাভয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন চাকরিহারাদের। জানিয়েছেন, বিচারব্যবস্থার উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। রাজ্যও রিভিউ পিটিশন দিয়েছে। একটা সুরাহার পথ নিশ্চয়ই বেরোবে। তবে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, আন্দোলন চলুক, তবে তাতে রাজনৈতিক রং না লাগতে দিয়ে প্রতিবাদ যেন গণতন্ত্রের পথে হয়। অভিষেক বলেন, ‘‘আমি কিছু ফুটেজ দেখেছি। গেট ভাঙার ভিডিও দেখেছি। চাকরিহারাদের এই আন্দোলনকে আমি ছোট করব না, সেই ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু আন্দোলন কখনও উগ্র হয় না, হিংস্র হয় না। আমরা একশো দিনের কাজ নিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করেছি। সাধারণ মানুষ তো ছেড়েই দিন, যাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এমনকি মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে মারা হয়েছে। আমরা তো হিংসার পথে যাইনি। বরং পরের দিন রাজভবনের বাইরে ধর্নায় বসেছি। সবটাই শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আমি চাইব, শিক্ষকরাও যেন অহিংসার পথে থেকে

আন্দোলন করেন। আন্দোলনের অধিকার সকলের রয়েছে।’’ সম্প্রতি তৃণমূলের সাংগঠনিক স্তরে রদবদল। উত্তর কলকাতার সভাপতি পদ থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপসরণ ও বীরভূমের সভাপতির পদ থেকে অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টকে সরানো নিয়ে রাজ্য রাজনৈতিক স্তরে ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে তাহলে কি তৃণমূল কোনও ব্যক্তিবিশেষের ওপর নয়, কোর কমিটির ওপরেই আস্থা রাখছে? পরিবর্তন করা হয়েছে, একাধিক চেয়ারম্যান পদেও। এবার এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন এই সিদ্ধান্ত, সে কথা কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান তিনি। অভিষেকের কথায়, ‘‘যেখানে যা পরিবর্তন আমাদের নেত্রীর অনুমোদনে হয়েছে। কোথায় কে থাকবেন, না থাকবেন, বিগত দিনে তাঁরা কেমন কাজ করেছেন, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, এমপি হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের জেলা স্তর থেকে সরিয়ে রাজ্য স্তরে আনা হয়েছে। তাঁরা রাজ্য স্তরে সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন, সহ সভাপতি হয়েছেন, কেউ সম্পাদক হয়েছেন। যাঁরা এতদিন জেলা স্তরে কাজ করেছেন, তাঁরা রাজ্য স্তরে কাজ করবেন।’’ অভিষেক জানান, এই রদবদলের পিছনে কাউকে বিশেষ সুযোগ দেওয়া কিংবা কাউকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হল, সেরকম কোনও কারণ নেই। তবে তিনি বলেন, ‘‘অনেককে জেলাস্তরে নতুন করে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা খুব ভালো চেষ্টা করেছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল করতে পারেনি, তাঁদেরকেও পুরস্কৃত করেছি অনেক জায়গায়।’’ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুব্রত মণ্ডলের ক্ষেত্রে নাম উল্লেখ করে তিনি বিশেষভাবে বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠকে বলেছিলেন, অনুব্রত মণ্ডল কোর কমিটিতে থাকবেন। বীরভূমে কোর কমিটির মিটিংও হয়েছে। উত্তর কলকাতার ক্ষেত্রে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারম্যান রয়েছেন। সেখানে সাত জন বিধায়ক, তাঁদের সঙ্গে আরও দুজন, ট্রেড ইউনিয়নের স্বপন সমাদ্দার ও জীবন সাহা সংযোজিত করা হয়েছে। ৯ জনের কোর কমিটি করা হয়েছে। টিম ওয়ার্ক করে কাজ করবে। কার ক্ষমতা খর্ব হল, কাকে বেশি পুরস্কৃত করা হল, সেভাবে দেখা ঠিক নয়।’’

বাংলাদেশি, মায়ানমারি অনুপ্রবেশকারীদের ৩০ দিনের মধ্যে পুশ ব্যাক, রাজ্যকে নির্দেশ দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে, আগামী তিরিশ দিনের মধ্যে বাংলাদেশি ও মায়ানমারি অনুপ্রবেশকারীদের পুশ ব্যাক অর্থাৎ জোর করে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে দিল্লি। একই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিএসএফ এবং অসম রাইফেলসকে। ওই দুই এজেন্সি বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্ত পাহারা দিয়ে থাকে। সরকারি সুত্রের খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই নির্দেশ নজিরবিহীন। এই প্রথম পুশ ব্যাকের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল। সরকারি নির্দেশনামায় বলা হয়েছে সন্দেহজনক বাংলাদেশি এবং মায়ানমারি, যারা নিজেদের ভারতের বাসিন্দা বলে দাবি করে তিরিশ দিনের মধ্যে তাদের নথিপত্র পরীক্ষা করে অনুপ্রবেশকারী সাব্যস্ত হলে দেশে ফিরিয়ে দিতে হবে। এক পদস্থ কর্তা বলেন, ‘‘অনুপ্রবেশকারী বাছাই এবং ফেরত পাঠানো নিয়ে দিল্লির নির্দেশিকা নতুন নয়। তবে এবারে মতো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। কাজটি কঠিন এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করতে হবে। এতদিন সন্দেহজনক বাংলাদেশি বা মায়ানমারি বাসিন্দাদের নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য তারা ভারতের যে রাজ্যের বাসিন্দা বলে দাবি করতেন সেখানে পাঠানো হত। মাসের পর মাস লেগে যেত নথিপত্র যাচাই হয়ে আসতে। এখন সব রাজ্যকেই যুদ্ধকালীন গতিতে নথি যাচাইয়ের কাজ শেষ করতে হবে।’’ যদিও, তিরিশ দিন কেন, তিনশো দিনেও তা শেষ করা কঠিন বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা। দিল্লির এই তৎপরতা নিয়ে নানামহলে আলোচনা শুরু

হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, অনুপ্রবেশকারী বাছাই এবং পুশ ব্যাকের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য শুধুই দেশের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নয়। আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বিধানসভা ভোটের অঙ্কও আছে এই অভিযানের পিছনে। বিজেপি ইদানীং সব ভোটেই অনুপ্রবেশকে জোরালো ইস্যু করা শুরু করেছে। অবিজেপি দলগুলিকে তারা অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতা বলে অভিযোগ করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই ইস্যুতে সরব। অন্যদিকে, বিরোধীদের বক্তব্য, অনুপ্রবেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। কারণ সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রের বাহিনী বিএসএফের। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে কেন দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না সে প্রশ্নও তুলেছে বিরোধী শিবির। মনে করা হচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করে বিজেপি ভোটমুখী অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের একাংশের মন জয় করতে চাইছে। মাস দুই হল ধরপাকড় শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির পর বাংলাদেশ ও মায়ানারের অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা হয়। পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকেও জবাব দেওয়ার দাবি উঠেছে সমাজমাধ্যমে। অনুপ্রবেশকারীদের দেশছাড়া করার পক্ষে জনমত জোরদার। এই পরিস্থিতিতে অভিযানের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। মায়ানমারের মূলত রোহিঙ্গা জাতির মানুষ ভারতে আছে। ভারত সরকার তাদের শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু দেশের নানা প্রান্তে রোহিঙ্গা জনজাতির মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের বহু মানুষ আইনি ও বেআইনি পথে এসে আর ফিরে যায়নি। সপ্তাহ দুই হল ভারত সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশ ব্যাক বা সীমান্তে নিয়ে গিয়ে জোর করে ঠেলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া শুরু করেছে। গুজরাত থেকে ৭৮জন মৎস্যজীবীকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় পাঠিয়ে দেয় ভারতের উপকূল রক্ষী বাহিনী। গুজরাত সরকার আর ছয় হাজারের বেশি সন্দেহজনক বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করেছে। তারা নিজেদের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দা বলে দাবি করেছেন। তাদের কাগজপত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। নথিপত্র দিয়ে ভারতীয় প্রমাণ করতে না পারলে তাদের ফেরত পাঠানো হবে। যদিও পুশব্যাক নিয়ে বাংলাদেশ সরকার জোরালো আপত্তি তুলেছে। গত শুক্রবার ত্রিপুরা লাগোয়া বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া দিয়ে ধৃত বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে সে দেশের প্রশাসনের দাবি। গ্রামবাসীরা সীমান্তে জড়ো হয়ে বিএসএফের প্রচেষ্টা ভেস্তে দেয় বলে দাবি ঢাকার। কূটনৈতিক চ্যানেলে ঢাকা পুশ ব্যাক নিয়ে ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে বলেও খবর।

প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত জো বাইডেন, উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ মে ঃ আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত। গত শুক্রবার শারীরিক পরীক্ষার পর তাঁর মূত্রাশয়ে ক্যানসার ধরা পড়ে। রোগ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পর্যায়ে রয়েছে বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। রবিবার, স্থানীয় সময় একটি বিবৃতি জারি করে এ কথা জানিয়েছে বাইডেনের দফতর। শুরু হয়েছে চিকিসা।জো বাইডেনের অসুস্থতার কথা শুনে উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করেছেন, জো বাইডেনের সাম্প্রতিক চিকিৎসার কথা শুনে মেলানিয়া এবং আমি দু ঃখিত। আমরা জিল এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং জো-এর দ্রুত এবং সফল আরোগ্য কামনা করি।

শোপিয়ানে পাকড়াও জঙ্গিদের দুই সহযোগী, মিলল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও

শ্রীনগর, ১৯ মেঃ জম্মু ও কাশ্মীরে শোপিয়ান জেলায় ভারতীয় সেনা এবং সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযানে জঙ্গিদের দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। মিলেছে পিস্তল, গ্রেনেডের মতো অস্ত্র। এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ।শোপিয়ান পুলিশ জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর ও সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযানে শোপিয়ানের ডি কে পোরা এলাকায় জঙ্গিদের দুই মদতদাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'টি পিস্তল, চারটি গ্রেনেড, ৪৩ রাউন্ড গুলি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক উপকরণও উদ্ধার করা হযেছে। এফআইআর দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তৃণমূল সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে, সেই কারণেই আতঙ্কিতঃ দিলীপ ঘোষ

খ।গপুর, ১৯ মে ঃ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এসএসসি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্কে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যেরও সমালোচনা করেছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, তৃণমূল সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে, সেই কারণেই আতঙ্কিত।সোমবার সকালে খ।গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ২৬,০০০ শিক্ষক চাকরি হারানোর পর থেকেই নিজেদের অধিকারের জন্য প্রতিবাদ করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮,০০০ জন কোনও দুর্নীতি ছাড়াই পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের চাকরি নিশ্চিত করেছেন, তাঁদের চাকরি পুনর্বহাল করতে হবে। এটি ঢাকতে, তাঁরা এখন স ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ করছে, তাঁদের সম্মানহানি করছে, গালিগালাজ করছে, লাঠিচার্জ করছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করছে। একটি সরকার কীভাবে এমনটা করতে পারে? সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে, সেই কারণেই আতঙ্কিত। দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, এই সরকার অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। যখন মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, তখন হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এখন সরকারের চলে যাওয়ার সময় এসেছে। স্কুলে যাদের শিক্ষকদের পড়ানো উচিত ছিল, তাঁরা এখন রাস্তায় প্রতিবাদ করছেন। বাংলার শিশুদের ভবিষ্যত্তের কথা কেভববে?

ভারতকে বিশ্বের খাদ্য ভান্ডারে পরিণত করা লক্ষ্য কেন্দ্রেরঃ শিবরাজ চৌহান

কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ ভারতকে বিশ্বের খাদ্য ভান্ডারে পরিণত করা লক্ষ্য কেন্দ্রের। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ চৌহান। সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখানেই থামতে চাই না। আমরা আমাদের দেশের চাহিদা পূরণ করতে চাই এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হল, একদিন ভারতকে বিশ্বের খাদ্যশস্যের ভাণ্ডারে পরিণত করা।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, বিকশিত ভারত অভিযান চলছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমৃদ্ধ কৃষকদের নিয়ে একটি উন্নত কৃষিক্ষেত্র অপরিহার্য। কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড, প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহ করে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ভীত তৈরি করে। শিবরাজ আরও বলেছেন, ২০২৩-২৪ সালে মোট খাদ্যশস্য উপাদন ছিল প্রায় ১৫,৫৭.৬ লক্ষ টন। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে ১৬,৬৩.৯১ লক্ষ টন হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে রবি ফসলের উৎপাদন ছিল ১৬০০.০৬ লক্ষ টন, এখন তা বেড়ে ১৬৪৫.২৭ লক্ষ টন হয়েছে।

বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে কেন্দ্রের পদক্ষেপ করা উচিতঃশুভেন্দু অধিকারী

শিলিগুড়ি, ১৯ মে ঃবাংলাদেশে ভারত-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের পদক্ষেপ দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে ভারত সরকারের পদক্ষেপ করা উচিত। সোমবার শিলিগু।তিতে সাংবাদিকদের মুখোমখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন, ভারত-বিরোধী সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলির বেশিরভাগই বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। ভারত বাংলাদেশ তৈরি করেছে। আমাদের হাজার হাজার বিএসএফ এবং সেনা জওয়ান বাংলাদেশ গঠনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু, পহেলগাম হামলার পর পাকিস্তানি উগ্রপন্থীদের সমর্থনে মানুষ বাংলাদেশের রাস্তায় নেমে এসেছে। আমি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের যা কিছু করা দরকার, তা করা উচিত।সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেকের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, তাঁর কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই, তাঁরা একমাত্র পরিচয় হল সে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো।

ভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে, প্রতিক্রিয়া কিরেন রিজিজুর

লেহ, ১৯ মে ঃ ভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে, এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কথায়, পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ এবং আমাদের নিরীহ নাগরিকদের হত্যার কারণে, প্রধানমন্ত্রী মোদী অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিলেন এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী দেখিয়ে দিয়েছে, তাঁরা কী করতে পারে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অব্যাহত লড়াইয়ের অবস্থান তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশগুলিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ বিষয়ে সোমবার লেহ-তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, ভারত সর্বদা শান্তিকে সমর্থন করে। ভারতের প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে এবং ভারতের পক্ষ তুলে ধরবে। বিশ্বকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারত শান্তিকে সমর্থন করে এবং যারা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এবং বিশ্বেরও একই সমর্থন করা উচিত।সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নির্বাচনের বিষয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর টুইটের বিষয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, এটি রাজনীতির বিষয় নয়। এই প্রতিনিধিদলগুলি কোনও দলের প্রতিনিধিত্ব করবে না, বরং দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আহত নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লির এইমস ট্রমা সেন্টারে গিয়ে ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমান্তে কারেগুট্টা পাহাড়ে নকশালদমন অভিযানে আহত নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। ওই অভিযানে ৩১ জন নকশালবাদীর মৃত্যু হয়।এক্স বার্তায় অমিত শাহ বলেছেন, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের শৌর্য্যের মাধ্যমে দেশ থেকে নকশালবাদ মুছে দিচ্ছে। আজ দিল্লির এইমস ট্রমা সেন্টারে গিয়ে আহত নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছি। তাঁদের বলেছি, গোটা দেশ তাঁদের জন্য গর্ববোধ করছে।শ্রী অমিত শাহ বলেন, এই বীর সৈনিকরা ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমান্তে টানা ২১ দিন ধরে অভিযান চালিয়ে ৩১ জন নকশালবাদীকে মেরেছেন। সারা দেশ তাঁদের সাহস ও বীরত্বের জন্য গর্বিত।

জলন্ধরে টায়ার কারখানায় ভয়াবহ আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

জলন্ধর, ১৯ মে ঃ পঞ্জাবের জলন্ধরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি টায়ার ফ্যাক্টরিতে। সোমবার সকালে জলন্ধরের গদাইপুরে একটি টায়ার ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই কারখানায় প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের খবর নেই। তবে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।দমকল অফিসার রবীন্দ্র সিং বলেছেন, সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ মেইন হেডকোয়ার্টারে ফোন করে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে জানানো হয়। তৎক্ষণা দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে এসে পৌঁছন। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে জলন্দর শিল্পাঞ্চল এলাকার অধীনে একটি টায়ার কারখানায় আগুন লাগে। আশা রাবার কারখানায় আগুন লেগেছে। তাৎক্ষণিকভাবে দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয় এবং দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু, কর্ণাটকে ২০ ও ২১ মে কমলা সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। সোমবারই বেঙ্গালুরুতে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। ২০ ও ২১ মে কর্ণাটকে ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি-র বিজ্ঞানী আর কে জেনামানি বলেছেন, ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা গিয়েছে, যার মধ্যে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরলের কিছু অংশ এবং দক্ষিণ কোঙ্কন ও গোযা, তেলেঙ্গানা এবং উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশও বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাত মূলত বেঙ্গালুরু এবং কর্ণাটকের অন্যান্য অংশে হচ্ছে, যেখানে আমরা খুব ভারী বৃষ্টিপাত দেখতে পাচ্ছি। গোয়ায়ও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এটি প্রাক-বর্ষার ভারী বৃষ্টিপাত।তিনি জানিয়েছেন, আমরা ২০ এবং ২১ মে কর্ণাটকের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছি। আমরা উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং উপকূলীয় কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর সংলগ্ন অঞ্চলগুলির জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছি। ২০ মে রাতে অথবা ২১ থেকে ২২ তারিখে কোঙ্কণ, গোযা এবং মধ্য মহারাষ্ট্রে খুব ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২১ তারিখ থেকে মুম্বইতেও

এনআরএসসি-ইসরো, এনজেবি, জেসিআই-এর ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

কলকাতা(পিআইবি)ঃজুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (জেসিআই) জাতির সেবায় ৫৪টি গৌরবময় বছর পূর্ণ করেছে। জেসিআই-এর প্রাথমিক দাযিত্ব হল যখনই বাজার মূল্য ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এমএসপি-র নিচে নেমে যায় তখন পাট চাষিদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) সহায়তা প্রদান করা। গত ৫৪ বছরে, জেসিআই পাট চাষিদের পাশে থেকে অভাবজনিত বিক্রি রোধ করেছে।এই বছর জেসিআই ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫.০৫ লক্ষ কুইন্টাল কাঁচা পাট ২৫২.৩৮ কোটি টাকায় সংগ্রহ করেছে। এমএসপি বা ন্যূনতম সহাযক মূল্যে ক্রয় এখনও চলছে চাষিদের সহায়তার জন্য। আগামী বছর (২০২৫-২৬) এর জন্য, যা ১ জুলাই ২০২৪ থেকে শুরু হবে, কেন্দ্রীয় সরকার টিডি৩ (মধ্যম গ্রেড) ভিত্তিতে এমএসপি হার ঘোষণা করেছে ৫,৬৫০.০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল, আগে মূল্য ছিল ৫,৩৩৫ টাকা। জুট কমিশনারের কার্যালয় ২০২৫-২৬ (জুলাই '২৫ থেকে জুন '২৬) এর জন্য জাত ও শ্রেণী অনুযায়ী এমএসপি হার ঘোষণা করেছে।এছাড়া, কাঁচা পাটের মান উন্নত করতে এবং পাটের উৎপাদন বাড়াতে জেসিআই জুট-আইসিএআরই বা জুট-আইকেয়ার প্রকল্প রূপাযণের দাযিত্ব নিয়েছে, যার খরচের দাযিত্ব ন্যাশনাল জুট বোর্ডের এবং শীর্ষস্থানীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিএআর-সিআরআইজেএএফ আইসিএআর-ক্রাইজাফ) এবং আইসিএআর-নিনফেট-এর সহায়তাপ্রাপ্ত। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য লাভজনকভাবে পাট চাষের যান্ত্রিকীকরণ এবং মাইক্রোবিয়াল কনসোর্টিয়াম ব্যবহার করে দ্রুত মূল্যায়নের মাধ্যমে পাট চাষিদের আয বৃদ্ধি করা।সম্প্রতি, জুট-আইসিএআরই ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার (এনআরএসসি)-এর সহযোগিতায় একটি জিওস্পেশিয়াল ক্রপ সার্ভিল্যান্স অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম চালু করেছে, যা সমগ্র ভারতের পাট উৎপাদন ও বিপননের ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়াগ হবে। এটি সঠিকভাবে চাষের জমি নির্ধারণ এবং পাটের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা অনুমান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি 'পাটসান মডিউল' নামে একটি প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ হবে, যার বর্তমানে কাজ চলছে। এই বিষয়ে গত অর্থবছরে এনআরএসসি-ইসরো, এনজেবি, জেসিআই-এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক মৌ স্বাক্ষর হযেছে, যা বর্তমানে কার্যকর।প্রকৃতপক্ষে, দূর অনুধাবনশীল তথ্য' প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায অনেক সুবিধাজনক, বিশেষ করে সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্থানিক চিত্রণ, ব্যাপ্তি এবং খরচের দিক থেকে। উপগ্রহ তথ্য ফসলের এলাকা অনুমান, ফলন ও উৎপাদন অনুমান, ফসলের অবস্থা, মাটির তথ্য প্রাপ্তি, ফসল ব্যবস্থা বোঝা, পরীক্ষামূলক ফসল বীমা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সমাধানে ব্যবহার করা হয়।এনআরএসসি, টেক্সটাইল মন্ত্রণালয়, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিযা লিমিটেড (জেসিআইএল) এবং ন্যাশনাল জুট বোর্ড (এনজেবি)-এর সাথে মিলে মহাকাশ এবং স্থল তথ্য ব্যবহার করে জুট ক্রপ ইনফরমেশন সিস্টেম (জেসিআইএস) তৈরি করছে পাট ফসলের পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য। সমগ্র ভারতের পাট ক্ষেত্রগুলিকে দেখার জন্য একটি জিওস্পেশিযাল ক্রপ সার্ভিল্যান্স অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম-ও চালু করা হচ্ছে, যা পাটের উপাদন এবং উৎপাদনশীলতার সঠিক অনুমানের কাজে লাগবে।এছাড়া, উপগ্রহ-ভিত্তিক পাট ফসল 'ম্যাপিং স্যাটেলাইট ডেটা' ব্যবহার করে পাট ফসলের চিত্রাঙ্কন করা হয় এবং আরও সুনির্দিষ্ট নমুনা সংগ্রহের জন্য এলাকা চিহ্নিত করা হয়। উপগ্রহ ফলন প্রতিনিধি ব্যবহার করে ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট (সিসিই) অবস্থান নির্ধারণ করা হচ্ছে, যা জেলা পর্যায়ে সঠিক ফলন অনুমানের সুযোগ করে দিতে সমর্থ। উপগ্রহ-ভিত্তিক পাট ফসলের এলাকা এবং সিসিই-ভিত্তিক পাট শুকনো ফাইবার ফলনকে কেন্দ্র করে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পাট উৎপাদন নির্ধারিত হয়। জিও-ট্যাগড তথ্যসহ ক্ষেত্রতথ্য সংগ্রহের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপও ব্যবহার করা হয় , যা পরে ভুবন জিও-পোর্টালে বিশ্লেষণ এবং দৃশ্যায়নের জন্য রাখা হয়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসঃঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

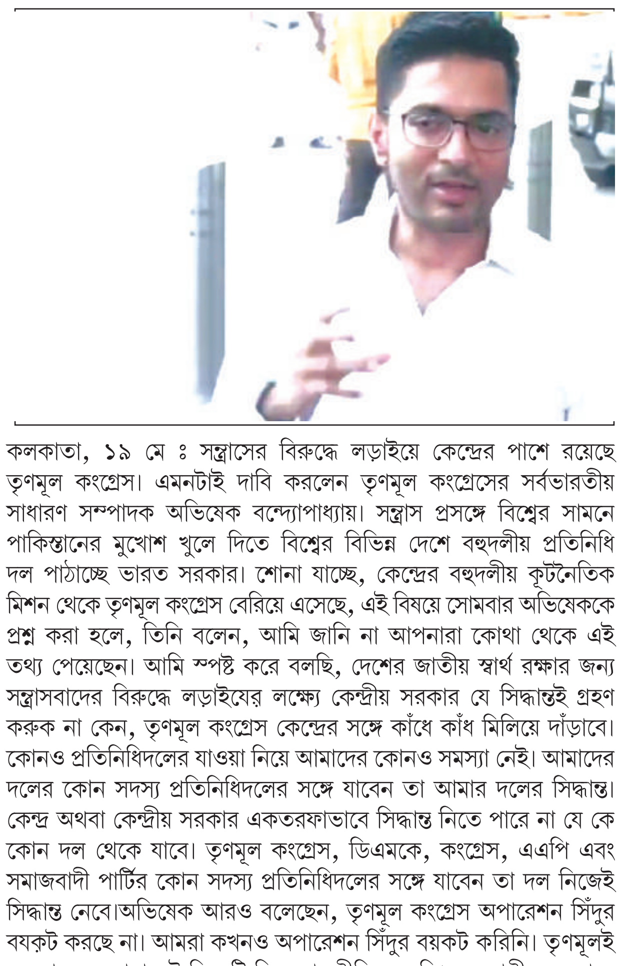

কলকাতা, ১৯ মে ঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহুদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে ভারত সরকার। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রের বহুদলীয় কূটনৈতিক মিশন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বেরিয়ে এসেছে, এই বিষয়ে সোমবার অভিষেককে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, আমি জানি না আপনারা কোথা থেকে এই তথ্য পেয়েছেন। আমি স্পষ্ট করে বলছি, দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। কোনও প্রতিনিধিদলের যাওয়া নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। আমাদের দলের কোন সদস্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যাবেন তা আমার দলের সিদ্ধান্ত। কেন্দ্র অথবা কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে কে কোন দল থেকে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, কংগ্রেস, এএপি এবং সমাজবাদী পার্টির কোন সদস্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যাবেন তা দল নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে।অভিষেক আরও বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস অপারেশন সিঁদুর বয়কট করছে না। আমরা কখনও অপারেশন সিঁদুর বয়কট করিনি। তৃণমূলই একমাত্র দল যারা এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করেনি। ক্ষমতাসীন সরকার, কিছু বিরোধী দল এটি নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে, এবং আমি এর নিন্দা জানাই। দেশের বিষয়ে রাজনীতির কোনও স্থান নেই।

হায়দরাবাদে বড় বিস্ফোরণের পরিকল্পনা! আইএস জঙ্গি সন্দেহে ধৃত দুই

হায়দরাবাদ, ১৯ মে ঃ আইএস জঙ্গি সন্দেহে হায়দরাবাদ থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হায়দরাবাদ শহরে বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল ওই দুই সন্দেহভাজনের। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স সেল) যৌথ অভিযানে অভিযুক্তেরা ধরা পড়েছে। তাঁদের কাছ থেকে অনেক বিস্ফোরক পদার্থও উদ্ধার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা হল ২৯ বছরের সিরাজ-উর-রহমান এবং ২৮ বছরের সইদ সমীর। সৌদি আরবের আইএস মডিউলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। কী ভাবে এবং শহরের কোথায় বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্ধ্র ও তেলঙ্গানা পুলিশের যৌথ বাহিনী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানগরমে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় রহমানকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই দ্বিতীয় অভিযুক্তের সন্ধান মেলে। সমীরকে গ্রেফতার করা হয় হায়দরাবাদ শহর থেকেই।

সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল থেকে তৃণমূল ফিরিয়ে নিল ইউসুফের নাম, তোপ বিজেপির

কলকাতা, ১৯ মে ঃ'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বদলীয় কূটনৈতিক দৌত্যের বিষয়টি নিয়ে রাজনীতির পারদ আরও চড়ল। সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল থেকে তৃণমূল ফিরিয়ে নিয়েছে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম, আর তাতেই তোপ দেগেছে বিরোধীরা।প্রতিনিধিদলের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল কেন্দ্র, সেখান থেকে ইউসুফের নাম ফিরিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব জানান, এই প্রতিনিধিদলে তাঁদের পক্ষ থেকে কেউ যাবেন না। তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, আমরা সম্পূর্ণ ভাবে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থের পক্ষে। কিন্তু আন্তর্জাতিক কূটনীতি করাটা কেন্দ্রের কাজ। সেটা তারাই করুক।তৃণমূলের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল সোমবার বলেছেন, এটা দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, এই ধরণের বিষয়গুলিকেও রাজনীতিকরণ করা হয়। ইউসুফ পাঠান একজন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার যার সমস্ত কমনওয়েলথ দেশ জুড়েই অনুসারী রযেছে। কিন্তু এখানে সমস্যা হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মনে করেন যে অন্য কারও জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তাহলে সেই ব্যক্তি তাঁর শত্রু হয়ে ওঠেন।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দিল্লিতে অসুস্থ দুই শিশু-সহ ৬ জন, সবাই হাসপাতালে ভর্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দিল্লিতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দু'টি শিশু-সহ ৬ জন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির শাহদারার বিশ্বাস নগরে। একটি টোটো (ই-রিক্সা)-তে চার্জ দেওয়ার সময় আগুন ধরে যায়, সেই অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ায় দুই শিশু-সহ ৬ জন অসুস্থ হয়ে প।ছেন। সবাইকে দিল্লির জিটিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, শাহদারায় একটি বাড়ির নিচতলায় ই-রিকশা চার্জ করার সময় আগুন লেগে, ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দুই শিশু-সহ ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারটি পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছিল। ৩০ বছর বয়সী সানির শরীরের ৫-১০ দগ্ধ হযেছে। প্রাথমিকভাবে আগুনের কারণ শর্ট সার্কিট বলে মনে হচ্ছে। সকলকে সুচিকিৎসার জন্য জিটিবি হাসপাতালে রেফার করা হযেছে। দুই মহিলার অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে।

পাক গুপ্তচর সংস্থার হয়ে চরবৃত্তি, উত্তর প্রদেশে গ্রেফতার ব্যবসায়ী

লখনউ, ১৯ মে ঃ পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ফের গ্রেফতার হল এক জন। এবার উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ থেকে রামপুরের বাসিন্দা এক যুবককে গ্রেফতার করেছে সে রাজ্যের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। অভিযুক্ত যুবকের নাম শাহজাদ। পেশায় ব্যবসায়ী শাহজাদকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন তথ্য তুলে দিত ওই যুবক। আইএসআই-এর শীর্ষকর্তাদের একাংশের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। গোপন সূত্রে চরবৃত্তির খবর পেয়ে গত কয়েক দিন ধরেই শাহজাদ নামের ওই যুবকের উপর নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ।

রাশিফল

মেষঃআজ নতুন কর্মপ্রাপ্তির আশা রয়েছে। ফাটকা বা দালালিতে অর্থাগম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাজসজ্জা, শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় উপার্জনের বৃদ্ধি পাবে। জমিজমা কেনাবেচায় আইনি জটিলতা আসতে পারে। বাতের ব্যথা বাড়তে পারে। শরীরের কোনও অংশ থেকে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষঃআজ উপার্জন বৃদ্ধি পাবে বৃষ রাশির জাতকদের। অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় জড়াতে পারেন। জীবনসঙ্গী ও সন্তানের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুনঃ গান-বাজনা ও শিল্পকলায় অভূতপূর্ব সাফল্য আসবে। আগের নেওয়া ঋণ শোধ করে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসায় জটিলতা বাড়তে পারে। প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজে আজ অর্থগম বাড়বে। অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিযাগে করলে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

কর্কটঃশক্তি ও অর্থের অপব্যয় করা আজ উচিত হবে না কর্কট রাশির জাতকদের। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। সাংসারিক খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। উত্তেজনার বশে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলে তা ভুল হতে পারে।

সিংহঃআজকে চেষ্টা করুন কিছু সুরক্ষামূলক পোশাকআশাক প।তে, বর্ম হলেই চলবে। কারণ আজকে আপনার দিনটি ভালো খারাপ মিশিয়ে। আপনি যা আশা করছেন তা হয়তো মিস করে যাবেন আবার যেটা আশা করছেন না হয়তো তার মুখোমুখি পড়ে যাবেন। আজকে, আপনার খরচ কিছুটা বেশী হবে।

কন্যাঃসতর্ক থাকুন যখন আপনি আশাতীত সাফল্য উপভোগ করছেন! কিন্তু আজকে হয়তো আপনার মজার সময়টা আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলতেই কেটে যাবে। নতুন কোনও ব্যবসার জন্য টাকা পয়সা রোজগারের আশা করুন। আজকে আপনার ব্যবসা শিখরে থাকবে।

তুলাঃআপনি নিজের সম্মান অথবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী থাকবেন। আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আপনার কাজের জায়গায় উন্নতি করতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিকঃ আজকে হঠাৎ, আপনাকে কেমন দেখতে তা নিয়ে আপনি সচেতন হয়ে আছেন। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, আপনি কেমন জামাকাপড় পড়ছেন, কেমন ভাবে চলাফেরা করছেন, সবকিছুই আজকে আপনার চিন্তার বিষয়।

ধনুঃআজ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছে হবে । সৌন্দর্যের জন্য অল্প কিছু টাকা খরচ করা যেতেই পারে, বিশেষ করে চুলের জন্য । কেনাকাটাও হতে পারে । আপনি পোশাক ও গয়নায় টাকা খরচ করতে চাইবেন ।

মকরঃআপনি নামি ব্র্যান্ড ও ভোগ্যপণ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এখন হাত কাম।চ্ছেন । তবে এখনও আশার আলো আছে ।

কুম্ভঃ আজকের দিনটা আপনারই । কাজের জায়গায় আপনার চেষ্টা আপনার হয়ে কথা বলবে । আজ আপনি সবার প্রশংসা কুড়োবেন ।।

মীনঃপ্রতিবেশীকে ভালোবাসুন এমন একটি নিয়ম যা আপনি বোধহয় আক্ষরিক অর্থে পালন করবেন, ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আপনাকে যেভাবে প্রভাবিত করে সেই কথা মাথায় রেখে। ধর্মীয় সাধনা আপনাকে ব্যস্ত

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১৮-২১ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। সোম ও মঙ্গলবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

ঠাকুরের ফুল আনতে গিয়ে বাসের চাকায় পিষ্ট ৮০ বছরের প্রৌঢ়র মৃত্যু

নববারাকপুর, ১৯ মেঃ সাতসকালে বাড়ি থেকে বাজারে গিয়েছিলেন ফুল আনতে। রাস্তায় এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী বৃদ্ধ একধার দিয়ে দিয়ে হাটছিলেন। পিছনের দিক থেকে হ্যচড়াতে হ্যচড়াতে সামনের প্রথম চাকায় পিশিয়ে দেয় বাস।সাথে সাথে বাস চালক পালিয়ে যায়। মধ্যমগ্রাম হাওড়া রুটের বাসের সামনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু প্রৌঢ় র। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে নব বারাকপুর থানার অন্তর্গত সোদপুর রোডের এপিসি কলেজের সামনে। দুর্ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নব বারাকপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রা প্রৌঢ় কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ব্যারাকপুর মর্গে ময়নাতদন্ত পাঠানো হয়। মৃত বয়স্ক প্রৌঢ় বাড়ি নববারাকপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কলেজ পাড়ার মৌমেলা এলাকায়। প্রৌঢ় এর নাম বিল্লেশ্বর সাহা(৮০)। বড় ছেলে গোপাল সাহা জানান সকালে চা বিস্কুট খেয়ে বাড়ি থেকে বাজারে ঠাকুরের ফুল আনতে গিয়েছিল। তারপর এই দুর্ঘটনা। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বাবার। পেশায় বাড়িতে জামা প্যান্ট সেলাই এর কাজ করতেন। স্থানীয়দের দাবি বাসটি রেষারেষি করতে গিয়ে রাস্তার পাশ ধারে হাটা এই পৌঢ়কে ধাক্কা মারে ,চাকার তলায় চলে যায় তিনি।নবব্যারাকপুর থানার পুলিশ ঘাতক বাসটিকে আটক করে। দেহ ময়নাতদন্ত হয়ে সন্ধ্যায় মৌমেলা এলাকায় আসতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট

সমীর দাস, কলকাতা,১৯ মেঃ আইনজীবীদের হেনস্থার ঘটনায় তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয় আলাদত। সোমবার কুণাল-সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে রুল জারির নির্দেশ দেয় বিশেষ বেঞ্চ। এই মামলায় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, ‘‘এটা খুব সিরিয়াস বিষয়। আদালত নির্দেশের পরেও কেউ মানছে না। ঘটনা হলো, সুপার নিউমারারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলার শুনানি কেন দ্রুত হচ্ছে না,তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী ফিরদৌস শামিমকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিকাশের দুই জুনিয়র আইনজীবীদের জুতো দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য এবং স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর এই ঘটনায় প্রধান বিচারপতিকে অভিযোগ জানানো মাত্রই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মামলা গ্রহণ করেন। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েক জন আইনজীবী। তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে বলে স্থির করে দেন প্রধান বিচারপতি। এই বেঞ্চের সদস্যেরা হলেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। আগের শুনানিতে বিচারপতি এই ঘটনায় অভিযুক্তদের কাছে কারণ ব্যাখ্যা চেয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। সোমবারের শুনানিতে আদালতে হাজির ছিলেন কুণাল ঘোষ। ফৌজদারি আদালত অবমাননা হয়েছে বলে উত্তর চায় আদালত। সেই উত্তর অভিযুক্তরা কেউ দেয়নি। বিরক্ত হয়ে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রুল জারি করে বিশেষ বেঞ্চ। বিচারপতি এদিন প্রশ্ন করেন, ২ মে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারপরেও অভিযুক্তরা কেন কেউ মানেননি? কুণাল ঘোষের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমার বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা আছে। হলফনামা তৈরি করেছি। আমাদের কিছু সমস্যা থাকায় হয়নি। কুণালের আইনজীবীর বক্তব্য, সেদিন ঘটনাস্থলে কুণাল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই কাঠের গুদাম

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, জয়নগর,১৯ মেঃ এবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গেল কাঠের গুদাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার সাতগাছিয়ার বিবিরহাটে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাথায় হাত ব্যবসায়ীর। কীভাবে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার ভোর তিনটে নাগাদ আচমকাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার সাতগাছিয়ার বিবিরহাটের কাঠের গুদামে আগুন লেগে যায়। কাঠের গুদামে প্লাইউড থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের বাড়িতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তিনটি গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। ভোররাতে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভাঙে স্থানীয়দের। তারপরই শুরু হয় জোর শোরগোল। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ফলতা, বেহালা, বারুইপুর ও অন্যান্য দমকল কেন্দ্র থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

তবে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান। ওই গুদামে কীভাবে আগুন লাগলো, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কাঠের গুদামে যথাযথ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

বিজয় মিছিল নতুনহাটে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ মেঃ ভারতীয় সেনা বাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়ে সোমবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনহাট এলাকায় কয়েকশো নাগরিকদের নিয়ে বিজয় মিছিল হয়ে গেল। এদিনের এই মিছিলে নাগরিকদের সাথে পা মেলালেন জয়নগর ২ নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি হারুণ মোল্লা,হাসান সেখ সহ বহু তৃনমূল কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। অপারেশন সিঁদুরের এই সাফল্যকে কুর্নিশ জানান এদিন শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ।সেনা বাহিনীর এই সাফল্য ভারতের প্রতিটা মানুষের কাছে গর্বের।একজন ভারতীয় হিসাবে সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানালেন প্রতিটা নাগরিক।

উদ্ধার ২০ লক্ষ টাকা

গড়িয়াহাট, ১৯ মেঃ গড়িয়াহাট পুলিশ স্টেশনের দক্ষ তদন্তে সমাধান হলো গত মাসের একটি সেনসেশনাল রাতের ডাকাতি মামলা। গড়িয়াহাটের একটি বুটিক থেকে ২০ লক্ষ টাকা চুরির ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের পুলিশ উদ্ধার করেছে সমস্ত অর্থ। ঘটনাটি ঘটেছিল গড়িয়াহাটের একটি বুটিকে। দোকানের মালিক অভিযোগ করেন, দোকান থেকে ২০ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে। পুলিশের তদন্তে জানা যায়, ডাকাতি ঘটেছে এমন কোনো ব্যক্তি, যিনি দোকানের খুঁটিনাটি জানেন। ডাকাতরা দোকানের সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে এয়ার-কন্ডিশনার বাইরের ইউনিট খুলে টাকা নিয়ে যায়।

বাম জমানায় অবহেলিত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নে জোর দিলেন মন্ত্রী

তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে ঃ সিপিআইএমের শাসনকালে ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে মৌলিক চাহিদার ঘাটতি ছিল চরম পর্যায়ে। রাস্তাঘাট, শিক্ষাব্যবস্থা, পানীয় জল, কর্মসংস্থানসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিলেন প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ। অবহেলিত সেই অধ্যায়ে ইতি টানতে বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে রাজ্যের প্রান্তিক এলাকাগুলিতে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানীয় জল, অবকাঠামো, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিক্ষার সুযোগ, রাস্তাঘাটের উন্নয়নসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এই বিষয়ে কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, ‘‘আজ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনা ও জনমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে। মন্ত্রী নিয়মিত রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করছেন এবং সিপিআইএমের আমলে বঞ্চিত জনগণের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন। জনতার সাথী হয়ে তিনি প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দরজায় পৌঁছে তাঁদের সমস্যা শুনে সমাধানের পথ খুঁজে দিচ্ছেন। সম্প্রতি মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত তুইকর্মা এডিসি ভিলেজের তীর্থমণি রিয়াং পাড়ায় এমনই একটি চিত্র দেখা যায়। সেখানে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানান, এলাকাটিতে পানীয় জল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিদ্যুৎ সংযোগ ও রাস্তাঘাটের সমস্যার সমাধান বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এই অঞ্চল এক সময় জলবাহিত রোগ এবং ম্যালেরিয়ার জন্য চিহ্নিত ছিল। শিশু থেকে বৃদ্ধঅনেকে এই রোগে প্রাণ হারিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকারের অবহেলার কারণে। তবে বর্তমান সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সরকারি উদ্যোগে চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সার্টিফাইড বীজ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ মেঃ সামনে বর্ষাকাল।আর তার ঠিক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এবার চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হচছে সার্টিফায়াড বীজ। ৪০ টাকা কেজি দরে চাষিরা পাচছেন এবার উন্নত মানের ধানবীজ।

একজন চাষি সর্বাধিক ৩০ কেজি পর্যন্ত ধান বীজ পাচছেন। আগে এলে আগে পাচছেন এই ভিত্তিতে বীজ দেওয়া হচ্ছে। সামনের বর্ষার মরশুমের জন্য আর কিছুদিন পর থেকেই চাষিরা বীজতলা তৈরির কাজ শুরু করবেন।

তার আগেই তাঁদের বীজ দেওয়ার কাজ শুরু হলো। বাইরে থেকে বীজ কিনে চাষিরা অনেক সময় প্রতারিত হন। ভালো গুণমানের বীজ দেওয়া হয় না। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েন চাষিরা। কিন্তু, সরকারি খামার থেকে বীজ কিনলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের খামার থেকে এই বীজ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তবে কৃষকদের দাবি সরকারি বীজের গ্রহণ যোগ্যতা অনেক বেশি থাকে। তা নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে দেওয়া হয়। চাষিদের স্বার্থের কথা ভেবে তা প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় দেওয়া হলে খুবই ভাল হয়।এ ব্যাপারে জেলা কৃষি দপ্তর থেকে আগামী দিনে চিন্তাভাবনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে পানিহাটি বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে তিরঙ্গা যাত্রা

মহন্ত দাশগুপ্তঃ কাশ্মীরে পহেলগাওঁয়ে পাকিস্তানের জঙ্গি হানায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটক প্রাণ হারান ও তাদের নিশংস ভাবে খুন করা হয়। খুনের সেই বদলা হিসেবে, ভারতের পক্ষ থেকে অপারেশন সিন্দুর প্রয়োগ করা হয় তথা প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে পাকিস্তানি জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তছ নছ করে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিন্দুর। পাকিস্তান জঙ্গিদের প্রত্যাঘাতে পহেলগাঁওয়ে যে সমস্ত মানুষজন শহীদ হয়েছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য বিশাল এক পদযাত্রা শুরু হয় সোদপুর বি টি রোড থেকে এবং সেই পদযাত্রা শেষ হয় অমরাবতী মাঠ পর্যন্ত। এই পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়। বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে মানুষজন তিরঙ্গা পদযাত্রায় পা মেলান। এই সুবিশাল পদযাত্রার অংশ নেন পানিহাটির পৌরপ্রধান সোমনাথ দে, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী তন্দ্রা ঘোষ, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ও পূর্ব এবং পশ্চিম পানিহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদকগণ সহ বিভিন্ন জেলা এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি পৌরসভার বিভিন্ন সিআইসি সহ সকল পৌরপিতা ও পৌরমাতাগন।

মিটিং করতে এসে গ্রেফতার সাতজন,সাইবার প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ

প্রীতম সাধুখাঁ, শ্রীরামপুর, ১৯ মেঃ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শ্রীরামপুর থানার টহলদারী পুলিশের একটি ইনোভা গাড়ি দেখে সন্দেহ হয়। আরোহীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য। রবিবার সন্ধায় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ কলেজ ঘাট চত্বর থেকে সাত জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল এম এস রমেশ,বিনোদ গঙ্গাধরন এম,পাট্রু জন স্যামুয়েল জোনস, নৌশাদ শেখ,সাবিরুজ্জামান গাজী,সুমিত শর্মা ও মহম্মদ আজাহার।প্রথম চার জনের বাড়ি দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালায়। সাবিরুজ্জামান এর বাড়ি নদীয়ার হরিণঘাটা, সুমিতের বাড়ি রিষড়া ও চারচাকা গাড়ির চালক মহম্মদ আজাহারের বাড়ি পার্ক সার্কাসে। ধৃতদের কাছ থেকে ১০ টি মোবাইল ফোন,১ টি ট্যাব,একাধিক ব্যাঙ্কের পাশ বই, চেক বুক ও ইনোভা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। প্রথমিক তদন্তে ও জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জেনেছে,তুলসীর গুঁড়ো ব্যবসার টোপ দিয়ে বিভিন্ন গ্রাহকের ব্যাঙ্ক একাউন্ট ভারা নিত এই প্রতারণা চক্রটি। তাদের কয়েকজন এজেন্ট হিসাবে কাজ করত। জামতারা গ্যাং এর মত সাইবার প্রতারনার টাকা সেই ভাড়া করা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করত। গোটা দেশে এদের জাল ছড়িয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ। চন্দননগর পুলিশের সাইবার থানা থেকে বিশেষজ্ঞরা গিয়ে ধৃতদের মোবাইল পরীক্ষা করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে।তারপর তাদের গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতদের চুঁচুড়া সাইবার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীরামপুর থানা সাইবার থানাকে হ্যান্ড ওভার করে। আজ চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয় ধৃতদের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতারণা চক্রটি যে সব একাউন্ট ব্যবহার করত তাতে বহু টাকার লেনদেন হয়েছে বলে জানা গেছে।

জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা, পদযাত্রা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকোষ্ঠ

বিরাটী, ১৯ মেঃ দেশের বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকোষ্ঠ। রবিবার সন্ধ্যায় নিমতা ডাক্তার বাগান তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয় এই পদযাত্রা, যা শেষ হয় ২০১ বাস স্ট্যান্ড মোড়ে। পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা হিন্দি প্রকোষ্ঠের চেয়ারম্যান অশোক শর্মা। উপস্থিত ছিলেন দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অমিত গুপ্তা, জেলা মহিলা নেত্রী পুষ্পিতা শর্মা, সচিব রবি শর্মা সহ হিন্দি প্রকোষ্ঠের অন্যান্য পদাধিকারীরা। দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া বীর জওয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই পদযাত্রা ছিল দেশপ্রেম ও ঐক্যের বার্তা বহনকারী এক গর্বময় উদ্যোগ। সুবিশাল মিছিলে জাতীয় পতাকা এবং শহীদ সেনাদের ছবি নিয়ে মহিলা যুবরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধীক্কার জনক শ্লোগান দেন। জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করা এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর লড়াই কে কুর্নিশ জানান অশোক শর্মা এবং অমিত গুপ্তা । তাঁরা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মতো দলীয় শ্লোগান বর্জন করে দেশ মাতৃকার শ্লোগান মেনে চলে তাঁরা খুশি।

চুঁচুড়ায় দুর্গা পুজোয় এবারে থিম দিঘার জগন্নাথ মন্দির

চুঁচুড়া, ১৯ মেঃ পূর্ব মেদিনীপুরে দীঘার জগন্নাথ মন্দির ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব পরিকল্পনা ফলশ্রুত হয়েছে। সেই জনপ্রিয়তার জেরে এবার আসন্ন দূর্গা পূজার থিম হিসেবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে চুঁচুড়া শহরে দেখা যাবে। চুঁচুড়া কারবালার মোড় বিবেকানন্দ রোডের বিগ বাজেটের পূজো কমিটির কর্ণধার ও চুঁচুড়া পৌরসভার কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্ত (বটাদা) বলেন, এখানে দেবী মূর্তি নিম কাঠের তৈরি হবে। সেই মূর্তি দেবী দুর্গার অভিনব ভাবে মণ্ডপে থাকবে এবং পূজিত হবে। দিঘাতে শুধু দেবতার মন্দির হয়েছে তাই নয় একটি স্থাপত্য সৃষ্টি হয়েছে।

সেই স্থাপত্যকেই দর্শকদের কাছে হাজির করতে চাইছি। যারা দিঘাতে জগন্নাথ মন্দির আর্থিক কারণে দেখার সুযোগ করতে পারছেন না সেই সমস্ত ভক্তবৃন্দরা অবশ্যই পুজোর সময় এখানে এসে মন্দির দর্শন করার সুযোগ পাবেন। প্রতিবছরই এই বিগ বাজেটের পূজা কমিটি চুঁচুড়া শহরে ও জেলার বারোয়ারি থেকে অন্যতম চিন্তা ভাবনা থাকে, পুজোর সময় এখানে প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে। এই কারণে এই পূজা কমিটি অজস্র পুরস্কার পায়।

উল্টো রথের দিন মন্ডপের খুঁটিপুজো হওয়ার কথা।

১৯শে মে কাছাড়ের ভাষা শহীদ স্মরণে কৃষ্টি প্রাঙ্গণে ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্পণ

নববারাকপুর, ১৯ মেঃ কাছাড় জেলায় মাতৃভাষা প্রেমী বাঙালিরা সরকারি শিক্ষা ও কর্মে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে প্রতিবাদে শিলচর রেল স্টেশনে সত্যাগ্রহ পালন করেছিলেন। পুলিশ শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং প্রাণ হারান এগারো জন বঙ্গসন্তান। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্ত ঝরিয়ে শহীদ হয়েছিল এগারোটি তাজা প্রাণ। বাহান্নর উত্তরাধিকার বহন করে বরাক উপত্যকায় বাঙালি রচনা করেছে আরেক শৌর্যের ইতিহাস। ১৯শে মের ভাষা শহীদদের মাতৃভাষা মর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আজও অধরা। সোমবার সকালে ১৯ শে মে কাছাড়ের ভাষা শহীদ স্মরণে নববারাকপুর কৃষ্টি প্রাঙ্গণে ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্পণ করল নববারাকপুর ২১ শে ফেব্রুয়ারি স্মরণ মঞ্চ । ভাষা স্মৃতিস্তম্ভে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্মরণমঞ্চের সভাপতি প্রেমানন্দ রায়, সম্পাদক বিপ্লব চৌধুরী, শ্যামল ঘোষ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ড. অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, শংকর চক্রবর্তী, অমিয় রায়, দুলাল দাস, মনীষা রায় সহ অন্যরা।

গানে কবিতায় আলোচনায় ১৯ শে মে ভাষা শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রভাতী অনুষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয় দিনটি। বাংলা আমার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব মনীষা রায়। প্রতিবার উনিশে মে রক্ত ঝড়ে হৃদয়ের গভীরে... সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করেন মনীষা রায়, উমা ভাদুড়ী, শীলা সূত্রধর, রমা দাস, সোমা সাহা। লেখা প্রেমানন্দ রায় সুর স্বপন চক্রবর্তী। পরে দেশাত্মবোধক সমবেত সংগীতানুষ্ঠান মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান... পরিবেশন ছিল সাবলীল। এছাড়াও ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ড. অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, শ্যামল ঘোষ, শংকর চক্রবর্তী প্রমুখ। স্মরণমঞ্চের সম্পাদক বিপ্লব চৌধুরী বলেন মাতৃভাষা মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ একত্রিশ বছর ধরে নববারাকপুর ২১ শে ফেব্রুয়ারি স্মরণ মঞ্চের উদ্যোগে ভাষা শহীদ স্মরণে প্রভাতী শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

এই নববারাকপুর পুরসভার শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্পণ অনুষ্ঠান যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্মরণ মঞ্চের সভাপতি প্রেমানন্দ রায়।

চন্দননগর স্বরবিতান মিউজিক একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান

মলয় সুর, চন্দননগর, ১৯ মেঃ চন্দননগর স্বরবিতান মিউজিক একাডেমির তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার চমৎকার একটি সন্ধ্যায় চন্দননগর শক্তি সংঘ ক্লাবের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানের সংস্থার মহিলা শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে ‘ গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ‘বসন্তের ফুল গাঁথলো ‘ গানের মধ্যে দিয়ে একক নিত্য পরিবেশন করেন অর্চিশা কুন্ডু। একক সংগীত করেন দেবাদ্রিতা ঘোষ।

এটি সংগীত জগতের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি সকলকে নিয়ে কাজ করা ও মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য। জলি গাঙ্গুলী শোনালেন ‘তুমি কেমন করে গান করো’। তার মাধুর্যমন্ডিত কন্ঠে শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখলেন। ৬৫ বছরের বর্ষিয়ান শিল্পী মমতা দাস গানের সঙ্গে যোগ রেখে গান করেন। পিনাকী পরামানিক আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভুল’ স্বর্গ’ । বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন পার্কাসনে স্বর্ণ চ্যাটার্জি, তবলায় কুন্তল দে ও কি বোর্ডে শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য। সংস্থার কর্ণধার সঙ্গীতশিল্পী মিঠু কুন্ডু। এরপর অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল মিঠু কুন্ডুর গীতি আলেখ্য কবিগুরুর কাদম্বরী পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মহানগরীক রাম চক্রবর্তী, স্থানীয় দুই কাউন্সিলর অশোক গাঙ্গুলী ও মমতা দত্ত পার্থ। মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে সকলে মাল্যদান করেন।

এদিন বিশিষ্ট মাউথ অর্গান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মন্ডলের ছাত্রী তানিশা ঘোষ লুপ্তপ্রায় মাউথ অর্গান যন্ত্রটির সাহায্যে রবি ঠাকুরের ‘কতবার ভেবেছিনু’ গানটি উপস্থাপনা করে শ্রোতাদের বাহবা পান।

জৈব চাষের উপর তিনদিনের প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল নিমপীঠে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,১৯ মেঃ নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সারা বছর কৃষকদের পাশে নিয়ে কাজ করে চলেছে।আর তাদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত তিন দিন ধরে জৈব চাষের উপরে এক প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম যেমন কাস্টমহল, ঠাকুরের চক, গড়দেওয়ানি, হানারবাটি এলাকা থেকে ৩০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। জৈব চাষের সম্পর্কে বিশদে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে।জৈব চাষের গুরুত্ব, কিভাবে মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায় ও তার ভূমিকা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয় এখানে। চাষিরা বাড়িতেই কিভাবে কত সহজে নিমাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, জীবন্মৃত তৈরি করতে পারবেন সে সম্পর্কে ও বিশদে হাতে কলমে শেখানো হয়। কি ভাবে জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ করা যায় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যান পালন বিভাগের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ড. অরিত্র সরকার। মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব সারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন কৃষি বিজ্ঞানী ড. দীপক কুমার রায়। প্রাকৃতিক চাষ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন শস্য বিজ্ঞান বিভাগের বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ সোমনাথ সরদার। প্রশিক্ষনের শেষ দিনে চাষি ভাইদের হাতে জৈব কীটনাশক তৈরির ড্রাম, জৈব ছত্রাক নাশক, জৈব ব্যাকটেরিয়া নাশক, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সমৃদ্ধ জীবানু সার তুলে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. চন্দন কুমার মন্ডল বলেন, চাষী ভাইরা যদি রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পরিবর্তে যত বেশি জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে পারবেন তত মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হবে। পরিবেশ রক্ষা পাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, ১৬৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৫ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩২

বাংলার দানবীর

বিদ্যাসাগরেরও আগে তিনি বিধবা বিবাহের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ। তিনি ছিলেন 'রথসচাইল্ড অফ ক্যালকাটা'। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে তাঁর মতো সৎ ও বিনয়ী ব্যবসায়ী ছিলেন বিরল। তিনি মতিলাল শীল। ১৭৯২ সালে, কলকাতায়, এক সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতা চৈতন্যচরণ শীল ছিলেন চীনাবাজারে কাপড়ের ব্যবসায়ী। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরে পিতৃহীন হয়ে পড়ায় বেশিদূর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ হয়নি তাঁর। খুব অল্প বয়সেই ইংরেজ কোম্পানির অধীনে সামান্য বেতনের চাকরি দিয়ে জীবন শুরু। সতেরো বছর বয়সে ১৮০৯ সালে বিয়ে হল সুরতী বাগানের মোহন চাঁদ দে-র কন্যা নাগরী দাসীর সঙ্গে। শ্বশুরের পরামর্শে ১৮১৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে কর্মচারী হয়ে যোগ দেন। পরে গুদাম-সরকার হন। এরপরে ফোর্ট উইলিয়ামের চাকরি ছেড়ে কিছুদিনের জন্য বালিখালের কাস্টমস দারোগার চাকরি করেন। কিন্তু বাণিজ্য তাঁর জন্মগত। তাই ১৮১৯ সালে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সামান্য কিছু মূলধন নিয়ে শুরু করলেন ব্যবসা। বোতল-ছিপির কারবার। বিয়ার রপ্তানীকারী হাডসন সাহেবকে বোতল ছিপি জোগাতেন মতিলাল। পাশাপাশি সুতির কাপড় আর লোহা আমদানির বিনিময়ে ব্রিটিশদের রপ্তানি করতেন নীল, চিনি, রেশম, চাল, নুন। এইভাবে মতিলাল এদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যিক লেনদেনে একটা যোগসূত্রের কাজ করে অর্থ রোজগার করেছিলেন প্রচুর। তাঁর দক্ষতার কারণে ব্রিটিশরা তাঁকে 'বানিয়ান' পদে নিয়োগ করল। আপন উপার্জিত অর্থে কিনে ফেললেন প্রায় বারো-তেরোটা কার্গো জাহাজ যা পাড়ি দিত সূদুর অস্ট্রেলিয়ার উপকূল পর্যন্ত। শুধু তাইই নয়, তিনিই এদেশে প্রথম স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করিয়ে ছিলেন। মতিলাল শীল শুধু উপার্জনই করেননি, তাঁর খ্যাতির কারণই ছিল অকাতরে দান করার জন্য। ঊনবিংশ শতকের বাংলায় সমাজকল্যাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে বেলঘরিয়ায় তৈরি করেছিলেন ভিক্ষাজীবীদের জন্য আশ্রম। দৈনিক পাত পড়ত অন্তত পাঁচশো জনের। এখনও আছে সেই আশ্রম, যেমন আছে হুগলীর গঙ্গাপাড়ে বাবু মতিলাল শীল ঘাট। অন্যদিকে শেয়ার কেনাবেচা, নগদ ও সুদের কারবারও করতেন কিন্তু তা মোটেও সমকালীন সুদখোরদের বাণিজ্যের মতো ছিল না। বরং মতিলালের টাকা ধার দেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল অনেকটাই আজকের ব্যাঙ্কিং ও বিমা ব্যবস্থার পূর্বসূরী। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও মতিলাল ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। মিশনারী-বিমুখ হিদু ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য স্বনির্ভর উদ্যোগে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন বাবু মতিলাল শীল ফ্রি কলেজ। পরে এর সঙ্গে যোগ হয় স্কুল। শিক্ষাদান ও পাঠ্যক্রম কিন্তু ছিল আধুনিক। প্রথমে ফাদার ফ্রান্সিস জেভিয়ারের (আজকের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ) প্রতিষ্ঠান দেখত এর পঠন-পাঠন। কিন্তু নির্দেশ ছিল ধর্মের দিক দিয়ে ছাত্রদের প্রভাবিত করা যাবে না। কাজেই পরে যখন অভিযোগ ওঠে যে জেসুইট পাদ্রীরা সে নিয়ম মানছেন না তখন মতিলাল শীল পরিচালনার দায়িত্ব দেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জিকে। কলেজের ব্যয় তখনকার দিনে বার্ষিক ১২ হাজার টাকা আসত মতিলাল শীলের ট্রাস্ট থেকে।

কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু

ভয়ঙ্কর বর্ষায় হাসনাবাদ, বসিরহাট সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সব জেলেরা গঙ্গায় মাছ ধরতে আসতেন সমরেশ তাদের সঙ্গে ভেসে পড়তেন ভরা গঙ্গায় তাদের অবিশ্বাস্য জীবন সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে থাকতেন দিনের পর দিন রাতের পর রাত। গৌরী, ছেলেমেয়ে, রাইফেল ফ্যাক্টরির চাকরি সব কিছু পিছনে ফেলে জীবনের পাঠ নিতে ছুটে যেতেন ওদের সঙ্গে। রাইফেল ফ্যাক্টরির কাছে এই খবর না থাকলেও সব কিছু ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় কথা গৌরীকে বলে যেতেন। তবে শুধু জানানো, গৌরীর অনুমতি নিতেন না, গৌরী তাঁর স্বামীকে চিনতেন। শত অনুরোধে তিনি পিছনে ফেরার মানুষ নন। আতপুরের অন্ধকার ঘরে গৌরীর বুক কেঁপে উঠত, বিনিদ্র রাত কাটাতেন যখন রাত ভেঙে প্লাবন ধারার বৃষ্টির ঢল নামত। স্বামী তখন দূরের মোহনার ধারে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মৎস্যজীবীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জীবনের লড়াই লড়ছেন, জীবনের দলিল তৈরির অদম্য তাড়নায়। সমরেশ বসু দেখেছেন ওই মৎস্যজীবীরা গঙ্গার জল খেতেন, তাই আমাশয় ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। সারাদিন জলে থেকে হাজায় আক্রান্ত হতেন। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে মাংস, রক্ত বেরিয়ে আসে। তারা মলম ব্যবহার জানতেন না শুধু লেবু ঘষে দিতেন। যখন সমরেশ বসু আতপুরে থাকতেন তখন গঙ্গার ধারে মোলোপাড়া বলে যে এলাকাটা ছিল তিনি সেখানে প্রায়ই যেতেন। অনেক বন্ধু ছিল। তাদের বাড়ি খাওয়া দাওয়া আড্ডা সব চলত। ওদের অনেকেই চটকলে কাজ করতেন। আবার তাদের জাল, নৌকা এসব ছিল। বর্ষার সময় ওরা মাছ ধরতেন। এইভাবেই হালিশহরের কয়েকটি মৎস্যজীবী পরিবারের সাথে পরিচয় হয়। তাদের সঙ্গে একবার 'হাসনাবাদ' ঘুরে এলেন। পরে আরও দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। সমরেশ দেখেছেন ওই মৎস্যজীবীরা গঙ্গার জল খেতেন, তাই আমাশয় ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। সারাদিন জলে থেকে হাজায় আক্রান্ত হতেন। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে মাংস, রক্ত বেরিয়ে আসে। তারা মলম ব্যবহার না করে শুধু লেবু ঘষে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে যেদিন মাছ পেতেন না সেদিন ওদের মনটাও ভেঙে যেত। একদিকে দারিদ্র্যের চিন্তা অন্যদিকে ঋণের ভার। সমরেশ জাল জলে ফেলার কায়দা রপ্ত করেছিলেন। বুড়ো আঙুলে দড়ি জড়ানো থাকবে সেখানেই সব সতর্কতা। এই দড়িটাই জানিয়ে দেবে জালে মাছ ঢুকেছে কিনা।

শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুর

সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

সাধক রামপ্রসাদ

মা আছেন বলেই সমাজ থেকে শুরু করে পরিবার এবং সংসার পরিচালিত হতে পারছে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। দান এবং ধ্যান এই দুটো মা কালী দিয়ে থাকেন। আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তাকে কেঃদ্র করে পুরো জীবনটা অতিবাহিত হয়। তিনিই জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগত অন্ধকার। সাধক রামপ্রসাদ বলেন, গানের মধ্যে দিয়ে মায়ের আরাধনা করা সম্ভব। মা যেভাবে ভক্তদের চলতে বলেন সেইভাবে ভক্তদের চলতে হয়। মায়ের ভক্ত হওয়া খুবই কঠিন। মন দিয়ে মায়ের নাম গান করতে হয়। ভক্তিভরে তাঁকে ডাকতে হয়। তবেই তিনি রামপ্রসাদ সাক্ষাৎ শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে মায়ের সঙ্গে দেকা করতেন। মা মা করে ডাকতেন গঙ্গার তীরে বসে। মাকে ডাকতে হবে এক মনে। তবেই তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই জগত চালিত হচ্ছে। তিনি আছেন বলেই গ্রহণ নক্ষত্র সব কিছুই একটি নিয়ম।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে কবি মোহিতলালের যে দ্বন্ধ তা সাহিত্য মহলে চিরস্মরণীয়

রবীন্দ্র কুমার শীল

কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুলের বন্ধুত্বের কথা বলতে গিয়ে মুজফফর আহমেদ অন্নদা শঙ্কর রায়ের একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন তাঁর বইটিতে। কবিতাটি এই রূপ -'আমরা দুই কাননের পাখী,-একটি রজনী একটি শাখার শাখী, তোমার আমার মিল নাই,তাই বাঁধিলাম রাখী' (স্মৃতি

থেকে উদ্ধৃত)। কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে মানসিক মিল না থাকলেও কাজী নজরুলের নিবিড় বন্ধুত্বের কোনও ফারাক ঘটেনি। সম্পর্কই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে শুরু করে। দুই কবির এই সম্পর্ক নিয়ে মুজফফর আহমেদ লিখেছেন-'' আমিও কিছুকাল মোহিত ও নজরুলের ঘন সান্নিধ্যে বসার সুযোগ পেয়েছিলেম। সময়টা ছিল ১৯২০ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এটাই ছিল নজরুল আর মোহিতলালের বন্ধুত্বের মিয়াদ। এর মধ্যে পাঁচ মাসেরও বেশী কাল নজরুল ইসলাম কলকাতায় বাইরে ছিল। অনেকে মনে করেন নজরুল আর মোহিতলালের বন্ধুত্ব বছরের পর বছর টিকে ছিল তা সত্য নয়।'' এখন আমি বলব কি করে কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম পরিচয় হলো এবং তাঁরা পরস্পরের বন্ধু হলেন। বিখ্যাত লেখক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁর ''কল্লোল যুগ'' নামক পুস্তকে যে লিখেছেন, ''নজরুলের গুরু ছিলেন মোহিত লাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে'' (কল্লোল যুগ, চতুর্থ মুদ্রণ, ৫২ পৃষ্ঠা)। ''আমার কাজী নজরুলপ্রসঙ্গে'' নামক পুস্তকে আমি লিখেছি যে এটা ভুল তথ্য। শেষ দেখা হওয়ার প্রায় ৩০-৩২ বছরের পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন তিনি আমায় বলেছিলেন যে আমার পুস্তক তিনি পড়েছেন। আরও অনেকে তাঁর এই ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। 'কল্লোল যুগের' পরবর্তী মুদ্রণে আশা করি তিনি তাঁর ভুলের সংশোধন করে দেবেন। নজরুল সম্বন্ধে তিনি এখন একখানা পুস্তকও লিখছেন। তাতেও তাঁর এই ভুল আর থাকবে না। এই আশা নিশ্চয় করা যায়। ''মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের পত্রখানা আগে অচিন্ত্য কুমারের পড়া থাকলে নিশ্চয় তিনি ভুল করতেন না। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভুল শোধরাতে এগিয়ে আমার মনে হয় জানাব আজহারউদ্দীন খানও ভুল করেছেন। তিনি যে লিখেছেন, '' একদিন কবি করুণানিধানের বাসায় মোহিতলাল ''মোসলেম ভারতের'' কয়েকটি সংখ্যা ওল্টাতে ওল্টাতে নজরুল ইসলামের 'নিকটে' কবিতা'র 'ঝিমঝিমেয়'-এর সঙ্গে 'সিঞ্জিনীয়ে' মিল দেখে কবির প্রতি আকৃষ্ট হন।'' (বাংলা সাহিত্যে নজরুল' বহুল পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৬ পৃষ্ঠা)। 'মোসলেম ভারতে' চিঠি লেখার সময়ে কবি মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের সম্মুখ পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু মোহিতলাল মুসলিমদের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সাধনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তার পরিচয় পেয়ে থাকি এই চিঠির মধ্যে দিয়ে। তবে তিনি যে নজরুলের সঙ্গে পরিচয়ের আগে তাঁর কবিতার সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় ঘটেছিল তা জানতে পেরেছি এই চিঠিতে। চিঠিটি বিরাট। তার পুরো অংশ প্রকাশ না করে শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটি অংশ তুলে ধরা হল। চিঠিতে লেখা আছে- '' মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সাধনায়। আমি যতদুর লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে আপনার এই 'মোসলেম ভারত' পত্রে সে সাধনায় সিদ্ধির পরিচয় আছে। নিশ্চয় নির্জন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ সাধনার অবকাশে মুসলমান ভ্রাতৃগণ পূর্ব্ব হইতেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, নতুবা সাহসা এমন সু ঃদর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভ হইত না।'' এই চিঠিতে নজরুলের প্রস্বস্তি করে মোহিতলাল শেষের দিকে লিখেছেন-'' মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্ব-শ্রেষ্ঠ কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহু দিন কবিতা পড়িয়া এত আনঃদ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সু ঃদরী ও শক্তিশালিনী - এক কথায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি, এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর ঙইয়াছি।''

কবি মোহিতলাল কাজী নজরুলের কবিতা পড়েই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তিনি চিঠিতে আরও লিখেছেন-''কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব! বাঙ্গালা কাব্যের যে আধুনাতন ছ ঃদ ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যের এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া সে সু ঃদরী মিথ্যারূপিনী উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছ ঃদ ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছ ঃদ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ ভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকৃতি ও হৃদয়স্পন্দনে সহচর না হইয়া, ইদানিং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারু চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয় নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানবকণ্ঠের স্বর সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব -কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমন ভঙ্গী। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতার ছঃদ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে ছ ঃদকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথায়ও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই ছন্দ যে ভাবের দাসত্ব করিতেছে- কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই- এইপ্রকৃত কবি শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটী আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায়, যে শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছঃদের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছ ঃদ ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।'' ....('মোসলেম ভারত', ভাদ্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, আগস্ট, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ)। চিঠি প্রকাশের আগে কবি মোহিতলাল কাজী নজরুকে চিনতেন না। মোহিতলাল নজরুলের চেয়ে বয়সে বেশি ছিলেন। নজরুলের বয়স তখন ছিল মাত্র একুশ। আর মোহিতলালে বয়স তখন বত্রিশ। নজরুল আর মুজফফর আহমেদ তখন থাকতেন ৮২ টার্নার স্ট্রীটে (এখন নবাব আব্দুর রহমান স্ট্রীট) থাকতেন। একদিন সন্ধ্যায় মোহিত লালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নজরুল আমহার্স্ট স্ট্রীটে। সেই সন্ধ্যায় মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়েছিল। মোহিতলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সব কথা নজরুল খুলে বলেছিলেন মুজফফর আহমেদের কাছে। কবি মোহিতলাল কাজী নজরুলকে দিয়ে 'ওয়াদা' করিয়ে নিয়েছিলেন যে সে কোনও দিন 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা না ছাপায়। নজরুলের মুখ থেকে এই কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুবর মুজফফর। নজরুলকে একা পেয়ে মোহিত লালের 'ওয়াদা' করিয়ে নেওয়াটা পচ্ছন্দ করেননি মুজফফর মোটেই। 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা না ছাপলে তাঁর মতো তরুণ উদীয়মান কবি প্রতিষ্ঠা পাবে কী করে? অনেকদিন পরে সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' লেখাতে আছে, 'প্রবাসী'তে ছাপানোর জন্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তা প্রেসে পাঠানোর দায়িত্ব যাঁদের ছিল তাঁরা কিছুতেই তা প্রেসে পাঠাছিল না। তখন সজনীকান্ত তাঁদেরকে রেস্তোরাঁয় মাংস খাইয়ে তাঁর প্রথম কবিতা প্রবাসীতে ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বন্ধু মুজফফর আহমেদ একান্ত মনে কামনা করেছিলেন নজরুল ইসলাম কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। কাজেই মোহিতলালের ওই 'ওয়াদা' করানোতে মুজফফর বেশ চিন্তিত ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পর কবি মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের সঙ্গে গল্প করতে ৮এ টার্নার স্ট্রিটের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলেন। সেখানেই মুজফফর আহমেদের সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় ঘটেছিল। কোনও কোনও দিন ৩২, কলেজ স্ট্রিটেও আড্ডা বসত। 'বিজলী' অফিসেও নজরুল হাজির হতেন। মুজফফর আহমেদ ৩২, কলেজ স্ট্রিট, মার্কুইস লেন এবং ৯এ টার্নার স্ট্রিটে নজরুলের সঙ্গে থেকেছেন। শেষে থেকেছেন ৩৪সি, তালতলা লেনে। কবি মোহিতলাল ব্রাহ্ম বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি রামমোহন রায় থেকে শুরু করে হেরম্ব মৈত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সহ্য করতে পারতেন না। কেবলমাত্র রবীন্দ্র নাথকে তিনি সহ্য করতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাহ্ম বলে ঘোষণা করতেন না। হিন্দুদের কাহিনী নিয়ে রবীঃদ্রনাথ ব্রাহ্ম হওয়ার কারণে কবিতাগুলিতে প্রকৃত হিন্দুভাব ফুটে ওঠেনি বলে মনে করতেন কবি মোহিতলাল। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে কোথায় ভুল করেছেন সেগুলো নজরুলকে পড়ে শোনাতেন। তিনি চাইতেন নজরুল তাঁর মত পোষন করুক। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপাতে পাঠাবেন না এই 'ওয়াদা' রেখে ছিলেন নজরুল যতদিন কবি মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব হল। দু'জনের মধ্যে কোনও মিল নেই। দু'জনার মনমেজাজ - চালচলন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। মোহিতলাল বুদ্ধি জীবীদের নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। আর নজরুল বন্ধুদের নিয়ে হইচই করতেন। তিনি চলাফেরাও করতেন সশব্দে। অন্যদিকে আবার মোহিতলাল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আর নজরুল ছিলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা শীল। এক সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্বের গণ্ডগোল শুরু হল যখন মোহিতলাল নজরুলকে নিজের মতো করে যখন গড়তে গেলেন। মোহিতলাল ছিলেন ক্যালকাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। কাজী নজরুলকে তাঁর প্রিয় ছাত্র বলে মনে করে নিজের মতো করে গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করলেন মোহিত লাল। কাজী নজরুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁর মাথায় ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করলেন তিনি। এখানেই মস্ত ভুল করে বসলেন কবি মোহিতলাল।

নজরুল হিংদুদের পুরান, মহাভারত, রামায়ণ পড়ে নিয়েছেন। মুসলমানদের অনেক পুঁথি তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছে। বন্ধু মুজফফর আহমেদ লিখছেন, ''তাঁর বন্ধু জমাদার শম্ভু রায়ের পত্রে জানতে পারছি যে পল্টনে থাকা কালেও সে খুব পড়াশুনা করতো। কবি মোহিতলাল নজরুলকে কি বানাতে চেয়েছিলেন তা জানিনে। তবে আমার মতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নজরুল ভালো কাজই করেছিল। যে-কোনো ব্যক্তিত্ববান লোকই মোহিতলালের স্কুল মাস্টারী ও অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে পারতেন না। '' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃষ্টা ২২৩) ১৯২১ সালের সময় থেকেই কবি মোহিতলালের অভিভাবকত্বের প্রতি বিরাগ হতে শুরু করলেন নজরুল। এ প্রসঙ্গে মুজফফর তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'য় লিখছেন, '' ১৯২১ সালে আমরা যখন ৩৪ সি তালতলা লেনের বাড়ীতে থাকতেম তখন মোহিতলাল আমাদের বাড়ীতে বেশী বেশী এসেছেন এবং যেদিনই এসেছেন থেকেছেনও বেশীক্ষণ। যদিও নজরুল আমায় কোনোদিন কিছু বলেনি তবুও মনে হচ্ছিল যে মোহিতলালের বিরুদ্ধে নজরুলের মন একটা বিরূপতা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে'' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃষ্টা..২২৩)। তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল কিছুদিনের মধ্যে। ১৯২১ সালে (বাংলার ১৩২৮) দুর্গাপুজোর ছুটিতে মোহিতলাল তাঁর শ্বশুর বাড়ি বারাকপুরেতে ছিলেন। এই ছুটির সময়ে মোহিতলাল এদিন তাঁর নব রচিত একটি কবিতা নিয়ে তালতলার বাড়িতে এসেছিলেন। কবিতাটি পড়ে নজরুলকে শোনালেন। তিনি আশা করে ছিলেন যে কবিতাটি শুনে নজরুল আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবেন। কিন্তু সেদিন নজরুল মোহিতলালের কবিতা শোনার পর উচ্ছ্বসিত হলেন না। তবে অবশ্য কবিতা পড়া হয়ে গেলেও মোহিতলাল অনেকক্ষণ বসেছিলেন। অনেক আলাপ করেছিলেন নজরুলের সঙ্গে। সেই সময়ে মুজফফর আহমেদও উপস্থিত। নজরুল কবিতার প্রশংসা না করায় মোহিতলাল দুঃখ পেয়েছিলেন। মুজফফর আহমেদের উক্তিতেই বলি-'' এর মধ্যে আমি পোশাক প'রে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেম। সময়টা বিকেল বেলা ছিল। মোহিতলাল আমাকে বললেন, ' দাঁড়ান, আমিও যাব আপনার সঙ্গে'। তিনি নজরুলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমার সঙ্গেই ঘর হতে বা'র হয়ে এলেন। আমাদের বাড়ী বড় রাস্তা হতে অনেকখানি ভিতরের দিকে ছিল। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে আমাকে খুব দু ঃখের সঙ্গে বললেন, '' দেখুন, ট্রেনে পয়সা খরচ ক'রে আমি ব্যারাকপুর হতে নজরুলকে আমার নূতন লেখা কবিতা শোনাতে এসেছিলেম। কবিতা শুনে কোনো রকম আনঃদই প্রকাশ করল না। নজরুল যে তার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করেছে তা তো আমি বুঝেইছিলেম, কিন্তু মর্মাহত মোহিতলালকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা ছিল না। তবে এটা যে ঝড়ের পূর্ব-লক্ষণ তা সেদিন আমি বুঝেছিলেম।'' (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃষ্টা ২২৪)। গুরু কবি মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের যে বিস্তর দ্বন্দ্ব হয়েছিল সেই ঘটনা কিন্তু সাহিত্য মহলে একটি অবিস্মরণীয় ইতিহাস তৈরি হয়ে গিয়েছে। নজরুল নাকি মোহিতলালে কবিতার ভাব চুরি করে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রমাণ হয়নি।

'বিশ্ব ভারতী'তে চিনা ভবন তৈরি করার পিছনে কবিগুরুর এশিয়ার প্রতি তীব্র আকর্ষন বৃদ্ধি

বিশেষ প্রতিনিধি

এই লেখাটি 'শান্তিনিকেতন'। মনে হল নিজের দেওয়ালেও দিই যাতে আরও মানুষ এই অসাধারণ ব্যক্তির কথা জানতে পারেন। একটি নিমন্ত্রণের গল্প। আমরা তখন শান্তিনিকেতনে থাকি। আমার বাবা সুরজিৎ সিংহ তখন বিশ্বাভারতীর উপাচার্য, আমি শিক্ষা ভবনের

ছাত্রী, বোন পাঠ ভবনে। একদিন জানলাম চীনা ভবনের অধ্যক্ষ শ্রী তান-ইউন-শান --আমাদের তান সাহেবের বাড়ীতে আমাদের সপরিবারে রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ। আমরা তাঁর বাড়ীতে পৌঁছলে সস্ত্রীক তান সাহেব সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে খাবার আহবান। টেবিলের ওপর খাবারের রূপ দেখে আমরা হতবাক ! প্রায় চল্লিশ বছরের আগের ঘটনা, কিন্তু আজও স্মৃতিতে স্পষ্ট! মনে হয় কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ রকমের পদ। হাঁস, মুরগী, মাংস, মাছ, চিংড়িমাছ আর কতরকমের সবজি যে বলার নয় । স্বাদের কথা তো পরে, এমন রঙ রূপে সাজানো খাদ্য একটা দেখার মতন ব্যাপার। প্রতিটি সবজির নিজস্ব রঙ বজায় রেখে হাল্কা রান্না - গাঢ় সবুজ, হাল্কা সবুজ, উজ্জ্বল কমলা --নানা রঙের সমাহার, পাতলা করে কাটা।

পরিবেশনের পাত্রও তেমন- ধূমায়িত সুপ খেলাম কাগজের মতন পাতলা সাদা চিনামাটির বাটিতে। তার ওপর নীল আর সোনালীতে অপূর্ব সুক্ষ্ম কারুকার্য। তার মধ্যে আবার কিছু অংশ এক আশ্চর্য কারিগরিতে কাঁচের মতন স্বচ্ছ। পরে নানা দেশে নানা জায়গায় চীনে রেস্তরাঁয় খেয়েছি,কিন্তু তান সাহেবের নিমন্ত্রণের খাবারের স্বর্গীয় স্বাদ কোথাও পাইনি। আশ্চর্য লাগে ভেবে যে বোলপুরের বাজারের সামগ্রী ব্যাবহার করে কেমন করে এমন খাঁটি চীনা ভোজ সৃষ্টি করা সম্ভব হল?

এ তো গেল খাবারের কথা। আতিথেয়তার কথা প্রকাশ করার ভাষা নেই। তান দম্পতি প্রতিটি পদ স্বহস্তে পরিবেশন করলেন অতি যত্নে। সেদিন একটু গরম ছিল। প্রবীণ তান সাহেব একটি সুদর ছবি আঁকা কাগজের হাতপাখা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করলেন যাতে অতিথিরা আরাম পান। আমরা তো মরমে মরে যাচ্ছি, কিন্তু তিনি কোন আপত্তিই শুনবেন না। সব শেষে তান সাহেব নিজের হাতে ছুরি দিয়ে আম কেটে পরিবেশন করলেন। তা দেখে যে বিস্ময়বোধ জেগেছিল তা আজও স্মৃতিতে অম্লান। দক্ষ হাতে ছুরি দিয়ে নিখুঁত ভাবে খোসা ছাড়িয়ে এমন কায়দায় টুকরো করলেন যে প্রতিটি টুকরো একটি ফুলের পাপড়ির আকার নিল। আম থেকে ফুটে উঠলো একটি পদ্মফুল ! সে এক অবিশ্বাস্য আর্ট ! খাবার মতন স্থূল ব্যাপারকে যে কিরকম সূক্ষ্ম , সুদর করে তোলা সম্ভব, এই নিমন্ত্রণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

একটি নৈশভোজের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কেন দিলাম ? আমার মতে এর মধ্যে দিয়ে নানা কথা পরিস্ফুট হল। সেই কত দশক আগে তান-ইউন-শান রবীন্দ্রনাথের আহবানে শান্তিনিকেতনে এসে তিল তিল করে কবির স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে চীনা ভবন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ও তাঁর পরিবার মনেপ্রাণে শান্তিনিকেতন, ভারতবর্ষ ও তার সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট হল যে তার পাশাপাশি নিজস্ব চীনা সংস্কৃতির শিকড়কে কি সুদরভাবে ধারণ করে রেখেছেন এবং দুইয়ের সমন্বয় সাধন করেছেন। সেই অতিপ্রাচীন সভ্যতার সূক্ষ্ম শিল্পকলার বোধ, সুরুচি ও ভদ্রতা তাঁর সর্ব কর্মে বিদ্যমান। যেমন গভীর তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমন গভীর তাঁর বিনয়। আজকাল দেখি অল্প জেনেই তথাকথিত পণ্ডিতরা উচ্চস্বরে নিজেদের জ্ঞান জাহির করতে ব্যাস্ত। সেই কর্কশ স্বরের পাশে মনে পড়ে মৃদুভাষী, শান্ত, বিনয়ী , বুদ্ধ, লাওতসে ও কনফিউসিয়াসের দর্শনে ঋদ্ধ তান সাহেবকে। বুদ্ধের বাণীকে অন্তরের গভীরে ধারণ করেছিলেন তান-ইউন-শান । তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বোধগয়ায়। শান্তিনিকেতনে একটি যুগের অবসান ঘটে।

রবীঃদ্রনাথ দূর প্রাচ্যের সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করার মহৎ প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন , পরবর্তী যুগে সেই উৎসাহে খানিক ভাঁটা পড়েছে, তবে চীন দেশে রবীন্দ্র প্রভাবের রেশ রয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে সুবর্ণরেখা বইয়ের দোকানে আমার স্বামীর সঙ্গে চীন থেকে আসা কয়েকজন অল্পবয়েসী ছাত্রছাত্রীর দেখা হয়। তারা গড়গড়িয়ে বাংলা বলছে। তারা অবনীন্দ্র নাথের নালক আর শকুন্তলা কিনতে এসেছে। একটি মেয়ে শকুন্তলা থেকে কিছু অংশ মুখস্থ বললো। শুনে মন ভরে গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা বিফল হয়নি।

ইউরোপের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বেশি টান ছিল এশিয়ার দেশগুলির ওপরে। তিনি চিন এবং জাপানের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতেন। জাপানের রানি রাজা রবীন্দ্রনাথকে রাজা আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। যদিও ব্রিটিশ সরকারও রবীন্দ্র নাথকে রাজা বলে মনে করতেন। তখন ভারত বহু রাজা এবং রাজ পরিবার ছিল। কিন্তু ঠাকুর বাড়ি বিলাতের রানির কাছ থেকে রাজ সম্মান লাভ করে। ঠিক সেই রকমভাবে জাপানের রাজ পরিবাররা ঠাকুর পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের রাজপুত্র বলে মনে করতো। যার ফলে রবীন্দ্রনাথ জাপান এবং চিন দেশের প্রতি আগ্রহ দেখাতেন। বিশ্ব ভারতীতে চিনা ভবন তৈরি করার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার প্রতি টান।

পাঠকদের দরবার
ছাতুবাবু লাটুবাবু

শঙ্করলাল কর্মকার

বিডন স্ট্রীটের এই বাড়িটি কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য। রাস্তার একদম ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িতে জড়িয়ে আছে অনেক ইতিহাস। রামদুলাল দে (দে সরকার) হলেন এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। যদিও পরবরতীকালে এই বাড়ি ছাতু বাবু - লাটু বাবুর বাড়ি হিসাবে বেশি পরিচিত আজ। আজও ছাতু বাবু ও লাটুবাবুর বাজার বসে। আয়তনে বাজারটি বেশ বড়।বাজারের শেষে এই বাড়ি। রামদুলাল বাবু নিজের জীবন শুরু করেন অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে। জন্ম দিতে গিয়ে মা ও কিছুদিনের মধ্যেই বাবা মারা গেলে,দিদা দাদুর কাছে মানুষ হন। দিদা ছিলেন মদন মোহন বাড়ির (হাট খোলার দত্ত বাড়ির) রাঁধুনি। সেই সূত্রে ওই বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাথেই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার পাঠ শেষ করে গৃহকর্তার আনুকূল্যে অফিসের ৫ টাকা মাইনে কেরানি হয়ে যোগ দেন।খুব শিগগিরই সেটা বেড়ে মাসিক ১০ টাকা হয়।সেই সময় একটি জাহাজের নিলামে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি জাহাজ নিলাম করেন রামদুলাল দে। সুযোগ ছিল মালিককে ঠকানোর কিন্তু সৎ এই কর্মচারী মালিকের হাতে তুলে দেন পুরো লক্ষ টাকা। খুশি হয়ে মদন মোহন দত্ত তাকে পুরস্কার দেন এই টাকাই ও বলেন, নিজের ব্যবসা শুরু করতে। সেই এক লক্ষ টাকা ছিল তার ধনকুবের হবার প্রথম পুঁজি। আর ফিরে তাকাতে হয়নি কোনোদিন ও তাকে। তৈরি করেন ' রামদুলাল নিবাস '। তার ছিল তীব্র ব্যবসায়িক বুদ্ধি।উনিই প্রথম ভারতে বরফ আমদানি করেছিলেন কলকাতা বদরের মাধ্যমে। যদিও তার দুই দত্তক পুত্র ছাতু বাবু(আশুতোষ),লাটু বাবু(প্রমথ নাথ) তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ে জীবন কাটাতে থাকেন। কলকাতার বাবু কালচারের দুই দিকপাল ছিলেন এই দুই ভাই। বুলবুলির লড়াই ও আরও নানান অদ্ভুত সখের জন্য বাবু সম্প্রদায়ের কাছে এই দুই ভাই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ছাতু বাবুর ছিল গানবাজনার সখ। মতান্তরে, ছাতুবাবু হলেন প্রথম বাঙ্গালী সেতার বাদক। তাই নাচঘর থাকতো সবসময় জম জমাট। এসেছিলেন বিখ্যাত নর্তকী গহরজান থেকে পণ্ডিত রবি শঙ্কর। 'ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক' এ এবাড়ির সুনাম সকলেরই জানা। অনুষ্ঠান করতে এবাড়িতে এসেছেন গুলাম আলী খান,আমির খান,উদয় শঙ্কর,রবি শঙ্কর, ভিলায়াত খাঁ, রোশন কুমারী, আল্লারাখা সহ আরো কত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

১৭৭০ সালে দুর্গাপূজা শুরু করেন। লাল ইটের তৈরি এই প্রাসাদ আজও বজায় রেখেছে বনেদী দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য। কলকাতার বনেদী পুজোর মধ্যে অন্যতম এই বাড়ির পুজো। দুর্গাপুজো ছাড়াও এবাড়িতে কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, ঝুলন বেশ ভাল করেই পালন করা হয়।আগের জৌলুস না থাকলেও আভিজাত্য ও নিষ্ঠায় ভাঁটা পড়েনি কখনোই।

উত্তর কলকাতার প্রতিটি বনেদির বাড়ির ইতিহাস রয়েছে। সেই সব ইতিহাস এখনও পর্যন্ত অজানা থেকে গিয়েছে। মল্লিক বাড়ির ইতিহাস কম নয়। বিডন স্ট্রিট জুড়ে রয়েছে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। উত্তর কলকাতা মানেই প্রাচনি কলকাতা। মধ্য কলকাতাও তাই। মধ্য কলকাতায় বহু বনেদি বাড়ি রয়েছে। বিশেষ করে বউবাজার অঞ্চলে।

তিরঙ্গা যাত্রায় মানুষের ঢল .. উপস্থিত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ১৯ মে ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা

জানিয়ে কোচবিহারের রাজপথে তিরাঙ্গা যাত্রা বিজেপির। সোমবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দান থেকে এক বিরাট মিছিল কোচবিহারের রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা করলেন কোচবিহারের রাজপথ জুড়ে। ভারতীয় বিরাট জাতীয় পতাকা নিয়ে হাঁটলেন তারা। উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক বিজেপি বিধায়ক মালতি রাভা রায়, বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে, সুকুমার রায়, বরেনচন্দ্র বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পেহেলগাঁও ঘটনার পর যেভাবে ভারত প্রত্যুত্তর দিয়েছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাঘাত করেছে সেই তিন সেনাবাহিনীর প্রত্যেককে এবং যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই আজকের এই তিরঙ্গা যাত্রা বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্বরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক বলেন - কিছুদিন আগেই ভারতের পেঁহেলগামে জঙ্গিহানা হয়েছিল। যেখানে বেছে বেছে নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষকে মারা হয়েছে পাশাপাশি যারা আওতায় তারা মায়েদের কপালে সিঁদুর আছে কিনা তা দেখে গুলি করেছিল এবং বলেছিল মোদিকে বলো। এর পরেই কেন্দ্রীয় সরকার অপারেশন সিন্দুর করেন। এবং ভারতের তিন বাহিনী পাকিস্তানকে রীতিমতো ধ্বংস করে দেয়। অবস্থা এতটা খারাপ হয় যে পাকিস্তান যুদ্ধ বিরোধী চায়। আমরা সেই বীর সেনানিদের শ্রদ্ধা জানাই। তিনি বলেন সেই বীর সেনানিদের প্রতি শ্রদ্ধাতেই আজকে এই মিছিল এই মিছিলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মীরা নয় প্রচুর সাধারণ মানুষ দেশের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন দেশের বীর সেনাদের কর্মযজ্ঞে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছে আর সে কারণেই মানুষ এই সেনানিদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে তাই তো আজ কোচবিহারের রাজপথে শুধুমাত্র মানুষের ঢল। গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারের লোকসভা আসনটি হাতছাড়া হয় বিজেপির তারপর খানিকটা অন্তরালে ছিল প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। সোমবার তিরঙ্গা যাত্রার প্রথম থেকে শেষ অব্দি আরো একবার অনেকদিন পর তাকে দেখতে পাওয়া গেল। হলে একদিকে যেমন উজ্জীবিত হয়েছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা ঠিক পাশাপাশি বিধানসভা ভোটের আগে তাহলে কি আরো একবার ময়দানে লড়াইয়ে দেখতে পাওয়া যাবে প্রাক্তন মন্ত্রী কে প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক মহলে।

হিঙ্গলগঞ্জে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১৯ মে ঃ হিঙ্গলগঞ্জে, আমবেড়িয়া নতুনহাট থেকে ১৪ নম্বর ফেরিঘাট পর্যন্ত তিন কিমি রাস্তার সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ। জুতো-ঝাঁটা-লাঠি হাতে বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসীরা। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলের বিল পঞ্চায়েতের আমবেড়িয়া নতুনহাট থেকে ১৪ নম্বর স্যান্ডেলেরবিল ফেরিঘাট পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা দীর্ঘদিন ধরে। গৌড়েশ্বর নদীর একপারে রয়েছে, রূপমারি, কুমিরমারি, বাঁশতলী খেজুরবেড়িয়া বিশপুর, দুর্গাপুর, ধরমবেড়িয়া, খুলনা সহ একাধিক গ্রাম। অপর পারে রয়েছে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, থানা, অফিস, ব্যাংক, হাসপাতাল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফলত এলাকার মানুষকে প্রতিদিন আসতেই হয় এই এলাকায়। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই রাস্তা। স্থানীয়দের কথায়, কোন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অনেক ক্ষেত্রে রাস্তাতেই রোগীর মৃত্যু হয়ে যায়, গর্ভবতী মায়েদের অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যেতে যেতেও বেগ পেতে হয় যথেষ্ট। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান চান তারা। আর, সেই দাবিতেই সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার এলাকার মানুষজন জুতো-ঝাঁটা লাঠি হাতে, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ভ্যান ইউনিয়ন ও এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার দিকে কোন লক্ষ্য নেই সরকারের, অবিলম্বে রাস্তা ঠিক না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৯ মে ঃ সাইকেল চালিয়ে মেয়ের জন্য বিস্কুট কিনতে গিয়ে লরির ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় কোলেরডাঙ্গা ঘোষপা।। নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু রোডে। মৃত ওই যুবকের নাম বিশ্বজিত ঘোষ (৪০)। তার বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কোলেরডাঙ্গা নেতাজি নগর এলাকায়। সোমবার ওই যুবকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় গৌরাঙ্গ সেতুর কাছে মেয়ের জন্য বিস্কুট কিনতে গিয়েছিলেন যুবক বিশ্বজিত ঘোষ। বিস্কুট কিনে বাড়ি আসার পথে পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী পাট বোঝাই লরি ধাক্কা দিলে রাস্তায় সাইকেল সহ পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে লরির চাকার তলায় পিষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় যুবকের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। অপরদিকে ধাওয়া করে ঘাতক পাট বোঝাই লরিটিকে আটক করে স্থানীয়রা। এরপর চালক সহ লরিটিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়,ওই যুবক বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। গত শনিবার কলকাতা থেকে বাড়িতে ফিরেছিলেন। সোমবার সকালে কর্মসূত্রে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। চালক নন্দ কুমার শাহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার ধৃত চালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতে পেশ করে পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

প্রধানমন্ত্রী দ্বারা ২২ মে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে পুনর্বিকশিত হায়বরগাঁও স্টেশনের শুভ উদ্বোধন

মালিগাঁও, ১৯ মে ঃ ২২ মে, ২০২৫ তারিখে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প (এবিএসএস)-এর অধীনে সমগ্র দেশে ১০৩টি পুনর্বিকশিত রেলওয়ে স্টেশন ভার্চ্যুয়ালি উদ্বোধন করবেন, যা ভারতের রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এগুলির মধ্যে, মূলত ১৮৮৭ সালে নির্মিত অসমের ঐতিহাসিক হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনও রয়েছে। নগাঁও-এর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, এই স্টেশনটি দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রাণশক্তিতে অবদান রেখেছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,২০০ যাত্রীর আগমনের সাথে, এবিএসএস-এর অধীনে স্টেশনটির রূপান্তর,

সরকারের সর্বাংগীন এবং স্থায়ী পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশ বন্যার ঝুঁকি এবং সীমিত প্রবেশাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় প্রত্যাহ্বান মোকাবেলা করার পাশাপাশি স্টেশনটিকে একটি সমসাময়িক পরিচয় প্রদান করেছে। স্টেশনটিতে এখন একটি বিশাল প্রবেশদ্বার, একটি নবনির্মিত স্টেশন ভবন এবং একটি বিশাল কনকোর্স এলাকা রয়েছে। আধুনিক ওয়েটিং হল, মডুলার এবং দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব টয়লেটের পাশাপাশি যাত্রীসেবার সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও, নবর্বিকশিত স্টেশনে শিশুদের খাওয়ানোর সুবিধা সহ একটি রিফ্রেশমেন্ট রুমও প্রদান করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলি রি-সার্ফেস করা হয়েছে এবং সার্কুলেটিং এরিয়া পুনর্গঠন করা হয়েছে, যেখানে দুই, তিন এবং চার চাকার যানবাহনের জন্য আলাদাভাবে পার্কিং জোন তৈরি করা হয়েছে এবং পথচারীদের জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট পথ তৈরি করা হয়েছে। স্টেশনে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ট্যাকটাইল টাইলস, র‍্যাম্প এবং সুগম টিকিট কাউন্টারও রয়েছে। অতিরিক্ত উন্নয়নের রয়েছে হাই-মাস্ট লাইটিং, উন্নীতকৃত সার্বজনীন সম্বোধন ব্যবস্থা, উন্নত সাইনবোর্ড, ল্যান্ডস্কেপিং গ্রিন জোন এবং অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী ভিত্তি চিত্র এবং একটি থিমযুক্ত মূর্তি স্থাপন। হয়বরগাঁও স্টেশনের পুনর্বিকাশ শুধুমাত্র একটি ভৌতিক উন্নয়ন নয়, এটি যাত্রীসেবার মান উন্নত করা এবং আঞ্চলিক পর্যটনের প্রচারের দিকে নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং সংযোগ ব্যবস্থার সাথে স্টেশনটি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান, লাওখোয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং বরদোয়য় থানের মতো নিকটবর্তী আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুগুলির প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে। এই পদক্ষেপটি কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিকাঠামোকেই শক্তিশালী করে না বরং ৩৯ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রডাক্ট৩৯ প্রকল্পের অধীনে নির্দিষ্ট কিয়স্কের মাধ্যমে স্থানীয় বাণিজ্যকেও সাহায্য করবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই পরিবর্তনমূলক যাত্রার অংশ হিচাবে গৌরবান্বিত যার উদ্দেশ্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার সাথে সংযুক্ত করে।

ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় বিকাশ ভবনের সামনে শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও। সকাল থেকেই বিভিন্ন স্কুল কলেজের সামনে অল ইন্ডিয়া ডিএসও কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সোমবার বেশিরভাগ স্কুল কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং অনেক স্কুল কলেজ গ্রীষ্মের ছুটি ছিল। এমত অবস্থায় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি যাতে বিশ্ববিদ্যালয় কোন ছাত্র-ছাত্রী না যায় সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আশা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলতে থাকে এ আইডিও কর্মীরা। রণক্ষেত্রের চেহারা নয় পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। তুমুল সংঘর্ষ বাধে এআইডিএসও এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। শুরু হয় ব্যাপক মারধর এমনকি লাঠি সোটা নিয়েও একে অপরের দিকে তাড়া করেন। পুলিশের সামনে এখানে ঘটনায় তাই প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটির এই এআইডিএসওর ইউনিট সম্পাদক সুনির্মল অধিকারী বলেন - তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী আমাদেরকে আক্রমণ করে ব্যাপক মারধর করা হয়। আমরা ছাত্র ধর্মঘটের স্বপক্ষে যখন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলি বা বিক্ষোভ দেখায় তখন অতর্কিত ভাবে আক্রমণ চালানো হয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি পুলিশের সামনে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে আর পুলিশ নির্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের মোট ১১ জন কর্মী আহত হয়েছেন যার মধ্যে ৬ জন কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাকি পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা কৌশিক দাম বলেন - কিছুই হয়নি। ইউনিভার্সিটিতে সঠিকভাবে ক্লাস চলছিল ওরা ছাত্র ধর্মঘট নামে ছাত্রদের কে ভুল বোঝার ছিল আমরা ছাত্রদেরকে বলি নিজেদের ক্লাস করতে। সংঘর্ষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন না সংঘর্ষ হয়নি ওরা করতে গিয়ে গুন্ডা নিয়ে এসে রাস্তার কয়েকজনকে মারধর করেছে। প্রশ্ন উঠছে পুলিশের সামনে বিভিন্ন ঘটনায় কেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো না পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র নিরব দর্শকের মত ভূমিকা কেন পালন করল পুলিশ ? যদিও শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া ডিএসর ওপক্ষ থেকে কোচবিহার কোতোথানায় লিখিত অভিযোগ দেযার করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা।

নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে হাসপাতালের একমাত্র এক্সরে মেশিন, সাফাই স্বাস্থ্য দফতরের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ মে ঃ বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পৌরশহর সোনামুখী। এই শহরেই রয়েছে সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতাল। এই হাসপাতালেই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে X-Ray বিভাগ । সূত্রের খবর প্রায় দু'বছর ধরে হাসপাতালের এক্সরে মেশিন খারাপ থাকার কারণে এক্সরে বিভাগ বন্ধ রয়েছে । যার ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সোনামুখী পৌরশহর এবং সোনামুখী ব্লকের দশটি পঞ্চায়েত এলাকা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের । যে মানুষগুলোর একমাত্র ভরসা সরকারি হাসপাতাল সেই মানুষগুলোকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস হাসপাতালে এক্সরে করাতে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে । এমন অনেক অসহায় সাধারণ মানুষ রয়েছেন যাদের অন্যত্র গিয়ে এক্সরে করাতে সম্ভব হয়ে ওঠে না টাকার অভাবে। তাই তাদের একমাত্র ভরসা হাসপাতালের এক্স-রে। হাসপাতালের এক্সরে বিভাগ বন্ধ থাকায় চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের । দীর্ঘদিন ধরে এই বিভাগ বন্ধ থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সদর্থক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । এখন কবে এই সমস্যার সমাধান হয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার ডিস্ট্রিক্ট বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলেন, বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে ইতিমধ্যেই। ওই পুরনো মেশিনের পরিবর্তে নতুন ডিজিটাল মেশিন বসানোর কাজ শুরু হবে। যে রুমে পুরনো মেশিন ছিল সেই রুমটি ডিজিটাল মেশিনের উপযোগী করার কাজ চলছে। অতি দ্রুততার সাথে এই

সমস্যার সমাধান হবে। আর এই নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী । তিনি বলেন, সোনামুখী হাসপাতালের এই সমস্যার কথা আমি বিধানসভায় জানানো হয়েছে কিন্তু তারপরেও কোন কাজ হয়নি। স্বাস্থ্য নিয়ে বড় বড় কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দলের নেতারা । এই রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলে কিছু নেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

রঘুনাথগঞ্জে জমি বিবাদে খুন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা, গ্রেপ্তার প্রতিবেশী

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৯ মে ঃ জমি বিবাদের জেরে খুন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা। রবিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। মৃতার নাম মেনকা মণ্ডল(৪০)। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে কুড়ান মণ্ডল নামে এক প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতা মেনকা মণ্ডলের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার যগোদানন্দ বাটি গ্রামে। তিনি দফরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যা ছিলেন। তিনি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর সঙ্গে প্রতিবেশী কুড়ান মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির একটি জায়গা নিয়ে বিবাদ চলছিল বলে খবর। রবিবার সেই বিবাদ আরও বাড়ে। অভিযোগ, গতকাল দুপুরে ওই বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে কুড়ান মণ্ডল লোকজনদের নিয়ে হানা দেন। মেনকা মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের বেধড়ক মারধর করা হয়। ওই বিজেপি নেত্রীর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন। ঘটনার পরই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। দ্রুত মেনকা মণ্ডলকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর ছিল বলে জানা যায়। পরে রাতে তিনি হাসপাতালেই মারা যান। ঘটনায় রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত কুড়ান মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মালবাজারের চা বাগানে বাঘের হানা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৯ মে ঃ মালবাজারে স্বস্তি নেই। একের পর এক ঘটনা- কখনও হাতি, কখনও চিতা, কখনও কিং কোবরা। চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। হয় হাতি, নয় লেপার্ড, নয় সাপের ঝক্কি তো লেগেই থাকে এখানে। কিছুদিন আগেই খবর মিলেছিল সাপের হানার। কিংকোবরা পাওয়া গিয়েছিল এলাকা থেকে। পর পর বেশ কয়েকদিন ধরে কখনও কিংকোবরা কখনও অজগর মালবাজারের একটি রিসোর্টের ঝোপ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এরই মধ্যেই আবার এক উন্মত্ত ষাঁড়ের ঢুকে পড়ে এলাকায়। এলাকার মানুষদের দাবি তাঁরা রীতিমতো ভয়ে ভয়ে থাকে সবসময়। কখন যে কী হয়, এই দুশ্চিন্তায় তাঁদের প্রহর কাটে। ফের মালবাজার থেকে চিতাবাঘ উদ্ধার হওয়ায় উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। বাঘেদের লোকালয়ে যখন তখন হামলায় তটস্থ গ্রামবাসীরা। বাঘের ভয় তাড়া করে বাড়াচ্ছে তাদের মনে। কখনও ওড়িশা থেকে বাঘ চলে আসছে, কখনওবা নদী সাঁতরে লোকালয়ে ঢুকছে বাঘ। এখন এমন অবস্থা গ্রামেগঞ্জে যখন তখন দেখা মিলতে পারে দক্ষিণরায়ের। তারা বন থেকে বেড়িয়ে একেবারে ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে, বনকর্মীরা তাদের ধরতে গেলে থাবা খেতে হচ্ছে তাদের। তাই বাঘের ভয়ে ঘুম উড়ছে এলাকাবাসীর। আমরা যখন জিপিএস দেখে অচেনা জায়গায় যেতে পারি, বাঘেদের কাছে তো আমাদের মতো এই সুবিধা নেই তাই ওরা যেখানে সেখানে যখন তখন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে বহাল তবিয়তে। এরই মাঝেই খবর মিলল, ফের মালবাজারের চা বাগানে বাঘের হানা। মালবাজার শহরের পাশ থেকে উদ্ধার হল এক পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ। চিতাবাঘটি বন দফতরের খাঁচাতে আটকে পড়েছিল। এর আগেও মালবাজারের চা বাগান থেকে চিতাবাঘ উদ্ধার হয়েছে। সেই চিতাবাঘের হানায় আহতও হয়েছিল চা বাগানের দুই জন চা শ্রমিক। তবে এইবারে বন দফতরের খাঁচাতে আটকে পড়েছে এক পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ। মালবাজার শহরের পাশে নিউ গ্লেনকো চা বাগানে ১৮ নম্বর সেকশনে খাঁচা বন্দী হল একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। এদিন সকালে চিতা বাঘটিকে উদ্ধার করে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হয়েছে। এই চা বাগানে বেশ কিছুদিন যাবত চিতাবাঘ এর উপদ্রব লেগেই ছিলো। এরপর কিছুদিন আগেই বনদফতর খাঁচা পাতে। আর এতেই বাগে আসে বাঘ। এদিনই খাঁচা বন্দি হয় চিতাবাঘটি। শ্রমিকদের বক্তব্য বাগানে আরও চিতাবাঘ আছে। তাই আবার খাঁচা পাতুক বনদফতর।

প্রধানমন্ত্রী জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন সহ ১০৩টি অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধন করবেন

কলকাতা, ১৯ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২২.০৫.২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন সহ ১০৩টি অমৃত ভারত স্টেশন (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে) উদ্বোধন করবেন। একই দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় এবং কল্যাণী ঘোষপাড়া রেলওয়ে স্টেশনেরও উদ্বোধন করবেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের মোট ১০০টি স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ে স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণ এই অঞ্চলের রেলওয়ে অবকাঠামো আধুনিকীকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করা এবং টেকসই নকশা অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দিয়ে, এই আপগ্রেডেশনগুলি কেবল ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই উন্নত করবে না বরং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও অবদান রাখবে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন যাত্রী ও মাল পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে কাজ করে। উন্নত যাত্রী সুবিধা প্রদানের জন্য আদ্রা বিভাগের জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনের পুনর্নির্মাণ রেকর্ড সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। জয়চণ্ডী পাহাড়ে লিফট, সংস্কার ও উন্নত স্টেশন কনকোর্স, অবসর কক্ষ, ডরমিটরি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অপেক্ষা কক্ষ, গ্রানাইট সহ উন্নত প্ল্যাটফর্ম সারফেস ইত্যাদি আধুনিক সুযোগ-সুবিধার একীকরণ করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য র‍্যাম্প, ওয়াটার বুথ এবং টয়লেটের কাজ, মুরুম সারফেস সহ পার্কিং এরিয়া উন্নয়ন, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বুকিং কাউন্টার, কনকোর্স এবং স্টেশন এলাকায় স্থানীয় শিল্প চিত্র (মধুবাণী পেইন্টিং), সার্কুলেটিং এরিয়া উন্নয়ন, স্পর্শকাতর টালি ফিক্সিং, প্রধান প্রবেশপথের দিকে রাস্তা মেরামত এবং পার্কিংয়ের দিকে রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজও করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজগুলি প্রদর্শনের জন্য জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে একটি মিডিয়া ট্যুরেরও আয়োজন করা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, রেল ভক্ত, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবশালীরা নতুন উন্নত স্টেশনটি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে, মিডিয়া প্রতিনিধিদের জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NIeT No. RKMGEC/NIT-49(e)/2025-2026

E_Tender is invited by Principal RKMGEC Purulia **(Bid ID: 2025_PGEC_848807_1).** Technical and financial bid submission closing date (online): **26-05-2025 up to 17.00 IST.** Details can be had from **https://wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Principal RKMGEC

বিজ্ঞপ্তি

আমি, রাজেশ সেখ পিতা মৃত সিদ্দিক সেখ সাকিম শরতপল্লী পোঃ ও থানা ডালখোলা ভোলা- উত্তর দিনাজপুর এর বাসিন্দা। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন ৯০ নং চাকা মৌজায় ৬৭০ ও ৬৬৮ / ১ নং খতিয়ানে ৩৯৭ ও ৩৯৮ নং দাগে আমার পৈতৃক ৪.২৫ শতক এবং ১২৫ নং কাটনাই মৌজায় ৭১১ নং খতিয়ানে ২০৭, ৩৩৯ ও ০৪১ নং দাগে আমার পৈতৃক ৪.৫ শতক সম্পত্তি ইং ২০২৫ সালের ডালখোলা অফিসের Book 1-869 নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার শরতপল্লী নিবাসী মৃত হারুন রশিদ এর পুত্র মিনার আহমেদ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) অভিজিত মন্ডল ২) জাগু মন্ডল উভয়ের পিতা মৃত বিনয় মন্ডল ৩) রাধারানী মন্ডল স্বামী মৃত বিনয় মন্ডল সাং আইলের উপর ৪) রেনকা মন্ডল স্বামী পঞ্চানন মন্ডল ৫) উলাসী মন্ডল স্বামী গঞ্জু মন্ডল উভয়ের সাং ধনপতনগর সকলে থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজায় ২৬৩ খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৮০৫ এল আর ১০৯০ নং দাগে আমাদের ওয়ারীশন সূত্রে প্রাপ্ত ১৭ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০১৬ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book IV-301 নং আমমোক্তার আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার আইলের উপর নিবাসী মফিজুল ইসলাম পিতা মৃত নুর ইসলাম বিক্রয়- হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, মল্লিকা প্রামানিক স্বামী মৃত বিকাশ প্রামানিক সাং রানীনগর পোঃ দিয়াড় রানীনগর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার অধীন ৯২ নং দফরপুর মৌজায় ৯৬৬০ নং খতিয়ানে ৪০৭১ নং দাগে আমার নিজ নামে নথিভুক্ত ৩০.৩৪ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২০ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book 1-1398 নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার অত্র থানার রানীনগর নিবাসী মৃত সেকান্দার সেখ এর পুত্র মোলাম মোস্তফা বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER No.- 08/DGP/2025-26

Sealed Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 4(Four)Nos. different works. Date of sale of Tender form on any working day from **19/05/2025 to 26/05/2025 (from 12.00 PM to 12:00 PM)**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **26/05/2025 up to 1:00 PM.** Date of opening of Tender **26/05/2025 at 2:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ডিএল_সেন্টার_পিভোট_এইচডব্লুএইচ_১৫১, তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ লোকো/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ ডিএল_সেন্টার_পিভোট_এইচডব্লুএইচ_১৫১-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** ০২ (দুই) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিজেল শেড, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়ায় ডব্লুএপি৪ ইলেক্ট্রিক লোকোর ১৬টি সেন্টার পিভোট অ্যাসেম্বলীর মেরামতি/ওভারহলিং। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৩৬,৯২,৩৭৯.৫৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৭৩,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১৫.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টা ২৪ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০২.০৬.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** তে পাওয়া যাবে।

HWH-92/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Onda-II Gram Panchayat Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-03/2025-26(2025_ZPHD_848414)

Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 6 no works. Last date of documents download & bid submission is **30 th May 2025 at 18:30 p.m.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা- শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭
টেলিফোন নং. ০৩৩ ৪০৬৬ ৮০৭২,
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.in
ইমেল আইডিঃ foundryfuelgmail.com
CIN: L50500WB1964PLC026053

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের সাথে পঠিত ২৯(১)(ক) এবং ৪৭(১)(ক) অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা ৩০ মে, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ২.৩০ মিনিটে মুম্বাইয়ের ৮৪, মেকার চেম্বার III, নারিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১-এ অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডে গ্রহণ করা হবে।
এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.foundryfuel.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-
(নিকেশ ওসওয়াল)
পরিচালক
DIN: 07895357
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৯।০৫।২০২৫

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-DAINHAT,
DIST.: PURBA BURDWAN

DAINHAT MUNICIPALITY For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 02D.M/ENGG/2025-26 Date 19/05/2025.** For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org** & **wbtenders.gov.in** Office ph no **7478003845**

Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

নংঃ ইসি/টি/আরএমভিইউ/ওটি-০৫/২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৩.০৫.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগণা, ডাকঘর- কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ- **ই-টেন্ডার নংঃ ইসি_টি_আরএমভিইউ_ওটি-০৫_২৫-২৬, তারিখঃ ১২.০৫.২০২৫। স্থান সহ কাজের নামঃ** ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ০৩ বছর সময়সীমার জন্য আউটসাইড এজেন্সীর মাধ্যমে ক্যারেজ এবং লোকো কমপ্লেক্সের ৩-ফেজ ইএমইউ রেকের সংশ্লিষ্ট সিস্টেম/ফিটিং এবং ৫২৮ টি আরএমভিইউ (রুফ মাউন্টেড ভেন্টিলেশন ইউনিট)-এর পিওএইচ কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪৯,৫৬,০০০ টাকা জিএসটি সহ। **বায়না মূল্য জমা করতে হবেঃ** ৯৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। কাজ **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবেঃ** টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ১২.০৫.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** ১২.০৫.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। **অফার জমা করার সময়সীমাঃ** ২৬.০৫.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটে।

MISC-69/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING QUOTATION No.- 09/DGP/2025-26

Sealed Tender are hereby invited from experienced and resourceful bidders for execution of the work of Tubewell spare part. Date of sale of Tender form on any working day from **19/05/2025 to 26/05/2025 (from 12.00 PM to 02:00 PM).** Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **26/05/2025 up to 2:00 PM.** Date of opening of Tender **26/05/2025 at 3:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৫_২৬_০২। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর ইনডোর ও আউটডোর-এর কাজ (i) রামকানালি (আরকেআই) স্টেশনে বিদ্যমান প্যানেল ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সহ আপ ইয়ার্ডে লাইন নং ৪, ৫ এবং ৬-এর সম্প্রসারণ (প্রকল্পের আইডি ঃ ১২.০১.১৬.২৪.৩.৫০.০০৪) এবং (ii) রামকানালি জং ইয়ার্ডের বেরো প্রান্তের দিকে পয়েন্ট নং ২৬এ এবং ২৬বি-র পিএসআর অপসারণ ও ক্রশওভার স্থানান্তরণ (প্রকল্পের আইডি ঃ ১২.০১.৩১.২৪.৩.৫০.০০৫)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৫,২৪,৮৭৯.১০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** (PR-174)

পূর্ব রেলওয়ে

নংঃ ইসি/টি/কম্প্রিহেন্সিভ/ওটি-০৩/২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৪.০৫.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগণা, ডাকঘর- কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ- **ই-টেন্ডার নংঃ ইসি_টি_সিওএম_ওটি-০৩_২৫-২৬, তারিখঃ ১২.০৫.২০২৫। স্থান সহ কাজের নামঃ** সামগ্রিক চুক্তির ভিত্তিতে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ডিইটিসি/ডিএইচটিসি টাইপ ৮-হুইলার টাওয়ার ওয়াগনের দশ(১০)টি সিআইএল মেক আন্ডার-স্লাংগ মাউন্টেড ডিজেল ইঞ্জিন টাইপ এনটিএ ৮৫৫আর, ছয় (০৬)টি সিআইএল মেক ডিজেল ইঞ্জিন টাইপ এনটি৮৫৫আর বিআইজি সিএএম, তিন(০৩)টি সিআইএল মেক ডিজেল ইঞ্জিন টাইপ ভিটিএ১৭১০এল, ছয়(০৬)টি ভয়েথ মেক ট্রান্সমিশন সিস্টেম টাইপ টিআর.২১১আর, দুই(০২)টি এভিটিইসি/অ্যালিসন/ এসএএন মেক ট্রান্সমিশন সিস্টেম টাইপ সিআরটি-৫৬৩৩, এক(০১)টি সিজিএল/বিএইচইএল মেক কনভেনশনাল ট্র্যাকশন অল্টারনেটর, দশ(১০)টি বিএইচইএল/সিজিএল মেক আন্ডার-স্লাংগ মাউন্টেড ট্র্যাকশন অল্টারনেটরের সময়াবর্তী ওভারহলিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১১,৫৫,৮১,৬৭৩.৫০ টাকা জিএসটি সহ। **বায়না মূল্য জমা করতে হবেঃ** ৭,২৭,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। কাজ **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২৪ মাস। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবেঃ** টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ১২.০৫.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** ১২.০৫.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। **অফার জমা করার সময়সীমাঃ** ২৬.০৫.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটে।

MISC-67/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice
Tender reference no: 214/SGPII/NIeT/15 th CFC(Untied)/25-26
Date: 16/05/2025.

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For Construction of PCC road within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid Submission end date **23/05/2025 up to 05.00 pm**. Bid Opening Date: **26/05/2025 at 11.00 AM**. Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ এতদ্বারা ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-মে-৬। ক্রমিক নং., লট নং., স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনজিএক্স-টিডব্লু-২৫৮-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার),** নিগান। **(২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিএনএস-টিডব্লু-১৮৪-২৪-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার),** চুঁচুড়া। **(৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-টিডব্লু-৫৯-২৫-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার),** বেহুলা। **(৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-টিডব্লু-২৭৩-২৫-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার),** চৌরিগাছা। **(৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-টিডব্লু-২৫১-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার),** পালসিট। **(৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-এমএক্স-১৫৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড়),** আহমদপুর। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো।

HWH-90/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞান

মহাকাশের কঠিন পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে

চীনের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন শেনজ্যু স্পেস বায়োটেকনোলজি গ্রুপ ও বেইজিং ইনস্টিটিউট অব স্পেসক্র্যাফট সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের দাবি, মহাকাশের কঠিন পরিবেশে টিকে থাকা ব্যাকটেরিয়াটি মূলত নিয়ালিয়া তিয়াগংজেনেসিস ব্যাকটেরিয়ার নতুন প্রজাতি। প্রোটিনের গঠন ও কাজের ধরনে বেশ পার্থক্য থাকায় অক্সিডেটিভ স্ট্রেস মোকাবিলা ও তেজস্ক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট ক্ষতি মেরামত করতে পারে এই ব্যাকটেরিয়া। নতুন এই তথ্য ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব সিস্টেমেটিক অ্যান্ড ইভল্যুশনারি মাইক্রোবায়োলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। চীনের চ্যাম্প বা চায়না স্পেস স্টেশন হ্যাবিটেশন এরিয়া মাইক্রোবায়োম প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে চীনের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশন থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়। নমুনাগুলোর মধ্যেই নতুন প্রজাতির এই ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, নতুন ব্যাকটেরিয়াটি একটি গ্রাম-পজিটিভ, স্পোর-গঠনকারী দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য মহাকাশযানের জীবাণু নিয়ন্ত্রণ, কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। এটি নির্দিষ্ট জৈব যৌগ ভেঙে বর্জ্য থেকে বিভিন্ন উপকারী উপাদান তৈরি করতে পারে, যা পৃথিবী ও মহাকাশউভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদে মহাকাশ অভিযানের সময় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এই ব্যাকটেরিয়া বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। শুধু তা-ই নয়, ব্যাকটেরিয়াটির তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধের ক্ষমতা নতুন ওষুধ উদ্ভাবনেও সাহায্য করতে পারে।

আর তাই এই ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কার শুধু মহাকাশ গবেষণার জন্যই নয়, পৃথিবীর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তিশালী রশ্মি সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা

পৃথিবী থেকে ১ হাজার ২৯০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা এক সুপার ম্যাসিভ বা বড় আকারের কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাকহোল) থেকে অতি শক্তিশালী রশ্মি সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের প্রায় ১০ কোটি বছর পর এই রশ্মি নির্গত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জে০৪১০-০১৩৯ নামের কৃষ্ণগহ্বর থেকে পৃথিবীর দিকে আসা রশ্মি পর্যালোচনা করে মহাবিশ্বের শৈশবকালে বড় আকারের কৃষ্ণগহ্বরগুলো কীভাবে বিকশিত হয়েছে, তা জানা যাবে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। কৃষ্ণগহ্বরটির ভর প্রায় ৭০ কোটি সূর্যের সমান। নাসার চন্দ্র অবজারভেটরি, চিলির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপসহ বেশ কয়েকটি টেলিস্কোপের তথ্য পর্যালোচনা করে এই রশ্মি শনাক্ত করা হয়েছে। বড় আকারের কৃষ্ণগহ্বরটি মহাবিশ্বের প্রথম সময়কার তথ্যাদি জানতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির বিজ্ঞানী এমানুয়েল মোমজিয়ান বলেন, নতুন কৃষ্ণগহ্বর মহাজাগতিক শক্তির রশ্মি হিসেবে সরাসরি অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দেবে।

কয়েক দশক ধরে মহাবিশ্বে থাকা বিভিন্ন কৃষ্ণগহ্বরের শক্তিশালী রশ্মির কথা জানা গেলেও সেগুলোর গতি বা বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই বিজ্ঞানীদের।

ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে গিয়ে সরকারি নথিপত্রে তিনি মৃত মানুষ

ওয়াশিংটন, ১৯ মেঃ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা নিকোল পাউলিনো। সম্প্রতি নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে তিনি যে তথ্য জানতে পারেন, তাতে তাঁর মাথায় পুরো আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তিন সন্তানের জননী এই নারী বলেন, জীবনে এতটা হতবাক তিনি আগে কখনো হননি। কী কারণে নিকোল এতটা হতবাক হয়েছেন, তা জানলে আপনারও চোখ কপালে উঠে যাবে। পাউলিনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে জানতে পারেন, সরকারি নথিপত্রে তিনি একজন মৃত মানুষ। তাই আগে তাঁকে জীবিত থাকার প্রমাণপত্র দিতে হবে। তবেই কেবল তিনি ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। ফোনে এমন বার্তা পেয়ে নিজে 'ভীত ও বিস্মিত' হয়ে পড়েছিলেন বলে জানান নিকোল।

তিনি বলেন, 'সেখানে লেখা ছিল, মেরিল্যান্ড মোটর ভেহিকল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সিস্টেমে আমি মৃত। মিথ্যা বলব না, আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বিস্মিতও হয়েছিলাম। আমি তো জীবিত। আমি এখানেই আছি।' ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে হলে এখন নিকোলকে ইউএস ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস থেকে একটি প্রমাণপত্র নিতে হবে।

কারণ, সেখানে তিনি এখন একজন 'মৃত করদাতা'। এ ঘটনা নিকোলের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। কারণ, তিনি জানতে পারেন, তাঁর ও তাঁর তিন সন্তানের স্বাস্থ্যবিমাও বাতিল হয়ে গেছে। এতে তাঁর হাজার হাজার টাকার চিকিৎসা বিল জমা হয়েছে।

এমনকি হাঁপানিতে আক্রান্ত এ নারী তাঁর ইনহেলার পর্যন্ত কিনতে পারছিলেন না। কেন এত বড় ঝড় জীবনে উঠল, নিকোল যখন তার কারণ জানার চেষ্টা করছিলেন, সে সময় সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্যালয় থেকে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। জানানো হয়, তাদের একটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে (টাইপো) এমনটা হয়েছে। সেখান থেকে বলা হয়, সোশ্যাল সিকিউরিটির ওয়েবসাইটে অন্য এক ব্যক্তির মৃত্যুর নিবন্ধন করতে গিয়ে নম্বরের গরমিলে নিকোলের সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়। সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষ এ দাবিও করেছে, তাদের এ ধরনের ভুল খুবই কম হয়। তারা বছরে ৩০ লাখ মৃত্যুর উল্লেখ করে এবং ভুলের হার মাত্র ০.৩৩ শতাংশ। নিকোলের বিষয়ে তদন্ত শেষে সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তারা বলেছে, পাউলিনো এখন আনুষ্ঠানিকভাবে জীবিত।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকাটি

গাজা, ১৯ মেঃ গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরের জন্য অধীর অপেক্ষা নিয়ে সময় গুনছেন ফিলিস্তিনিরা। উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনায় গাজাবাসীদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। তবে তাঁদের মধ্যে কাজ করছে শঙ্কাও। গাজার বাস্তুচ্যুত নারী লতিফা কাশকাশ বলেন, তিনি খুশি। কারণ, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে তিনি তাঁর বসত এলাকায়, বাড়িতে ফিরে যাবেন। তবে লতিফার মধ্যে আশঙ্কাও আছে। তিনি বলেন, 'আমি ভয়ও পাচ্ছি। কারণ, আমি ইসরায়েলিদের বিশ্বাস করি না।'১৫ মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় প্রিয় মানুষদের হারানোয়, সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ায় লতিফা ভীষণ শোক-দুঃখ অনুভব করছেন বলে জানান। গাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিধ্বস্ত উপত্যকাটি পুনর্নির্মাণের অঙ্গীকার করছেন।

নক্ষত্রে বরফের সন্ধান পেয়েছে নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

প্রথমবারের মতো দূরবর্তী একটি নক্ষত্রে বরফের সন্ধান পেয়েছে নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। নাসার তথ্যমতে, সূর্যের চেয়ে সামান্য বড় ও উষ্ণ এইচডি ১৮১৩২৭ নামের নক্ষত্রের ধুলোময় ধ্বংসাবশেষ বা ডিস্কে বরফের স্ফটিক পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বরফগুলো প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ বছরের পুরোনো। পৃথিবী থেকে ১৫৫ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে ডিস্কটি। নেচার সাময়িকীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। জেমস ওয়েবের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, নক্ষত্র ও ডিস্কের মধ্যে বেশ দূরত্ব রয়েছে, যা আমাদের সৌরজগতের কুইপার বেল্টের মতো।

এ বিষয়ে বিজ্ঞানী চেন শি বলেন, জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ শুধু বরফ নয়, স্ফটিকের মতো বরফ আবিষ্কার করেছে। আমাদের সৌরজগতের কুইপার বেল্টের শনির বলয় ও বরফযুক্ত বস্তু বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। এইচডি ১৮১৩২৭ একটি অত্যন্ত সক্রিয় নক্ষত্র। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনো নিয়মিত সংঘর্ষ হচ্ছে। বরফময় বস্তু সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ধুলোযুক্ত বরফের ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। জেমস ওয়েব এসব শনাক্ত করছে। নক্ষত্রে বরফের উপস্থিতি মহাবিশ্বজুড়ে গ্রহ কীভাবে বিকশিত হয়, তা জানার ক্ষেত্রে নতুন তথ্য দিচ্ছে বিজ্ঞানীদের। তাঁদের মতে, বেশির ভাগ বরফই নক্ষত্র থেকে সবচেয়ে দূরের অবস্থানে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী চেন বলেন, ধ্বংসাবশেষ ডিস্কের মাঝখানে জেমস ওয়েব প্রায় আট শতাংশ বরফ শনাক্ত করেছে। সেখানে সম্ভবত হিমায়িত কণা ধ্বংস হওয়ার আগে কিছুটা দ্রুত উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করেছেন, এমন ধ্বংসাবশেষ ডিস্কে বরফ থাকতে পারে। জেমস ওয়েবের আগে এই ধরনের বরফ পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট সংবেদনশীল যন্ত্র ছিল না।

নতুন বরফকণার খোঁজ পেয়ে গবেষকেরা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিজুড়ে সক্রিয়ভাবে গ্রহ ব্যবস্থা গঠনকারী ধ্বংসাবশেষ ডিস্কে আরও অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হয়েছেন।

পৃথিবীর কক্ষপথে নিউ গ্লেন রকেট

অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মহাকাশ প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিনের তৈরি রকেট প্রথমবারের মতো পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছেছে। দৈত্যকার রকেটটির নাম 'নিউ গ্লেন'। অনেক জল্পনাকল্পনা আর সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমতির পরে রকেটটি ১৬ জানুয়ারি পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছেছে। পুনর্ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় নতুন এই রকেটের কারণে ইলন মাস্কের স্পেসএক্স মহাকাশ অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আকারে বড় ও ভারী মালামাল মহাকাশে বহন করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে নিউ গ্লেন রকেটটি। ৩২০ ফুট লম্বা রকেটটি যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের সময় ওয়াশিংটনে ব্লু অরিজিনের সদর দপ্তর ও কেপ ক্যানাভেরালে শত শত কর্মী অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে ব্লু অরিজিনের কর্মকর্তা আরিয়েন কর্নেল বলেন, 'আমরা নিরাপদে কক্ষপথে পৌঁছেছি।' মহাকাশে পৌঁছানোর পরে ব্লু অরিজিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিউ গ্লেন একটি পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশ পৌঁছেছে। যদিও মিশনে রকেটের বুস্টার পৃথিবীতে নির্ধারিত জায়গায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়েছে।

মঙ্গল গ্রহ থেকে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো পৃথিবীতে আনতে গিয়ে বিপাকে নাসা

মঙ্গল গ্রহে থাকা শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করে গ্রহটির অতীত সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে ধারণা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। আর তাই দীর্ঘদিন ধরে নাসার পারসিভারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহে বিভিন্ন অনুসন্ধান চালানোর পাশাপাশি শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করছে। নমুনাগুলো বর্তমানে বিশেষায়িত নলাকার টিউবসহ রোভারের মধ্যে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু মঙ্গল গ্রহ থেকে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো পৃথিবীতে আনতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন নাসা ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল গ্রহ থেকে সংগ্রহ করা শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে আনা বেশ

ব্যয়বহুল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর তাই বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ শুরু করেছে নাসা। এরই মধ্যে ১১টি প্রস্তাব জমা পড়েছে, যার মধ্যে দুটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব প্রস্তাবে মহাকাশযানের সঙ্গে স্কাই ক্রেন সিস্টেম ব্যবহার করে রোভারকে তারের মাধ্যমে যুক্ত করা বা উন্নত ল্যান্ডিং সিস্টেম তৈরি করে শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনেক রোবোটিক মিশন চাঁদ থেকে শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে এনেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গল গ্রহে নতুন মিশন চালানোর পরিকল্পনা করছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল গ্রহে থাকা বিভিন্ন শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করে গ্রহটিতে প্রাণের উপস্থিতি ছিল কি না, তাও জানা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে নাসার বিজ্ঞান মিশন দপ্তরের সহযোগী প্রশাসক নিকোলা ফক্স জানিয়েছেন, 'নাসার বিভিন্ন রোভার মঙ্গল গ্রহের কঠিন পরিবেশ সহ্য করে বিজ্ঞানের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছে। এসব শিলা পাথর পৃথিবীতে এনে পরীক্ষা করার মাধ্যমে অনেক তথ্য জানার সুযোগ আছে।

চাঁদ আমাদের নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী

চাঁদ আমাদের নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী। ১৯৬০এর দশকে চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন পড়ে। বহু শতাব্দী ধরে চাঁদ মামা হিসেবে আমাদের মানবজাতির কল্পনাকে মোহিত করে রেখেছে। প্রাকৃতিকভাবে চাঁদের পৃষ্ঠ রুক্ষ, অসংখ্য খাদ বা ক্রেটারসহ অন্ধকার মারিয়া অঞ্চল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আগামী দশকের মধ্যেই চন্দ্র আবারও জয়ের জন্য পাল্লা দিচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেকোনো সময় চাঁদে মানববসতি তৈরির ঘোষণা দিতে পারেন। আপনার যদি ডাক পড়ে, তখন কী করবেন? সেই পরিপ্রেক্ষিতে জেনে নিন চাঁদের কোন এলাকার কী নাম। প্রয়োজনে চাঁদে গেলে কাজে আসতে পারে। চাঁদের প্রধান এলাকা বলা হয় মারিয়াকে। ল্যাটিন শব্দ মার থেকে মারিয়া এসেছে, যার অর্থ সমুদ্র। চাঁদের অন্ধকার, মসৃণ অঞ্চলকে মারিয়া বলা হয়। প্রাচীন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ব্যাসাল্ট লাভা দিয়ে গঠিত এই এলাকা। চাঁদের সম্মুখভাগ যে দিক পৃথিবীর দিকে থাকে, সেখানে মারিয়ার পরিমাণ বেশি। মার ইম্ব্রিয়াম, মার সেরেনিটাটিস, মার ট্রাঙ্কুইলিটাটিস ও মার ফিকুন্ডেটিটিসসহ বেশ কিছু অংশ পৃথিবী থেকে দেখতে পাই আমরা। চাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল ও উঁচু অঞ্চল দেখা যায়। এসব উচ্চভূমি মূলত অ্যানোর্থোসাইট শিলা দিয়ে গঠিত ও ক্রেটার দ্বারা পরিপূর্ণ। চাঁদের পেছনের দিকের বেশির ভাগ অংশ উচ্চভূমি দিয়ে আবৃত। চাঁদের পৃষ্ঠে অসংখ্য ক্রেটার রয়েছে, যা গ্রহাণু ও উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষ বা আঘাতের ফলে তৈরি হয়েছে। চাঁদের বায়ুমণ্ডল না থাকায় এখানে ক্ষয় বা গঠন খুব ধীরগতিতে হয়। এসব কারণে ক্রেটার কোটি কোটি বছর ধরে অক্ষত থাকে। কিছু উল্লেখযোগ্য ক্রেটার হলো টাইকো, কোপার্নিকাস ও ক্লাভিয়াস। রাইলস চাঁদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম। চাঁদের পৃষ্ঠে দীর্ঘ ও সরু গিরিখাতকে রাইলস বলা হয়। এসব মূলত লাভাপ্রবাহ বা টেকটোনিক ফাটলের কারণে তৈরি হয়েছে। হ্যাডলি রাইল ও ভ্যালেস শ্যরটেরি এমনই রাইলস। চাঁদে গেলে আপনি বেশ কিছু পর্বতমালা দেখতে পাবেন। এসব মূলত গ্রহাণুর আঘাত ইম্প্যাক্ট ইজেক্টা ও টেকটোনিক কার্যকলাপের ফলে তৈরি হয়েছে। চন্দ্রবুকে মন্টস অ্যাপেনাইনাস ও মন্টস কার্পাথিয়ানস উল্লেখযোগ্য পর্বতমালা। চাঁদের পৃষ্ঠে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দেশ এবং মহাকাশ সংস্থা তাদের যান অবতরণে সাফল্য পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের লুনা প্রোগ্রাম ছিল চাঁদে পৌঁছানোর প্রথম প্রচেষ্টা। লুনা ২ চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করা প্রথম মানবসৃষ্ট বস্তু। লুনা৯ চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে প্রথম ছবি পাঠায়। লুনা১৬ চাঁদের মাটি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে। ১৯৭০ সালে লুনা১৭ অভিযানে লুনোখোড ১ রোভার প্রথম চাঁদে অবতরণ করে। অন্যদিকে নাসার অ্যাপোলো প্রোগ্রাম ছিল চাঁদে মানব অবতরণের ঐতিহাসিক মিশন। অ্যাপোলো১১ ১৯৬৯ সালে প্রথম মানবকে চাঁদে অবতরণ করায়।

অ্যাপোলো ১২, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ চাঁদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নমুনা সংগ্রহের জন্য অবতরণ করে। অ্যাপোলো১৫, ১৬ ও ১৭ মিশনে লুনার রোভিং ভেহিকেল ব্যবহার করা হয়। অ্যাপোলো১১ মার ট্রাঙ্কুইলিটাটিস এলাকায় অবতরণ করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে চীন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ চন্দ্র অভিযানে বেশ ব্যস্ত। চীনের চ্যাংই প্রোগ্রাম চাঁদে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়েছে। চ্যাং ই৩ চাঁদে ইউটু রোভারকে অবতরণ করিয়েছে।

চ্যাং ই৪ চাঁদের পেছনের দিকে অবতরণ করা প্রথম যান। চ্যাং ই৫ চাঁদের মাটির নমুনা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। ভারতের চন্দ্রযান প্রোগ্রামের মাধ্যমে চাঁদের কক্ষপথে ও পৃষ্ঠে সফল অভিযান চালিয়েছে। চন্দ্রযান-১ চাঁদের মেরু অঞ্চলে পানির অণুর উপস্থিতি নিশ্চিত করে। চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞানকে নিয়ে গেছে।

গর্তের জলে ডুবে মৃত দুই শিশুর পরিবারকে সরকারি সাহায্যের দাবি বিরোধী দলনেতার

আগরতলা, ১৯ মে ঃ আগরতলার চাঁনমারি এলাকায় দুটি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার সকালে এলাকায় যান সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। মৃত দুই শিশুর পরিবার যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেই ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আগরতলা চাঁনমারি এলাকায় কৃষ্ণ দেবানথের ১১ বছরের ছেলে প্রসেনজিৎ দেবনাথ এবং ৯ বছরের কন্যা প্রিয়াঙ্কা দেবনাথের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় রবিবার। বাড়ির পাশে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ছোট গর্ত থেকে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু গিয়ে দেখে নিহত দুই শিশুর মা বাবা জিরানিয়া নিজেদের বাড়িতে চলে গেছেন। জিতেন্দ্র চৌধুরী মৃত দুই শিশুর পরিবার যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেই ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে থানায় গৃহবধূ

আগরতলা, ১৯ মে ঃ আবারও গৃহবধূ নির্যাতনের অভিযোগ। রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগর এলাকার বাসিন্দা আবীর লাল বর্ধনের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ। পশ্চিম মহিলা থানায় রবিবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান নির্যাতিতা গৃহবধু উমাশ্রী বণিক। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার বাসিন্দা উমাশ্রী বণিকের সাথে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় রামনগর এলাকার বাসিন্দা আবীর লাল বর্ধনের। বিয়ের কয়েক মাস ভালো চললেও এরপর থেকে শুরু হয় পারিবারিক ঝামেলা। নানা অজুহাতে গৃহবধূ উমাশ্রী বণিকের উপর স্বামী আবীর লাল বর্ধন, শ্বশুর, শাশুড়ি এবং স্বামীর ছোট ভাই নির্যাতন শুরু করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বাড়ি থেকে টাকা পয়সা এনে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করে স্বামী আবীর লাল বর্ধন।

পরে গৃহবধূ উমাশ্রী বণিক জানতে পারেন স্বামীর ছোট ভাইকে নেশা সেবনের জন্য টাকা পয়সা দেওয়ার জন্যই এই চাপ সৃষ্টি করা হত। এই অত্যাচার সইতে না পেরে গৃহবধু উমাশ্রী বণিক পশ্চিম মহিলা থানায় স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি এবং দেবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। পরে পশ্চিম মহিলা থানার সামনেই সংবাদ মাধ্যমের কাছে তার নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরেন গৃহবধূ উমাশ্রী বণিক। নির্যাতিতা গৃহবধূ জানান, তিনি এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চান। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

খরচের বিল ২ মিটার লম্বা

চীনে এক তরুণ জুটি তাঁদের বিয়েতে অতিথিদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন একটি 'হটপট' রেস্তোরাঁয়। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ১৪০ জন। খাওয়া শেষে তাঁদের ২২ হাজার ইউয়ান বিল পরিশোধ করতে হয়। একটি বিয়ের আয়োজনে অতিথিদের খাবারের খরচ হিসেবে এটি খুব বেশি অর্থ ব্যয় নয়। তবে কেন সদ্য বিবাহিত এই দম্পতিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এত আলোচনা, হাসাহাসি। তার কারণ আর কিছু নয়, রেস্তোরাঁ থেকে তাঁদের দেওয়া বিল। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে বিলের যে কাগজটি পাঠিয়েছিল, সেটি ছিল প্রায় দুই মিটার লম্বা! ১ মে চীনের শানসি প্রদেশের রাজধানী তাইইউয়ান শহরে নামকরা একটি হটপট চেইন রেস্তোরাঁয় নিজেদের বিয়ের ভোজের আয়োজন করেছিলেন ২৬ বছরের কনে ঝাও এবং তাঁর ২৭ বছর বয়সী বর। অবশ্য তাঁদের বিয়ের আয়োজন যেখানে হওয়ার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে সেটি বাতিল হয়ে যায়।

Name Change

I, AJIT ROY S/O SUSHIL ROY RESIDENT OF TAHERPUR, po & ps TAHERPUR, A/22/15, DIST-NADIA, PIN-741159 DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME FROM AJIT ROY TO AJIT KUMAR ROY. AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS AJIT KUMAR ROY IN ALL PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT, SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT RANAGHAT ON 17-5-2025. AJIT KUMAR ROY AND AJIT ROY BOTH ARE SAME AND ONE IDENTIHEAL PERSON.

Name Change

I SAMPOD DEBNATH S/O SUKHARANJAN DEBNATH RESIDENT OF TAHERPUR. PO & PS - TAHERPUR. I/7/975, DIST-NADIA. PIN-741159 DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME FROM SAMPOD DEBNATH TO SAMPAD DEBNATH AND HENCEFORTH. I SHALL BE KNOWN AS SAMPAD DEBNATH IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AS RANAGHAT ON 8-5-2025 SAMPAD DEBNATH AND SAMPOD DEBNATH BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Rajia Sultata (Old Name) W/O–Mijanur Rahaman resident of Vill- Moktarpur, Po-Raipur, PS- Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742303 do hereby decrale that I have changed my name from Rajia Sultata to Rijiya Sultana and hencefort I shall be known as Rijiya Sultana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/05/2025 . My name Rijiya Sultana & Rajia Sultata both are same and one identical person.

Name Change

I,Pradip Kumar Das (Old Name) S/O–Mangal Chandra Das resident of Vill- Raynagar, Po-Nasherkuli, Ps-Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741238 do hereby decrale that I have changed my name from Pradip Kumar Das to Pradip Das and hencefort I shall be known as Pradip Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/2025. My name Pradip Das & Pradip Kumar Das both are same and one identical person.

Name Change

I,Mongal Chanora Das & Mangal Das (Old Name) S/O– Upen Das resident of Vill- Raynagar, Po-Nasherkuli, Ps-Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741238 do hereby decrale that I have changed my name from Mongal Chandra Das & Mangal Das to Mangal Chandra Das and hencefort I shall be known as Mangal Chandra Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/2025. My name Mangal Chandra Das (new name) & (old name) Mongal Chandra Das & Mangal Das both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Julfikar Rahman (Old Name) S/O–Sabdar Ali Biswas resident of Vill-Shikarpur , Po- Paharpur , PS- Lalgola , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby decrale that I have changed my name from Md Julfikar Rahman to Julfikar Rahaman and hencefort I shall be known as Julfikar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/2025 . My name Julfikar Rahaman & Md Julfikar Rahman both are same and one identical person.

Name Change

I, Mustak Molla (old name) son of Nasiruddin Molla, residing at Vill: Chamni, P.O –Paschim Chamni, P.S –Bishnupur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743503, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Mustaq Molla (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 23/04/2025. Mustak Molla (old name) and Md. Mustaq Molla (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Neha Parween W/o Hussain Ali resident of 17/1/2 Banak Para Road, P.O. Hazinagar, P.S. Naihati, Dist.:North 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Neha Parween instead of Neha Parveen and my father's actual name Faiz Ahmad instead of Faiz Ahmed vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Barrackpore on 17/05/2025. Neha Parween D/o Faiz Ahmad and Madhumita Rajak both are the same and Neha Parveen D/o Faiz Ahmed one identical person.

Name Change

I, Dharmendra Kumar Ray (Old Name) S/o Madan Roy Residing at L/9, 87/1, A.K. Mukherjee Road, Noa Para Police Quarter, Barnagar, Vtc - Noapara S.O, District-Kolkata, Pin - 700090 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Dharmendra Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-05-2025. Dharmendra Kumar Ray (Old Name) and Dharmendra Roy (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Seikh Nebiyar Rahaman (Old Name) S/o Golam Seikh Residing at Vill - Purba Jaykrishnapur, P.o - Nalikul, P.s - Haripal, District- Hooghly, Pin- 712407 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Nebiyar Rahaman (New Name) as declared before the Ld.Judicial Magistrate Sadar (1st Class) atHooghly vide affidavit no 1798 Dated 13-05-2025. Seikh Nebiyar Rahaman (Old Name) and Sk Nebiyar Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Atul Sultania S/o Gopal Prasad Sultana Residing at Urbana Tower 7/1704, Chowbaga Road, 783 Anandapur, P.o - E.K.T, P.s - Anandapur, District - Kolkata, Pin - 700107 West Bengal India shall henceforth be known as Atul Kumar Sultania. I declare that Atul Sultania and Atul Kumar Sultania is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-05-2025.

দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে আগ্রহ বাড়ছে বিদেশিদের, বাড়বে ব্যবসা আশা ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১৯ মে ঃ শোনা যাচ্ছে বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ফোর্ডের বর্তমান উত্তরাধিকারী হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র আলফ্রেড ফোর্ড দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র তিনি। আলফ্রেড খোঁজ নিচ্ছেন পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি জগন্নাথ দেবের দীঘার নতুন বাস কেমন হয়েছে! সেখানে কখন কত রকমের পুজো হয়, পুরীর মতোই কি সেখানে প্রহরে প্রহরে ভোগ হয়! সব শোনার পর এই মন্দিরে আসতে চেয়েছেন তিনি। কারণ এই সূত্রেই জানা গেল, আগামী ২৪ মে অন্তত ২০ জনের বিদেশি জগন্নাথ ভক্তদের একটি বড় দল আসতে চলেছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে । জানা যাচ্ছে, এমন অসংখ্য বিদেশি ভক্ত জগন্নাথ মন্দির নিয়ে রোজ প্রতি মুহূর্তে খোঁজখবর শুরু করেছেন। তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য, জগন্নাথদেবের নতুন মন্দির ঘুরে দেখা। ইসকন এই মন্দিরের নিত্যপুজোর দায়িত্বে। ফলত, বিদেশ থেকে তাঁদের কাছেই এই মন্দির নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন বিদেশি জগন্নাথ ভক্তরা। শুধু মন্দিরই নয়, আশপাশের হোটেল, ভাল-পরিচ্ছন্ন থাকার জায়গা সম্পর্কেও খোঁজখবর চলছে বিদেশ থেকেও। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানাচ্ছেন, পুরীর মন্দিরে বিদেশিরা যেতে পারেন না। কিন্তু পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি দীঘার এই জগন্নাথ মন্দিরে সেসবের বাধা নেই। অন্য একটি সূত্রে খবর, দীঘায় এই পরিস্থিতিতে আরও বেশি করে পর্যটন ব্যবসায় লগ্নি আসতে পারে। তার জন্যও তথ্য-অনুসন্ধান চলছে বিভিন্ন মহলে। মন্দিরের কাছাকাছি থাকার জন্য পরিচ্ছন্ন, ভাল হোটেলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ফলে আগামীদিনে বঙ্গোপসাগরের তীরে পর্যটন ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলায় মায়াপুরে ইসকনের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে ইসকনের বহু ভক্তের সমাগম হয় বছরভর। ইসকন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁদের একটি বড় অংশ এবার দীঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন ছুটিতেও খোলা থাকছে জাহান্নগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৯ মে ঃ পাঠে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পিছিয়ে না পড়ার সুযোগ করে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহান্নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাহান্নগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারি নিয়ম অনুসারে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পড়ে গেলেও এই বিদ্যালয়ে এখনও চলছে নিয়মিত পাঠদান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী অমরেশ দেবনাথ জানিয়েছেন, আমাদের বিদ্যালয়ে কিছু ছাত্র-ছাত্রী নানা কারণে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে। তাদের কথা চিন্তা করেই আমরা শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, গরমের ছুটিতেও আমরা তাদের জন্য ক্লাস চালিয়ে যাব। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক। শিক্ষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে যারা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, যাদের বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ নেই, তাদের জন্য এই অতিরিক্ত সময়টুকু ভীষণ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং মানসিক বিকাশের দিকটিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ছুটির মধ্যেও টিফিনের ব্যবস্থা করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, এই বিশেষ পাঠদানের মাধ্যমে ছাত্রদের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং ধীরে ধীরে তাদের পাঠ্যবস্তু বোঝার ক্ষমতাও উন্নত হচ্ছে। এছাড়াও অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত ইতিবাচক। তাঁরা জানিয়েছেন, গরমের ছুটিতে যখন অধিকাংশ বাচ্চারা পড়াশোনা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন এই ধরণের ব্যবস্থা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো জোগাচ্ছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যালয়ের কাছেও একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে। শিক্ষার আলো সবার কাছে পৌঁছাক-এই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে জাহান্নগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নিরাপত্তারক্ষীকে গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

দেবাশিস কংশবণিক, করিমপুর, ১৯ মে ঃ নিজের নিরাপত্তা রক্ষীকে গুলি করার অভিযোগ উঠল এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। জানা যায়, ওই পুলিশ কর্মী ছিল তৃণমূল নেতার নিজ দেহরক্ষী। ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা করিমপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি সেজাজুল হক শাহ মিঠুকে গ্রেপ্তার করেছে থানার পাড়া থানার পুলিশ। সূত্রের খবর রবিবার রাতে শুতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয় নিরাপত্তা রক্ষীর সঙ্গে। এই সময় উত্তেজিত হয়ে নিজের দেহরক্ষী জাহাঙ্গীর আলমকে লক্ষ্য করে ওপর গুলি চালিয়ে দেয় তৃণমূল নেতা সেজাজুল হক শাহ মিঠু । অপরদিকে জাহাঙ্গীরকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেও সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগে ঘরের দরজায়। কোনও ক্রমে প্রানে বেঁচে যান রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল জাহাঙ্গীর আলম। খবর পেয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বাড়িতে ছুটে আসে স্থানীয় থানার পাড়া থানার পুলিশ। পরে করিমপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা সেজাজুল হক শাহ মিঠুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি তল্লাশি চালিয়ে তার বাড়ি থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৮ রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং একটি কার্টুজের খোল উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ থেকে প্রায় মাস ছয়েক আগে তারই এক দেহরক্ষীকে ঠিক একইভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। অপরদিকে তৃণমূল নেতার স্ত্রী তথা নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান মানোয়ারা শাহ বলেন, বিধায়ক তাপস সাহার মৃত্যুর পর ওঁর মানসিক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। উনি সুস্থ অবস্থায় থাকলে নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে এরকম গন্ডগোল করতেন না। তবে গুলি চালানোর বিষয়টি জানেন না বলে জানান স্ত্রী মানোয়ারা শাহ। সোমবার ধৃত তৃণমূল নেতা তথা করিমপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি সেজাজুল হক শাহ মিঠুর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও অস্ত্র আইন সহ অন্যান্য ধারায় মামলার রুজু করে তেহট্ট মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশি। তদন্তের স্বার্থে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানালে মঞ্জুর করেন বিচারক। পাশাপাশি ধৃত তৃণমূল নেতা সাজেজুল হক শাহ মিঠুর কাছে এতো আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ কোথা থেকে এলো, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে থানার পাড়া থানার পুলিশ।

যাত্রীবাহী বাসের ছাদে বস্তায় করে লুকিয়ে কয়লা পাচার, আটক ২

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৯ মে ঃ যাত্রীবাহী বাসের ছাদে বস্তায় করে লুকিয়ে চলছিল কয়লা পাচার। গোপন সূত্রে হানা দিয়ে ওই বিপুল পরিমাণ কয়লা আটক করা হয়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়ি এলাকায়। ঘটনায় বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে আটক করা হয়েছে। আটক কন্ডাক্টর বুদ্ধদেব দাস রাজনগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি। শুধু তাই নয়, ওই বাসের মালিক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজনগর সভাপতি মানিক সেন। তৃণমূল শ্রমিক নেতার বাসে কয়লা পাচারের ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার তদন্ত চলছে। জানা গেছে, সোমবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকা রাজনগর থেকে সিউড়িগামী একটি যাত্রীবাহী বাস যাচ্ছিল। চন্দ্রপুর থানা এলাকায় ওই বাসটিকে আটক করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট শাখা অভিযান চালায়। বাসের ছাদে উঠতেই দেখা যায় থরে থরে বস্তা সাজানো। দেখা যায়, ৩০ টি বস্তাতেই কয়লা রয়েছে। বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ওই কয়লার বৈধ কোনও কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি। এরপরই যাত্রীদের নামিয়ে বাসটিকে আটক করে চন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূল শ্রমিক নেতা মানিক সেনের বাসেই এভাবে কয়লা পাচার হচ্ছে? তিনি কি বিষয়টি জানেন? সেই প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে বাসের চালক বুদ্ধদেব দাস রাজনগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি। ফলে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য আরও বেড়েছে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডিএসপি স্বপন চক্রবর্তী বলেন, ঝাড়খণ্ড থেকে চোরাই কয়লা রাজনগরের বাসের ছাদে করে সিউড়ি বা সাঁইথিয়া যাচ্ছিল নিয়মিত। এদিন সকালে বাস আটকে ছাদ থেকে ৩০ বস্তা কয়লা উদ্ধার হয়। যার বহনের জন্য কোনও বৈধ কাগজ বাসের চালক, কন্ডাক্টর দেখাতে পারেননি। তাদের চন্দ্রপুর থানায় আটক করে মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাছে ধাক্কা বাইকের, মৃত্যু ৩ যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ মে ঃ বাঁকুড়ায় মর্মান্তিক মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ৩ আরোহীর। মৃতদের নাম রবিন সোরেন, ফকির সোরেন ও লক্ষ্মীকান্ত মান্ডি। তাদের বয়স ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনা ঘটে রবিবার গভীর রাতে বাঁকুড়ার রাইপুর থানা এলাকায়। রাইপুর থানার পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রবিন সোরেন ও ফকির সোরেনের। পুলিশ আহত অবস্থায় লক্ষ্মীকান্ত মান্ডিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে ওই তিন যুবক মোটরবাইকে চেপে বাঁকুড়ার কদমা থেকে সোনাগাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। ঢেঙাম বড়তলা সংলগ্ন এলাকায় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারের গাছে। দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়। সোমবার তিনজনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। খাতড়া মহকুমা পুলিশ আধাকারিক অভিষেক যাদব বলেন, তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মাথায় হেলমেট ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে।

কার্শিয়াংয়ে ভয়াবহ ভূমিধস! ভাঙল বাড়ি, ভেসে গেল বাইক

দুরন্ত বার্তা, কার্শিয়াং, ১৯ মে ঃ প্রতি বর্ষায় পাহাড়ে ভূমিধস নিত্য ঘটনা! বিশেষজ্ঞদের মতে পাহাড় কেটে কেটে হোটেল-বাড়ি তৈরির ফলেই ভূমির ধারণ ক্ষমতা কমছে, যা ডেকে আনছে বিপদ। পাহাড়ে বৃষ্টি শুরু হতেই ভূমিধস! কার্শিয়ংয়ে ভয়াবহ ভূমিধস! বছরের প্রথম ভূমিধস কার্শিয়ং থেকে ৩ কিলোমিটার নীচে গিদ্দা পাহাড়ে। ভূমিধসের জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে ৪টি বাড়ি। বিপজ্জনক অবস্থা সেগুলির। ওদিকে ভেসে গিয়েছে জাতীয় সড়ক ১০-ও। রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলছিল জাতীয় সড়কে। বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে ধুয়ে গিয়ে সেই কাজ। জাতীয় সড়ক ১০-এর এই অংশ দিয়ে মূলত মহানদী, ঘয়াবাড়ি, তিনধারিয়ার পড়ুয়ারা কার্শিয়াংয়ে তাদের স্কুলে যাতায়াত করে। এর পাশাপাশি দার্জিলিং থেকে এনজেপি এবং এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয়ট্রেন চলে। উল্লেখ্য, গত বছর গয়াবাড়ির নীচে পাগলাঝোড়ায় বড়সড় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ মাস টয়ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। গত ১০ দিন ধরেই বৃষ্টি চলছে পাহাড়ে। তারপর গত ২৪ ঘণ্টা ধরে নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে দার্জিলিং পাহাড় ও কার্শিয়াংয়ে। তাতেই ভূমিধসের আশঙ্কায় ভুগছিলেন সবাই। সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়। রবিবার সন্ধ্যায় গিদ্দা পাহাড়ে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী দক্ষিণ সিকিমে গাংলা গ্রামের কাছে রাংপো নদীর জলে ইয়য়াংগাং থেকে রাভাংলা পর্যন্ত রাস্তাটি ভেসে গিয়েছে। রাস্তার উপর থাকা একটি বাইকও ভেসে যায়। তবে বাইকে থাকা যুবকরা বেঁচে গিয়েছেন। এখনও কোনও প্রাণহানির খবর নেই।

রাস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে গতি আনতে রাজ্য সরকার প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তত একটি করে রাস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর এই মর্মে সব জেলা শাসককে নির্দেশ পাঠিয়েছে । সেখানে এইধরণের রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স্কুল, কলেজ বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অভিমুখী রাস্তাকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। এই প্রকল্প সফল হলে আগামী দিনে আরও বেশি রাস্তা এইভাবে তৈরি হবে বলেও জানানো হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন খরচ সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে তা দীর্ঘস্থায়ীও হবে বলে মনে করা হচ্ছে । ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এমন রাস্তা তৈরি হয়েছে। এবার রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতেও এই প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এরপর বিটুমিনের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে, অর্থাৎ ৬ শতাংশ প্লাস্টিক গুঁড়ো মিশিয়ে রাস্তা তৈরি করতে হবে। ঠিকাদার সংস্থাকে এই নিয়ম মেনে কাজ করতে বলা হয়েছে। মূলতঃ আড়াইশো থেকে তিনশো মিটার দীর্ঘ রাস্তা এই প্রকল্পের আওতায় বাছাই করতে বলা হয়েছে। কাজ শেষ হলে বোর্ডে উল্লেখ করতে হবে যে, ওই রাস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে।

বন্ধ ভারত বাংলাদেশ পেট্রাপোল আমদানি, বাজারে সিঁদুরে মেঘ!

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ মে ঃ বাংলাদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার জেরে ভারত বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা কটন জাত বস্ত্র ও কাপড়-সহ বেশ কিছু সামগ্রী আর আসবে না ভারতে। তবে কি এবার স্টাইলিস্ট সুতির পোশাকের দাম বাড়তে চলেছে ভারতে! বাংলাদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার জেরে ভারত বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা কটন জাত বস্ত্র ও কাপড়- সহ বেশ কিছু সামগ্রী আর আসবে না ভারতে। এর কিছুটা হলেও প্রভাব পড়ছে ভারতীয় বাজারে। এমনটাই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু স্থল-বন্দরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্যাকেট জাতীয় পানীয়, কাঠের আসবাবপত্র- সহ আমদানি সামগ্রী অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়- সহ এই রাজ্যের চ্যাংড়াবান্ধা ও ফুলবাড়ি স্থল বন্দর দিয়ে আর নিয়ে আসা যাবে না। সেক্ষেত্রে পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কটন বস্ত্রর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কলকাতা ও মুম্বই পোর্ট দিয়েই সেগুলি এদেশে আসবে বলেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে দৈনিক যে পণ্য আমদানি হয় তার মধ্যে ৪০ শতাংশই জামা কাপড় ও কটন জাতীয় সামগ্রী। সেই সামগ্রী না আসায় একদিকে যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ, পাশাপাশি এর প্রভাব পড়ছে ভারতের পেট্রাপোল শ্রমিক মজদুর ও ব্যবসায়ীদের মধ্যেও বলেও দাবি ব্যবসায়ীদের একাংশের। তবে আগামী দিনে এই পরিস্থিতির বদল ঘটে কিনা, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সীমান্ত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন।

Office of the
Kiriteswari Gram Panchayat
Simanpara:Nabagram:Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-(1) 01/KGP/15th CFC(Tied)/2025-26, (2) 02/KGP/15th CFC(Untied)/2025-26
For and on behalf of the Prodhan, Kiriteswari Gram Panchayat invites sealed percentage rate tenders for total 23(Twenty Three)Nos. different works.Last date of submission of documents up to 30/05/2025 at 18.00 Hrs. Bid Opeing date for Technical 03/06/2025 at 12.00 Hrs. and Financial Bid opening date 06/06/2025 at 14.00 Hrs. For details visit office of the undersigned of website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Kiriteswari Gram Panchayat

যশমান দীপক লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট ফার্স্টফ্লোর, কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN: L67120WB1975PLCO29901 ফোন নং. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
ওয়েবসাইট ঃ www.yashmandeepak.com ইমেইল ঃ yashmandeepakltd@gmail.com

৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৮০.২৯	৬৩.৮০	৫৩.৫০	৩০০.৪৮	২০৫.৬৭
নিট লাভ /(ক্ষতি) মেয়াদ / বছরের জন্য (করের আগে)	৪১.৫৩	৩৪.৭৪	৩০.৭৫	২১০.৩৫	১৬২.৭৯
নিট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদ / বছরের জন্য (কর পরে)	৩০.০৮	২৫.৭৪	২২.৫০	১৫৬.১৪	১২১.৮২
মোট ব্যাপক আয়	৩০.০৮	২৫.৭৪	২২.৫০	১৫৬.১৪	১২১.৮২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
অন্যান্য ইক্যুইটি				২৬৭৪.৪৮	২৫১৮.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (চলতে এবং বন্ধ করার জন্য অপারেশন (প্রতিটি ১০ টাকা)					
মূল ঃ	৪.২৭	৩.৬৫	৩.১৯	২২.১৫	১৭.২৮
মিশ্র ঃ	৪.২৭	৩.৬৫	৩.১৯	২২.১৫	১৭.২৮

নোট ঃ
১) উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.yashmandeepak.com) পাওয়া যাবে এবং নিম্নলিখিত দ্রুত প্রতিক্রিয়া কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
২) উপরোক্ত নিরীক্ষিত Ind AS আর্থিক ফলাফলগুলি ১৯.০৫.২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৯.০৫.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩) প্রয়োজনে পরিসংখ্যানগুলি পুনর্গঠিত এবং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ১৯.০৫.২০২৫

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে,
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /-(দীপক সেহগাল)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00421767

DEULPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711411
NOTICE INVITING TENDER No. (1) DGP/106,107/MNB/NIT/2025-26, (2) DGP/108/15TH FC/NIT/2025-26
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bonafide bidders for execution of total 3(Three)Nos. different works. Bid submission date on **19.05.2025 at 11.30 am.** Date of Opening of Technical Bid on **28/05/2025 at 02.00PM.** For more details please visit:- **https://wbtenders.gov.in** or visit the office of the undersigned.
Sd/-Pradhan
Deulpur Gram Panchayat

ম্যানড এলসি গেটে ট্রান্সফরমার সরবরাহ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিআরডি/এলএমজি/০৮ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ১৫-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচইএমওডি-৩৮; কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনে ০৮টি ম্যানড নন-ইন্টারলকিং এলসি গেটের স্থান (সিএস-২০, সিএস-২৩, সিএস-২৭, সিএস-৩২, ৮বিকে, কেবি-৫, কেবি-৬, কেবি-৭) -এ ১০ কেভিএ অগজিলিয়ারী ট্রান্সফরমার সরবরাহের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২৬,২৪,৮০৩.০৫/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৫২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৯-০৬-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টায়। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাইনেজ বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন
জিইএম বিড নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬২২৯১৭৫; তারিখ ঃ ১৪-০৫-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - ২ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে ০৯টি রেলওয়ে স্টেশনে যথা কাটিহার, পূর্ণিয়া জংশন, ফোর্বসগঞ্জ, জোগবানি, কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, দার্জিলিং, ঘুম -এ স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ কমিশনিং বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন। **আনুমানিক দর মূল্য ঃ** ৩,৩৮,২৫,৮২৪.৫৪/- টাকা; **ইএমডির মূল্য ঃ** ৩,১৯,২০০/- টাকা; বিড **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩:০০** টায় এবং খোলা ০৫-০৬-২০২৫ তারিখে **১৩:৩০** টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য দয়া করে সরকারি ই-মার্কেটিং ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
"Centre Point", 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor, Room No. 306, Kolkata- 700001
CIN: L67120WB1982PLC035476
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company at "Centre Point", 21, Hemant Basu Sarani, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata - 700 001 on **27th May, 2025 at 2:00 P.M.** inter alia, to transact the following important business:
1)To consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended 31st March, 2025.
2)To consider and approve the Audited Annual Accounts and notes thereon for the Financial Year ended 31st March, 2025.
With reference to notice of Board Meeting as above, this is to further inform you that as per the Company's Code of Conduct for prohibition of Insider Trading, the trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors / KMP/ officers / designated employees of the Company till May 29, 2025.
For Pronto Industrial Services Ltd.
Sd/-
Shweta Almal
Company Secretary
Membership No. 35039
Place: Kolkata
Date :19.05.2025

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-07/2025-26
(Memo No: 325/Panch, Dated: 19/05/2025)
Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of four (05) nos. work within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.
Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice
Tender reference no: 213/SGPII/NIeT/15 th CFC(Untied)/25-26 Date: 16/05/2025.
Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For CC Road with guardwall within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid Submission end date **23/05/2025 up to 05.00 pm**. Bid Opening Date: **26/05/2025 at 11.00 AM.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

Office of The Khatra Gram-I Gram Panchayat
AT+P.O.:-Khatra, P.S:-Khatra, Dist:-Bankura, W.B.-722140
E-mail: kh1grampanchayat@gmail.com
NOTICE INVITING E-TENDER No.-
(1) 01 of 2025-26, Tender ID: 2025_ZPHD_847904_1 to 6,
(2) 02 of 2025-26, Tender ID: 2025_ZPHD_847931_1 to 5,
(3) 03 of 2025-26, Tender ID: 2025_ZPHD_847962_1 to 9
Separate tenders are invited by the Khatra Gram-1 Gram Panchayat, Khatra, Bankura for total 20(Twenty)Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **26/05/2025 6.00 PM**. Date of opening of Bid(Online) **29/05/2025 at 11.00 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Khatra Gram-I Gram Panchayat

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice
Tender reference no: 212/SGPII/NIeT/15 th CFC(Tied)/25-26 Date: 16/05/2025.
Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For Stromwater drainage within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid Submission end date **23/05/2025 up to 05.00 pm**. Bid Opening Date: **26/05/2025 at 11.00 AM.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

বড়কাইবাতি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রামঃ- বড়কাইবাতি পোঃ- রায়দোগাছিয়া, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৫১৩
রেজিস্ট্রেশন নং- ২৩ কেটি, তারিখঃ- ২১.০৭.১৯৬৪
বিজ্ঞপ্তি
'খসড়া নির্বাচক তালিকা' (Draft Voter List)
তারিখঃ- ২০.০৫.২০২৫
সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান-।। রেঞ্জ তথা পূর্ব বর্ধমান-২ রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৪৭৪ তারিখ ০৪।১২।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে শ্রী প্রবীর দেবনাথ (সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২) ও শ্রী কৃশানু সিংহ রায় (সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-১ উন্নয়ন সমষ্টি) তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বড়কাইবাতি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য / সদস্যা কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে (Delegates) অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল, যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন / সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ২০।০৫।২০২৫ তারিখ হতে ০৩।০৬।২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ০৪।০৬।২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বড়কাইবাতি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগত ভাবে ঐদিন অভিযোগকারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় এক তরফা সিদ্ধান্তহবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ০৪।০৬।২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টের সময়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তারিখঃ- ২০.০৫.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্য্যালয়
সাক্ষর /-
প্রবীর দেবনাথ
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্মান রেঞ্জ-২)
কৃশানু সিংহ রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
বড়কাইবাতি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (C), Borough-III, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:-
(1) NIT No.: KMC/EE-III/31/3/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of paver block and IPS Footpath at P-92, P-258, 150/A CIT Road Scheme VI (M) and 127/A/4 M M Road and different location in Ward No. 31 disturbed by C.E.S.C.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **4,91,963.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**
(2) NIT No.: KMC/EE-III/33/4/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Supplying fitting and fixing of Manhole Cover S.I.C.P Cover, I.C.P. Cover, C.P. Cover at 37 S.S. Road, 75, 76, 91, 93 B.M Road, 43, 50 C.P. Road and different Uttaran Area in Ward No. 33.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,98,972.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(3) NIT No.: KMC/EE-III/31/2/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Cleaning of water body at 37/1 S.K. Daw Lane in Ward No. 31. For Securing Compliance of Notice U/S 496A.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **1,19,418.00.** Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(4) NIT No.: KMC/EE-III/33/6/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Repairing of passage at 95, 93, 112 B.M Road, 30 Suren Sarkar Road and different Uttaran Area in Ward No. 033.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,97,514.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**
(5) NIT No.: KMC/EE-III/33/7/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Construction of Sanitary Latrine at 53 Chaul Patty Road 91, 93 Beliaghata Main Road and other Uttaran Areas in Ward No. 033.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,99,442.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**
(6) NIT No.: KMC/EE-III/31/1/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Supplying, fitting & fixing pit covers at 6 Nos. S.K. Daw Lane, 21, 40/41 M.B. Lane and different Uttaran Area in Ward No. 31.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **1,49,902.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(7) NIT No.: KMC/EE-III/31/2/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Repair of Uttaran Sewer at 14 Nos. Kankurgachhi Road, 2 Ghore Bibi Lane, 76 M.M. Road and different places in Ward No. 31.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **1,49,865.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(8) NIT No.: KMC/EE-III/29/1/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Repair of Uttaran Sanitary Latrine at 4/H/11, 4/H/13 Motilal Sen Lane, 10/2, 1/B/5 K.B 2nd Lane, 86/H/2, 86/H/13 N.N. Road and others Uttaran Places in Ward No. 29.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,99,574.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(9) NIT No.: KMC/EE-III/29/2/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Repair of Uttaran Passage 85/H/23, 72/H/2, N.N. Road, 9 K.B. Cross Lane, 12/H/4 Chamru Singh Lane and others Uttaran Areas in Ward No. 29.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,99,781.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(10) NIT No.: KMC/EE-III/30/8/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Renovation of Uttaran Passage at 55 Kakurgachi Road, 4/1, 12/1 etc. S.G. Road and different places in Ward No. 30.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,89,727.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(11) NIT No.: KMC/EE-III/31/3/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Uttaran Sanitary Latrine at 40/41 M.B. Lane, 17 Nos. Kankurgachhi Road, 94, 95 N.M. Road and different places in Ward No. 31.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,49,797.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(12) NIT No.: KMC/EE-III/31/5/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Renovation of Uttaran Sanitary Latrine at 38, 39 M.B. Lane, 68 Canal Circular Road, 1 G.B. Lane and different places in Ward No. 31.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **4,99,771.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(13) NIT No.: KMC/EE-III/33/13/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Restoration paver block footpath at P12 CIT Road and its surrounded area in Ward No. 033 to be disturbed by W/S Department.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **1,27,283.00.** Earnest Money: ₹ **2,600.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **27.05.2025 upto 12 noon (for Sl. No. 1 to 7)** and **28.05.2025 upto 12 noon (for Sl. No. 8 to 13).** Date and time of opening of bid: **29.05.2025 after 12 noon (for Sl. No. 1 to 7)** and **30.05.2025 after 12 noon (for Sl. No. 8 to 13).** The bid forms and other details are available on and from **20.05.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 10)** and **21.05.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 11 to 13).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 13).**
The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:-
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/02/2025-2026 (2nd Call)
Name of the work: **Urgent removal of chokeage in sewer/repairing of collapsed sewer/repairing of damaged sewer in Ward No. 19, Br-II.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/015/06/2025-2026/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee Toilet and Privies at 242, 243, 244/1, 247 APC Road, 23, 26 Simla Road etc in Ward No. 15.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,48,680.47.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **29.05.2025 upto 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Bid will be opened on: **31.05.2025 at 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **20.05.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**
252/25-26

নয়া সিজনে খুমাম লাম্পাক স্টেডিয়ামেও থাকছে ডুরান্ডের ম্যাচ

শিলং, ১৯ মেঃ ভারতীয় ফুটবলে অতি প্রাচীন টুর্নামেন্ট হিসেবে পরিচিত ডুরান্ড কাপ। দশকের পর দশক ধরে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে আসছে দেশের প্রথম সারির ফুটবল ক্লাব গুলি। এই খেতাব জয় নিঃসন্দেহে বিরাট বড় সাফল্য দেশের ক্লাব গুলির কাছে। অধিকাংশ সময় এই টুর্নামেন্টে দাপট থেকেছে কলকাতা ময়দানের তিন প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল থেকে শুরু করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। গতবছর একের পর এক শক্তিশালী ফুটবল দলকে টেক্কা দিয়ে টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিল কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শেষ পর্যন্ত একটি গোলের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই অন্যান্য দলগুলি। এবারের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের ও ফাইনাল খেলেছিল মোহনবাগান। তবে চূড়ান্ত সাফল্য মেলেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের টেক্কা দিয়েছিল হুয়ান পেদ্রো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেড। যারফলে প্রথমবারের মতো এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্ট জয় করেছিল পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। যা নিঃসন্দেহে বিরাট বড় চমক ছিল সকলের কাছে। গত মাসেই শেষ হয়েছে এবারের ফুটবল সিজন। তবে এখন থেকেই নতুন মরসুমের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রতিটি ফুটবল ক্লাব। পাশাপাশি এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী সব ঠিকঠাক থাকলে নয়া সিজনে ডুরান্ড কাপের ম্যাচ আয়োজিত হতে চলেছে আগামী ১৮ জুলাই থেকে। যা চলতে পারে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। এক্ষেত্রে গতবারের মতো এবারও বেশকিছু ম্যাচ থাকবে শহর কলকাতায়। এছাড়াও জামশেদপুরের পাশাপাশি শিলং কোঝিকোড় সহ ইম্ফলের বুকে আয়োজিত হতে চলেছে বেশকিছু ফুটবল ম্যাচ। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই উত্তপ্ত থেকেছে মনিপুর। যা বারংবার এসেছে খবরের শিরোনামে। কিন্তু এবার সেখানে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতেই এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চাইছে সেনা। এক্ষেত্রে গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার কিছুটা এগিয়েই আয়োজিত হতে চলেছে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। সব ঠিকঠাক থাকলে তারপরেই হয়তো আয়োজিত হবে ফেডারেশন কাপ। যদিও তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।

নিজের বর্তমান ক্লাব প্রসঙ্গে কী বললেন বিজয় ছেত্রী?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বর্তমানে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলা দেশীয় ফুটবল সার্কিটে খুব একটা নতুন নয়। একটা সময় পাহাড়ি বিছে তথা বাইচুং ভুটিয়া থেকে শুরু করে জাতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী সহ গুরপ্রীত সিং সান্ধু ও সন্দেশ ঝিঙ্গানদের মতো ফুটবলাররা ও খেলে এসেছেন বিদেশি ক্লাবে। সুযোগ মতো নিজেদের প্রমাণ ও করেছিলেন প্রায় প্রত্যেকে। গত বছর সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছিলেন বিজয় ছেত্রী। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে চেন্নাইয়িন এফসিতে খেলার পর উরুগুয়ের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব কোলন এফসিতে সই করেছিলেন তিনি। প্রথম লোন চুক্তি থাকলেও বর্তমানে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি ম্যানেজমেন্ট। যারফলে এবার স্থায়ী চুক্তিতে খেলছেন এই দলে। পূর্বে তাঁর বিদেশে যাওয়ার তথ্য সামনে আসার পর থেকেই খুশির আমেজ দেখা দিয়েছিল দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। তারপর থেকেই কোলন এফসির জার্সিতে বিজয়কে দুরন্ত ছন্দে দেখার অপেক্ষায় ছিল সকলে। এবার উরুগুয়ের এই ফুটবল ক্লাব নিয়ে নিজের সোশ্যাল সাইটে বিশেষ পোস্ট করলেন বিজয়। সেখানে নিজের বর্তমান ক্লাবের বেশকিছু ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, 'আমি সত্যিই ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার পাশে থাকার জন্য। বিশেষ কিছু মানুষের সহায়তা ছাড়া এই দলে খেলা আমার জন্য সহজ ছিল না।' আরও বলেন, 'গত বছর চেন্নাইয়িন এফসি থেকে লোনে আসার দিন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে জানুয়ারি মাসে ক্লাবের সাথে স্থায়ী চুক্তি দিন, কোলন এফসির কিছু কর্মকর্তাও আমার উন্নতির জন্য সত্যিই সহায়ক ছিলেন। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।' বলাবাহুল্য, একটা সময় ইন্ডিয়ান অ্যারোজের মধ্যে দিয়ে নিজের ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন বিজয়। পরবর্তীতে চেন্নাই সিটি থেকে শুরু করে রিয়াল কাশ্মীর হয়ে এসেছিলেন হায়দরাবাদের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব শ্রীনিধি ডেকানে।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের মাথায় পাক মন্ত্রী

এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নেওয়ার চিন্তা বিসিসিআইয়ের

মুম্বই, ১৯ মেঃ এবার ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির আঁচ পড়ল এশিয়া কাপেও। সূত্রের খবর, চলতি বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নেওয়ার চিন্তা শুরু করেছে ভারত। বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক কারণ হিসেবে জানিয়েছেন-যেহেতু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের মাথায় রয়েছেন একজন পাকিস্তানি মন্ত্রী, তাই তাদের আয়োজিত কোনও টুর্নামেন্টেই খেলতে নামবে না ভারতীয় দল। সীমান্ত সংঘর্ষ ও পহেলগামে জঙ্গি নাশকতার পর পাকিস্তান এখন গোটা দেশের কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। তাই তারা রয়েছে, এমন কোনও টুর্নামেন্টে এই মুহূর্তে ভারত অংশ নিতে প্রস্তুত নয়। উল্লেখ্য, পহেলগামে জঙ্গি হামলার অনেক আগে থেকেই ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ধরনের দ্বিদেশীয় সিরিজে অংশ নেয় না। আইসিসি টুর্নামেন্টে নামলেও সেখানে অনেক শর্ত রয়েছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এর সর্বশেষ প্রমাণ। সেখানে বিসিসিআই সাফ জানিয়ে দেয়, পাকিস্তান আয়োজক দেশ হলেও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা মোটেও করাচি কিংবা লাহোরে গিয়ে খেলবেন না। খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। তাই নিরপেক্ষ

ভেন্যু ঠিক করা হোক। বাধ্য হয়ে আইসিসিকে ময়দানে নামতে হয়। পাক ক্রিকেট বোর্ড গোড়ায় নিমরাজি থাকলেও পরে দুবাইয়ে ভারতকে খেলতে দেওয়ার প্রস্তাব মেনে নেয়। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির গ্রুপ স্টেজ তো বটেই, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচও দুবাইয়ের মাঠেই খেলেছিল ভারতীয় দল। জিতেছিল ট্রফিও। পহেলগাম নাশকতার পর ছবিটা আরও ঘোলাটে হিয়েছে। বেশ কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, এবার শুধু আইসিসি বা অন্য কোনও আয়োজক সংস্থার উপর শর্ত চাপিয়েই বিসিসিআই ক্ষান্ত থাকবে না, প্রয়োজনে পাকিস্তান রয়েছে এমন টুর্নামেন্ট বয়কটও করা হতে পারে। এশিয়া কাপে সম্ভবত সেই রাস্তাতেই হাঁটতে চলেছে ভারত। প্রসঙ্গত, ভারত যদি টুর্নামেন্টে অংশ না নেয়, তাহলে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে চলেছে। এর মাথায় রয়েছেন মহসিন নকভি। তিনি আবার একাধারে পাকিস্তানের মন্ত্রী ও পিসিবির চেয়ারম্যানও বটে! জয় শাহর ছেড়ে যাওয়া আসনে বসেছেন। শাহ আইসিসির চেয়ারম্যান পদে বসার পর নকভি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এশিয়া কাপ থেকে সরে যাওয়ার কারণ হিসেবে এই মহসিন নকভিকেই টার্গেট করেছে বিসিসিআই। মোদ্দা দাবি একটাই-যেহেতু একজন পাক মন্ত্রী কাউন্সিলের প্রধান, তাই তাদের আয়োজনের কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না ভারত। বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক বলেছেন, ''এটা গোটা দেশের অনুভূতি। আমরা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে মৌখিকভাবে গোটা বিষয় জানিয়েছি। মহিলাদের এশিয়া কাপ থেকেও নাম তুলে নেবে ভারত। পাশাপাশি আগামী দিনের পদক্ষেপ নিয়েও বক্তব্য রাখা হবে। আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে লাগাতার কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি।'' প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপের অধিকাংশ স্পনসরই ভারতের। ফলে এমনিতেও পাকিস্তান বিরোধিতার যে জিগির গোটা দেশে উঠেছে, তার জেরে টুর্নেমেন্টে অংশ নেওয়া বিসিসিআইয়ের পক্ষে সমস্যার। অন্যদিকে সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্ক মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এশিয়া কাপ সম্প্রচারের স্বত্ব কিনেছে। এখন টুর্নামেন্ট থেকে ভারত নাম তুলে নিলে গোটা টুর্নামেন্টই সমস্যার মুখে পড়বে। কারণ, ভারত-পাক দ্বৈরথ থেকেই সবচেয়ে বেশি আয়ের সুযোগ রয়েছে। সেটা বানচাল হওয়া মানে মুনাফায় কোপ। সেক্ষেত্রে সোনির সঙ্গে চুক্তির ভবিষ্যৎ কী-এই নিয়েও ধোঁয়াশা জমতে শুরু করেছে।

ইন্টার কাশীকে বিদায় জানিয়ে আবেগঘন পোস্ট লালরিন্ডিকার

বারাণসী, ১৯ মেঃ বহু পরিকল্পনা নিয়ে এবারের ফুটবল মরসুম শুরু করে ছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। তবে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ শুরু করলেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে। তারপর ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরু থেকে জয় পাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছে একাধিক ফুটবল ম্যাচ। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। এমন পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন গতবারের সুপার কাপ জয়ী কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তারপরেই দলের দায়িত্ব পান অস্কার ব্রুজন। যার হাত ধরে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল লাল-হলুদ শিবির। নতুন করে সুপার সিক্সে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল লাল-হলুদ জনতা। কিন্তু কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না। বিশেষ করে ঘরের মাঠে শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসির কাছে পরাজিত হওয়ার পর প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেলেও ক্ষীণ আশা ছিল দলের কাছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দলের ফুটবলারদের চোট আঘাতের পাশাপাশি আরও একাধিক সমস্যা নিয়েই লড়াই করতে শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করায় আইএসএলের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকার স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছিল এই প্রধানের। পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ছিল ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে শক্তিশালী কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায় মশাল

ব্রিগেড। এবার দলের পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো না হলেও অনেক আগে থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে একাধিক দেশি ও বিদেশী ফুটবলারদের নাম। তার মধ্যে অন্যতম ছিল এডমুন্ড লালরিন্ডিকা। এই সিজনে আইলিগের ফুটবল ক্লাব ইন্টার কাশীর হয়ে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। আকর্ষণীয় পারফরম্যান্স দেখেই তাঁকে ফিরিয়ে আনতে তৎপর ছিল ইস্টবেঙ্গল। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ইন্টার কাশী ছাড়ার আগে নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই সেই দলের জার্সিতে বেশ কিছু ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, 'এই ইন্টার কাশী ক্লাব আমার জন্য যা করেছে তাঁর জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। দলের সমর্থকদের পাশাপাশি বর্তমান এবং পূর্ববর্তী সতীর্থ, কোচ এবং কর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার সময় আপনারা সকলেই পাশে থেকেছেন। আমার তরফে এই ক্লাবের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইল। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে মঙ্গল করুন।'

অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত আসতে চায় পাকিস্তান, ভিসার আর্জি খেলোয়াড়দের

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানায় ২৬ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রাণ যায়। এর বদলা হিসেবে অপারেশ্ন সিঁদুর চালায় ভারত। পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসাও বাতিল করে ভারত সরকার। প্রশ্ন উঠছে, এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান হকি দলের ভারতে এসে খেলার সম্ভাবনা কতটা? চলতি বছর এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে বিহারের রাজগিরে। ২৭ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। জানা গিয়েছে, সংঘাত পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতে আসতে চায় পাকিস্তান। এ ব্যাপারে তারা এশিয়ান হকি ফেডারেশনের কাছে ভিসার আর্জিও পর্যন্ত জানিয়েছে। পাকিস্তান হকি সংস্থার এক ঊর্ধ্বতন কর্তা জানিয়েছেন, এশিয়া কাপ পাক হকি দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী বছর নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামে বসবে পুরুষদের হকি বিশ্বকাপের আসর। সেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব এই এশিয়া কাপ।

রোনাল্ডোর সঙ্গে দ্বৈরথ নিয়ে নতুন করে যা বললেন মেসি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দ্বৈরথ ফুটবল ইতিহাসে মহাকাব্যিক এক আখ্যান। প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে ফুটবলের মঞ্চে একে-অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তাঁরা। শ্রেষ্ঠত্বে কখনো মেসি এগিয়ে গেছেন, আবার কখনো রোনাল্ডো। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ভক্তদের মধ্যেও চলেছে নানামুখী লড়াই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখনো দুজনের ভক্তদের লড়াই করতে দেখা যায়। নিজেদের এই দ্বৈরথ নিয়ে বিভিন্ন সময় কথা বলেছেন মেসি-রোনাল্ডো দুজনই। এবার নতুন করে বিষয়টি নিয়ে নিজের মত জানিয়েছেন মেসি। ব্যালন ডি'অরের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা এক পোস্টে মেসি বলেন, ''খেলার মাঠের ভাষায় বললে, এটা ছিল একটা লড়াই। সুন্দর একটি লড়াই। আমরা একে অপরকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছি, কারণ আমরা দুজনেই খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মানসিকতার। সে সব সময় সবকিছু জিততে চেয়েছে।'' রোনাল্ডোকে কৃতিত্ব দিয়ে মেসি আরও বলেন, ''সময়টা আমাদের জন্য খুব সুন্দর ছিল এবং যাঁরা ফুটবল ভালোবাসেন, তাঁদের জন্যও।

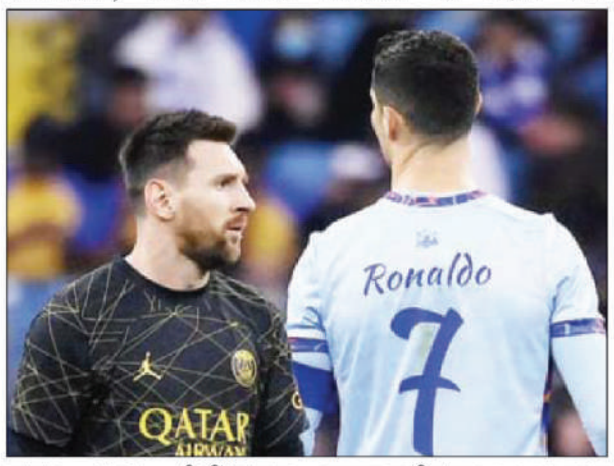

আমার ধারণা, ক্রিস্টিয়ানোর (রোনাল্ডো) অনেক কৃতিত্ব প্রাপ্য। যেমনটা বলা হয়, চূড়ায় ওঠাটা কঠিন নয়, কঠিন হচ্ছে সেখানে অবস্থান করা। এটা অসাধারণ ছিল, আর সবার জন্যই এক দারুণ স্মৃতি।'' ইউরোপে লম্বা সময় লড়াই করার পর ২০২৩ সালে ইউরোপ ছাড়েন দুজনই। রোনাল্ডো যান সৌদি ক্লাব আল নাসরে আর মেসি পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। ২১ বছরের বেশি সময়ের ক্যারিয়ারের ১,২৭২ ম্যাচে রোনাল্ডো করেছেন ৯৩৫ গোল। তাঁর সামনে লক্ষ্য এখন হাজারতম গোলের মাইলফলক পূরণের। অন্যদিকে ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন পূরণ করা মেসি ১,০৯৬ ম্যাচে করেছেন ৮৬০ গোল।

আবারও গোল নেই মেসির, বড় হার মায়ামির, লিও বললেন, 'সময়টা কঠিন'

লিওনেল মেসি খেললেন পুরো সময়। ব্যক্তিগত কারণে দুই ম্যাচ না খেলার পর ফিরলেন লুইস সুয়ারেজ। জর্দি আলবা, সের্হিও বুসকেতসরা মাঠে রইলেন পুরো সময়। ম্যাচের ৬৫ শতাংশ বল নিজেদের কাছে রাখল দল। কিন্তু গোল তো করতে হবে! আসল কাজটিই করতে পারল না ইন্টার মায়ামি। উল্টো গোল হজম করল তিনটি!

ফ্লোরিডা, ১৯ মেঃ মেজর লিগ সকারে ফ্লোরিডা রাজ্যের দুই দলের লড়াইয়ে দুঃ সময়ের চক্রে থাকা ইন্টার মায়ামিকে তাদের মাঠেই ৩-০ গোলে হারাল ওরল্যান্ডো সিটি। ৪৩তম মিনিটে এগিয়ে যাওয়া ওরল্যান্ডো ব্যবধান বাড়ায় ৫৩তম মিনিটে। মায়ামি গোল শোধ করবে কী, উল্টো ম্যাচের শেষ বেলায় যোগ করা সময়ে গোল হজম করে বসে আরেকটি। আগের ম্যাচে একদমই নিষ্প্রভ থেকে বেশ কিছু ভুল করা মেসি এই ম্যাচে কিছু ঝলক দেখিয়েছেন বটে। তবে প্রত্যাশিত চেহারার কাছাকাছিও ছিলেন না। ওরল্যান্ডোর জমাট রক্ষণের কাছে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন তিনি ও সুয়ারেজ। আগের ম্যাচ শেষে রেফারির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে হলুদ কার্ড দেখা মায়ামি অধিনায়ক এ দিনও রেফারির সঙ্গে ঝামেলা পাকান। হলুদ কার্ড পান তিনি এই ম্যাচেও। চলতি লিগে ১০ ম্যাচে মেসির গোল ৫টি। দুই বছর পর মায়ামির বিপক্ষে জয়ের মুখ দেখল ওরল্যান্ডো। মেসির খেলার ম্যাচে মায়ামির বিপক্ষে তাদের জয় এটিই প্রথম। ফ্লোরিডা ডার্বিতে মায়ামির চার ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রাও থেমে গেল। ভারতীয় সময় সোমবার সকালের এই ম্যাচে গোলে ২১টি শট নিয়ে স্রেফ চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারেন মেসিরা। এর মধ্যে একটিও ঢোকেনি জালে। ওরল্যান্ডো সিটি স্রেফ ৩৫ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রাখলেও গোলে শট নেয় ১৬টি। এর ৮টিই ছিল লক্ষ্যে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ সাত ম্যাচের

মধ্যে মায়ামির এটি পঞ্চম পরাজয়। বাকি দুই ম্যাচের একটিতে তারা জিতেছে, আরেকটি করেছে ড্র। ওরল্যান্ডো সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অপরাজিত রইল টানা ১২ ম্যাচে। বল নিয়ন্ত্রণে মায়ামি অনেক এগিয়ে থাকলেও আরও একবার রক্ষণভাগের দুর্বলতার খেসারত দিতে হলো মায়ামিকে। বিশেষ করে 'কাউন্টার অ্যাটাক'-এ তাদের নড়বড়ে অবস্থা ফুটে উঠল আবার। সবশেষ তিন ম্যাচেই তারা গোল হজম করল ১০টি! নতুন কোচ হাভিয়ের মাসচেরানোর কোচিংয়ে শুরুটা দারুণ করলেও এখন দলকে মনে হচ্ছে ছন্নছাড়া। ১৩ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার ছয়ে নেমে গেল তারা। হারের পর দলের ব্যর্থতা নিয়ে অ্যাপল টিভির সঙ্গে কথা বলেছেন মেসি। সময়টা 'কঠিন' উল্লেখ করে মেসি বলেছেন, ''সময়টা কঠিন, তবে আমরা তা কাটিয়ে উঠব। এখনই আসল সময় এটা দেখানোর যে, আমরা দল হিসেবে কতটা একতাবদ্ধ। কঠিন সময় যাচ্ছে আমাদের। যখন সবকিছু মসৃণভাবে চলতে থাকে, তখন সবকিছুই খুব সহজ থাকে। কিন্তুকঠিন সময় যখন আসে যেমন এখন চলছে এখনই যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি একতাবদ্ধ থাকতে হবে আমাদের। সত্যিকারের দল হিসেবে লড়ে এটাকে পেছনে ফেলতে হবে।'' আগামী মাসে ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবে ইন্টার মায়ামি। এই সময়ে দলের এমন বাজে অবস্থা ভাবাচ্ছে মেসিকেও। ক্লাবের বৈশ্বিক আসর শুরুর আগেই তাই গুছিয়ে উঠতে চান মেসি। ''বেশ কয়েক ম্যাচ খারাপ ফলাফল হচ্ছে আমাদের। তবে আমাদের কাজ করে যেতে হবে এবং সামনের সময়টা নিয়ে ভাবতে হবে। মে মাসে তিন-চারটি ম্যাচ বাকি আছে আমাদের। চেষ্টা করতে হবে সম্ভাব্য সেরাভাবে এই ম্যাচগুলি শেষ করে ক্লাব বিশ্বকাপে ভালোভাবে যাওয়া।'' ক্লাবের এই দুঃসময়ের মধ্যে নানা গুঞ্জন চলছে এখানে মেসির ভবিষ্যৎ নিয়েও। আর্জেন্টাইন মহাতারকার আড়াই বছরের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে এই মরসুমেই। যদিও ইন্টার মায়ামি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, কিংবদন্তিকে ছাড়ার কোনো ইচ্ছে তাদের নেই। অন্তত ২০২৬ সাল পর্যন্ত তাকে রাখতে চায় ক্লাবটি। তবে মেসির পক্ষ থেকে এখনও সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি। মেসির প্রাক্তন বার্সেলোনা সতীর্থ ও মায়ামিতে এখন সঙ্গী জর্দি আলবা গত সপ্তাহে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন ২০২৭ পর্যন্ত। মায়ামির কোচ মাসচেরানোর আশা, পুরোনো বন্ধু মেসিকেও তিনি ধরে রাখতে পারবেন। ''আশা করি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লিওকে নিয়ে কিছু খবর আমরা জানাতে পারব। এই ক্লাবের জন্য, মেজর লিগ সকারের জন্য ও সমর্থকদের জন্য এটা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।''

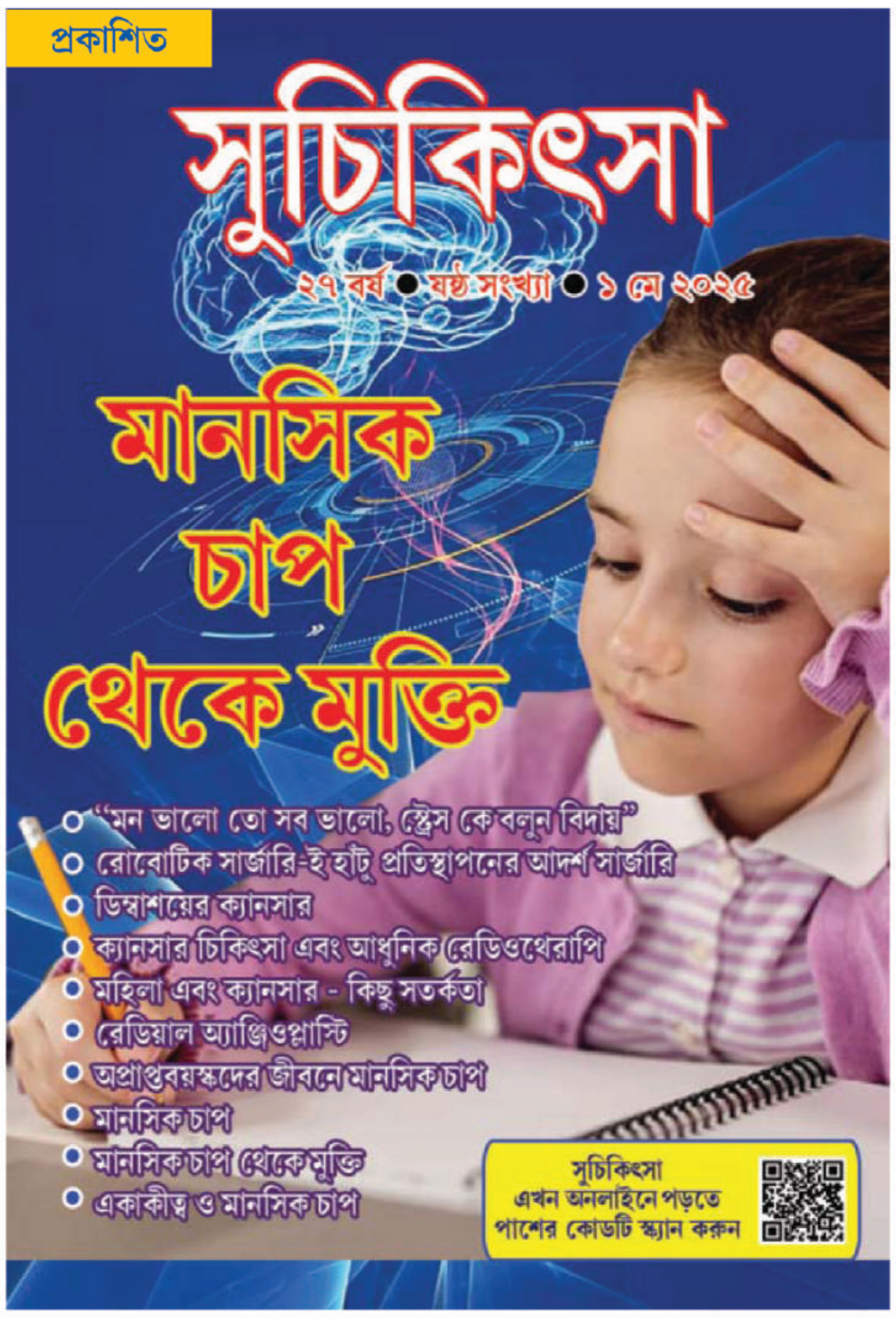

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com